সংযোগের নীতিসমূহ

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিষ্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে : https://www.shepherdsglobal.org/courses

লিখন টিম: Dr. Danny McCain, Rev. Richard G. Hutchison, and Dr. Randall D. McElwain (ড. ড্যানি ম্যাককেইন, রেভা. রিচার্ড জি. হাচিসন, এবং ড. র‍্যানডাল ডি. ম্যাকএলওয়েন)

৫ এবং ১০ নং পাঠ বাদে, এই কোর্সের বেশিরভাগ উপাদান ড. ড্যানি ম্যাককেইনের একটি আসন্ন বই থেকে নেওয়া হয়েছে এবং লেখকের সদয় অনুমতিক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যতে ধারকৃত উপাদান প্রকাশনার সমস্ত অধিকার লেখকের কাছে থাকবে।

কপিরাইট © ২০২৩ Shepherds Global Classroom

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্নেহা ঘোষ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom-এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচীপত্র

ক্লাস লিডারদের জন্য নির্দেশনা ৫

(১) সংযোগের একটি তাত্ত্বিক মতবাদ ৭

(২) সংযোগের নীতিসমূহ ১৯

(৩) প্রচারের ভূমিকা ৩৩

(৪) প্রচারের পদ্ধতিসমূহ ৫৫

(৫) ব্যাখ্যামূলক সারমন প্রস্তুতি ৭১

(৬) লিখিত সংযোগ ৮৯

(৭) শিক্ষাদান ৯৯

(৮) মানবিক সম্পর্ক ১১৭

(৯) বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ ১২৯

(১০) আত্মা-অভিষিক্ত প্রচার ১৩৯

স্পিকিং অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম ১৪৭

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ১৪৯

ক্লাস লিডারদের জন্য নির্দেশনা

একটি গ্রুপ হিসেবে অধ্যয়নের সময়, আপনি মেটেরিয়ালটি পড়ার ক্ষেত্রে একটি ক্রম নির্ধারণ করতে পারেন। আপনাকে ক্লাসের আলোচনার জন্য পর্যায়ক্রমে থামতে হবে। ক্লাস লিডার হিসেবে, অধ্যয়নের বিষয়বস্তু থেকে আলোচনাকে যাতে দূরে সরিয়ে না তা খেয়াল রাখা আপনার দায়িত্ব। আলোচনার প্রতিটি পর্যায়ের জন্য একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া ভালো।

আলোচনার প্রশ্ন এবং **ক্লাসের কার্যক্রম** এই চিন্হ ► দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে। যখনই আপনি এগুলির মধ্যে কোনোটি দেখবেন, সেখানে লেখা প্রশ্নটি(গুলি) জিজ্ঞাসা করুন, এবং শিক্ষার্থীদেরকে উত্তরটি আলোচনা করতে দিন। নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করুন যে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীই আলোচনায় অংশ নিয়েছে। প্রয়োজন হলে, আপনি শিক্ষার্থীদের নাম ধরেও সম্বোধন করতে পারেন।

এই কোর্সটিতে বহু **শাস্ত্রাংশ** ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু শাস্ত্রাংশ পাঠের মধ্যেই মুদ্রিত রয়েছে। ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা শাস্ত্রাংশগুলি পাঠের বিবৃতিগুলিকে সমর্থন করে। এই পদগুলি পড়া আবশ্যক নয়।

প্রতিটি পাঠ **অ্যাসাইনমেন্ট** দিয়ে শেষ করা হয়েছে। অ্যাসাইনমেন্টগুলি শেষ করতে হবে এবং পরবর্তী পাঠের সময়ের আগে রিপোর্ট করতে হবে।

কিছু কিছু পাঠের শেষে, ক্লাসের প্রত্যেক সদস্য **ক্লাসের বাকিদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য একটি সারমন বা বাইবেলের পাঠ প্রস্তুত করবে।** উপস্থাপনাগুলির ক্ষেত্রে, পরবর্তী ক্লাস মিটিং শুরু হওয়ার আগে উপস্থাপনের জন্য সময় দিন। এই সারমনগুলি মূল্যায়ন করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের কথা বলার ক্ষমতাকে উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য এই বইয়ের পিছনে দেওয়া **অ্যাসেসমেন্ট ফর্মটি** ব্যবহার করুন। (আমাদের পরামর্শ হল যে আপনি ক্লাসে ব্যবহারের জন্য এই অ্যাসেসমেন্ট ফর্মের বেশ কয়েকটি কপি তৈরি করুন।)

বেশিরভাগ পাঠের শেষেই **পরীক্ষার** প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি ক্লাসের শেষে, লিডার শিক্ষার্থীদের সাথে এই প্রশ্নগুলি পর্যালোচনা করতে পারেন। পরবর্তী ক্লাস সেশনটি এই প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হওয়া উচিত। কোর্সের বই, লিখিত নোটস, বাইবেল, বা সহপাঠীদের সাহায্য ছাড়া পরীক্ষাগুলি দিতে হবে। www.shepherdsglobal.org-এ পরীক্ষার উত্তরের একটি নমুনা ডাউনলোড করার জন্য রয়েছে।

আপনার ক্লাসের ধরণের উপর নির্ভর করে, আপনি কেবল অ্যাসাইনমেন্টগুলির ওপর জোর দিতে পারেন এবং পরীক্ষার প্রশ্নগুলি বাদ দিতে পারেন। আপনি কোর্সের এই অংশটিকে আপনার শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণের সাথে মানানসই করে নিতে পারেন।

যদি কোনো শিক্ষার্থী **শেফার্ডস গ্লোবাল ক্লাসরুম (Shepherds Global Classroom) থেকে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে চায়**, তাহলে তাকে অবশ্যই ক্লাস সেশনগুলিতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। কোর্সের শেষে সম্পূর্ণ অ্যাসাইমেন্টগুলির রেকর্ড রাখার জন্য একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছে।

পাঠ ১
সংযোগের একটি তাত্ত্বিক মতবাদ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) ঈশ্বরের রাজ্যে সংযোগের গুরুত্ব বুঝবে।

(২) ঈশ্বর যে পদ্ধতিতে ত্রিত্বের মধ্যে, অন্যান্য আত্মিক শক্তির সাথে এবং মানুষের সাথে সংযোগ করেছিলেন তা বুঝবে।

(৩) যিশু পৃথিবীতে থাকাকালীন যেসকল উপায়ে সংযোগ করতেন তা উপলব্ধি করবে।

(৪) মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপের অংশ হিসেবে সংযোগ করার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেবে।

(৫) ভালো বা মন্দ সাধনের জন্য মানুষের মুখের [জিহ্বা] শক্তিকে সম্মান করবে।

ভূমিকা

সংযোগ বা যোগাযোগ হল এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান। সংযোগের মধ্যে প্রচার, শিক্ষাদান, পারস্পরিক কথোপকথন, লেখালেখি, নাটক, এবং পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের অন্যান্য বিবিধ উপায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত।

প্রচারক এবং শিক্ষকদের মধ্যে সংযোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদি একজন মিস্ত্রি সঠিকভাবে কথা বলতে না জানে, আমরা সেক্ষেত্রে কোনোরকম চিন্তিত হই না। যদি সে একটা গাড়িকে সাড়াতে পারে, আমরা তাতেই খুশি হই। একজন ভালো রাঁধুনিকে একজন ভালো কথোপকথনকারী না হলেও চলবে। তাকে শুধু জানতে হবে যে কীভাবে ভালো খাবার বানাতে হয়। একজন কৃষক যদি সে জানে যে কীভাবে বীজ বপণ করতে হয়, চাষ করতে হয় এবং ফসল কাটতে হয়, তাহলে তার ভালোভাবে কথা বলতে জানা প্রয়োজনীয় নয়।

যাইহোক, একজন প্রচারক বা শিক্ষককে অবশ্যই সংযোগে সক্ষম হতে হবে। প্রচার করা বা শিক্ষাদানের আহ্বানই হল একটি সংযোগের আহ্বান। এই কারণেই, প্রচারকদের এবং শিক্ষকদের অন্য যেকোনো ব্যক্তির তুলনায় সংযোগ স্থাপন এবং লোকেদের মধ্যে কথা বলার বিষয়ে অনেক বেশি জানা উচিত।

খ্রিষ্টীয় লিডারদের জন্য সংযোগের তিনটি প্রধান প্রকারভেদ হল - প্রচার করা, শিক্ষাদান করা, এবং লেখা। এই কোর্সটি এই তিনটি প্রকারের উপর দৃষ্টিপাত করবে।

সংযোগ স্থাপনে সক্ষম মানেই এই নয় যে প্রত্যেক শিক্ষক বা প্রচারকের মধ্যে একজন প্রেসিডেন্ট বা বিখ্যাত বক্তার মতো সক্ষমতা থাকবে। সংযোগের বিবিধ ধরণ রয়েছে। কিছু কিছু ব্যক্তি খুব ভালো সংযোগকারী হয়ে ওঠে, যদিও তারা কোনো

বিখ্যাত পাব্লিক স্পিকার নয়। এই কোর্সটির উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের রাজ্যে কাজ করার জন্য উত্তম সংযোগকারীদের প্রস্তুত করা।

এই প্রথম পাঠটিতে আমরা দেখব যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সংযোগ কত গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বর একজন সংযোগকারী

ঈশ্বর হলেন একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বর যিনি অন্যদের সাথে সংযোগ করেন। অনেক ধর্মের ব্যক্তিসত্তাহীন দেবতাদের থেকে পৃথক, ঈশ্বর একজন সংযোগকারী। বাইবেল ত্রিত্বের মধ্যে ঈশ্বরের সংযোগ, স্বর্গদূত এবং এমনকি শয়তানের সাথে সংযোগ এবং মানুষের সাথে সংযোগ দেখায়।

পিতা ত্রিত্বের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগ করেন

বাইবেল প্রথমদিকে আমরা পড়ি,

> আর ঈশ্বর বললেন, "আলো হোক," এবং আলো হল। তখন ঈশ্বর বললেন, "এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে ও আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ তৈরি করি, যেন তারা সমুদ্রের মাছেদের উপরে এবং আকাশের পাখিদের উপরে, গৃহপালিত পশুদের ও সব বন্যপশুর উপরে, এবং জমির সব সরীসৃপ প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব করে।" (আদিপুস্তক ১:৩, ২৬)।

ঈশ্বর কার সাথে কথা বলছিলেন? ঈশ্বর ঈশ্বরের সাথে কথা বলছিলেন। ত্রিত্বের এক সত্তা ত্রিত্বের আরেক সত্তার সাথে কথা বলেছিলেন; "এসো, আমরা..."

নোহের সময়কালে, ঈশ্বর ত্রিত্বের মধ্যে সংযোগ করেছিলেন।

> পৃথিবীতে মানবজাতিকে তৈরি করেছেন বলে সদাপ্রভু মর্মাহত হলেন, এবং তাঁর অন্তর গভীর মর্মবেদনায় ভরে উঠল। তাই সদাপ্রভু বললেন, "যে মানবজাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের—এবং তাদের সাথে সাথে পশুদের, পাখিদের ও সরীসৃপ প্রাণীদেরও—আমি এই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব, কারণ তাদের তৈরি করেছি বলে আমার অনুতাপ হচ্ছে।" (আদিপুস্তক ৬:৬-৭)।

আমরা জানি না ত্রিত্বের ব্যক্তিরা কীভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, তবে যুক্তিবাদী বা জ্ঞানী সত্তা হিসাবে তাঁরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

ঈশ্বর আত্মিক সত্তাদের সঙ্গে সংযোগ করেন

ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে একটি কথোপকথন সম্পর্কে কথা বলে।

> একদিন স্বর্গদূতেরা সদাপ্রভুর সামনে নিজেদের উপস্থিত করার জন্য এলেন, এবং শয়তানও তাদের সঙ্গে এল। সদাপ্রভু শয়তানকে বললেন, "তুমি কোথা থেকে এলে?" শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর দিল, "পৃথিবীর সর্বত্র এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে এলাম।" (ইয়োব ১:৬-৭)।

আমরা এই কথোপকথন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না, কিন্তু আমরা জানি যে সদাপ্রভু শয়তানের সাথে কথা বলেছিলেন, যে এক আত্মিক সত্তা।

যখন ভুলভাবে জনগণনা করার জন্য দায়ূদের বিচার করা হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ৩০:১২), তখন ঈশ্বর এক স্বর্গদূতের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। সেই স্বর্গদূত ভূমির মাধ্যমে বিচার এনেছিলেন। যখন স্বর্গদূত সে নির্দিষ্ট ভূমিতে এসেছিলেন, সদাপ্রভু সেই স্বর্গদূতকে তাঁর তরবারি সরিয়ে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন (২ শমূয়েল ২৪:১৬, ১ বংশাবলী ২১:২৭)। ঈশ্বর আত্মিক সত্তাদের সঙ্গে সংযোগ করেন (সখরিয় ১:১৩)।

ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে সংযোগ করেন

> অতএব ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও স্ত্রী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা ফলবান হও ও সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করো; পৃথিবী ভরিয়ে তোলো ও এটি বশে রেখো। সমুদ্রের মাছগুলির উপরে ও আকাশের পাখিদের উপরে এবং প্রত্যেকটি সরীসৃপ প্রাণীর উপরে তোমরা কর্তৃত্ব কোরো।" পরে ঈশ্বর বললেন, "প্রত্যেকটি সবীজ লতাগুল্ম, যা সমগ্র পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন হয় ও বীজ সমেত ফল উৎপাদনকারী প্রত্যেকটি গাছপালা আমি তোমাদের দিলাম। সেগুলি তোমাদের খাদ্যদ্রব্য হবে। আর পৃথিবীর সব পশুর ও আকাশের সব পাখির এবং সব সরীসৃপ প্রাণীর কাছে—যে সবকিছুর মধ্যে জীবন আছে—খাদ্যদ্রব্যরূপে আমি প্রত্যেকটি সবুজ চারাগাছ দিলাম।" আর তা সেইমতোই হল। (আদিপুস্তক ১:২৭-৩০)।

ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের নিজের প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেছেন। সেই প্রতিমূর্তির অংশ ছিল যোগাযোগ করার ক্ষমতা। ঈশ্বর আদম এবং হবার সাথে কথা বলেছিলেন। এই অংশে, তিনি তাদের দুটি আদেশ দিয়েছেন। মানুষ সংযোগের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব শিখেছিল।

সমগ্র বাইবেল জুড়ে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর মানুষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

- তিনি আদম এবং হবার সাথে পড়ন্ত বেলায় হাঁটা এবং কথা বলার মাধ্যমে সংযোগ করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩:৮)।
- তিনি এক ব্যক্তির রূপ ধারণ করে মাঝ-দুপুরে অব্রাহামের সাথে কথা বলেছিলেন এবং দেখা করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৮:১-৩)।
- তিনি একটি স্বপ্নের মাধ্যমে যোষেফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩৭:৫)।
- তিনি একটি জ্বলন্ত ঝোপের মাধ্যমে মোশির সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩:২-৪)।
- তিনি শমূয়েলের সাথে একটি দর্শনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন (১ শমূয়েল ৩:৪-১৫)।
- তিনি একজন ভাববাণীর মাধ্যমে দায়ূদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন (২ শমূয়েল ১২:১)।
- তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে যোষেফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন (মথি ১:২০, মথি ২:১৩, ১৯, ২২)।
- তিনি একজন স্বর্গদূতের মাধ্যমে মেরীর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন (লূক ১:২৬-২৮)।
- তিনি স্বর্গ থেকে আগত এক কণ্ঠস্বরের মাধ্যে যিশুর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন (মথি ৩:১৭)।
- তিনি একটি বোধের মাধ্যমে পিতরের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন (প্রেরিত ১০:১০-১৬)।
- তিনি বিভিন্ন দর্শনের মাধ্যমে পৌলের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:১-৭)।

- তিনি আজকে আমাদের সাথে তাঁর আত্মার মাধ্যমে সংযোগ করেন (রোমীয় ৮:১৬)।

যিশু একজন সংযোগকারী

যিশু সংযোগ স্থাপনে অধিক সময় কাটিয়েছেন

সুসমাচারের প্রায় অর্ধেক কথাই হল যিশুর কথা। ৫০০ বারেরও বেশি, সুসমাচারগুলিতে দেখা গেছে যে যিশু কথা বলছেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন এবং লোকেদের উত্তর দিচ্ছেন। অন্য সময়, আমরা তাঁকে অন্য লোকেদের কথা শুনতে দেখি। যিশুর কিছু সংযোগের উদাহরণ:

- তিনি বন্ধুদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
- তিনি তার পরিবারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
- তিনি তার শিষ্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
- তিনি কূপের কাছে একজন মহিলার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
- তিনি ক্রুশে চোরের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
- তিনি একটি ধর্মধামে লোকেদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
- তিনি ব্যভিচারে ধরা পড়া একজন মহিলার সাথে কথা বলেছিলেন।
- তিনি অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
- তিনি পীলাত, হেরোদ এবং তার অন্যান্য অভিযোগকারীদের সাথে কথা বলেছিলেন।
- তিনি কোনো কোনো সময়ে বিশাল জনতার সাথে, একবারে প্রায় ৫০০০ লোকের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
- তিনি ফরীশী, সদ্দুকী এবং অন্যান্য দলের সাথে কথা বলেছিলেন।

যিশুর সংযোগ স্থাপনের কয়েকটি উপায় লক্ষ্য করুন:

- তিনি গান গেয়েছেন।
- তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।
- তিনি প্রশংসা করেছেন।
- তিনি ধমক দিয়েছেন।
- তিনি প্রচার করেছেন।
- তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।
- তিনি গল্প বলেছেন।

- তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন।
- তিনি উপদেশ দিয়েছেন।
- তিনি প্রশ্ন করেছেন।
- তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন।
- তিনি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।
- তিনি উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা দিয়েছেন।
- তিনি পুরাতন নিয়ম পাঠ করেছেন।
- তিনি জনসমক্ষে ও ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করেছেন।
- তিনি শিষ্যদের অনুশীলন মিশনে পাঠিয়েছেন।

কথ্য সংযোগের পাশাপাশি, যিশু বেশ কিছু নাটকীয় সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। যিশুর বহু কাজই সংযোগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছিল। একবার তিনি নিচু হয়ে মাটিতে লিখেছিলেন (যোহন ৮:৬)। তিনি কী লিখেছিলেন তা আমরা জানি না, তবে লেখার কাজটি কিছুর সংযোগ স্থাপন করেছিল।

যখন যিশু মন্দির থেকে মুদ্রা বিনিময়কারী এবং ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাদের কাজের প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশিত হচ্ছিল (মথি ২১:১২-১৩)। আরেকবার, যিশু একটি ডুমুর গাছকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। ডুমুর গাছটিকে দেওয়া অভিশাপ ডুমুর গাছটির প্রতি কোনো বিচার ছিল না, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের কাছে একটি বার্তা তুলে ধরার একটি উপায় ছিল (মথি ২১:১৮-২২)।

যিশুর প্রতিটি আশ্চর্যকাজই কোনো না কোনো বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত ছিল। সেগুলিকে যিশুর বার্তা প্রমাণীকরণের জন্য আংশিকভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একজন সাধারণ মানুষ সেই কাজগুলি করতে পারে না যা যিশু করেছিলেন৷ মূল বিষয় হল, তাঁর এইগুলো করতে পারা প্রকাশ করে যে তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না।

যিশু, যিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ছিলেন, তাঁর পরিচর্যা কাজে সংযোগের ভূমিকা মূলত সংযোগের গুরুত্বকে তুলে ধরে। সংযোগ বা যোগাযোগ হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঈশ্বর যা পরিকল্পনা করেছেন এবং যা করার জন্য আমাদের আহ্বান করেছেন তা আমরা অর্জন করি।

ঈশ্বর মানুষকে সংযোগের ক্ষমতা দিয়েছেন

সংযোগ হল মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির একটি অংশ

যখন ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, “এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে ও আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ তৈরি করি” (আদিপুস্তক ১:২৬)। আমরা মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির সমস্ত দিক বুঝতে পারি না, তবে এই প্রতিমূর্তির অংশটি সংযোগ করার ক্ষমতা বলে মনে হয়।

জড় পদার্থের সংযোগ করার কোনো ক্ষমতা নেই। বয়ে যাওয়া হাওয়া বা বহমান নদী শব্দ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সেই শব্দগুলি কোনো সংযোগ স্থাপন করে না। সংযোগের জন্য বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজন, এবং জড় পদার্থের কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই।

প্রাণীদের মধ্যে সংযোগের সীমিত ক্ষমতায় রয়েছে। তারা পরস্পরকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। তারা বোঝাতে পারে যে খাবার উপলব্ধ রয়েছে। তবে, তারা মানুষের মতো বিশদ সংযোগে পারদর্শী নয়।

সংযোগ হল আমাদের মানবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের দৈনন্দির কাজের বেশিরভাগই আমরা সংযোগের মাধ্যমে করি। আমরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সংযোগের মাধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করে থাকি। আমরা সংযোগের মাধ্যমে নিজেদের বিনোদন করে থাকি।

আমরা সংযোগের মাধ্যমে অন্যদের সংশোধন করি। নাথান দায়ূদকে একটি গল্পের মাধ্যে সংশোধন করেছিলেন। পৌল গালাতীয়দের একটি চিঠির মাধ্যমে সংশোধন করেছিলেন। আমরা সংযোগের মাধ্যমে অন্যদের প্রশংসা করে থাকি। পৌলের চিঠিগুলি সাধারণত প্রশংসা দিয়েই শুরু হত। মানবতায় সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বর সংযোগের অবমাননা করতে বারণ করেছেন

মানবতার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অন্যান্য দিকগুলির মতো, সংযোগ বা যোগাযোগ করার ক্ষমতারও অপব্যবহার করা যেতে পারে। শয়তান সৃষ্টি করতে পারে না; সে কেবল ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা বিকৃত করতে পারে। শয়তান আমাদের সংযোগ করার ক্ষমতাকে বিকৃত করার চেষ্টা করে। মিথ্যা বলা, পরচর্চা করা এবং অপবাদ দেওয়া হল সংযোগের বিকৃতি।

ঈশ্বর আমাদের যা যা নিষেধ করেছেন:

(১) মিথ্যা বলা।

- "অতএব, তোমাদের প্রত্যেকে মিথ্যাচার ত্যাগ করে প্রতিবেশীর সঙ্গে সত্য কথা বলো, কারণ আমরা সকলে একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ" (ইফিষীয় ৪:২৫)।
- "*পরস্পরের* কাছে মিথ্যা কথা বোলো না, কারণ তোমরা তোমাদের পুরোনো সত্তাকে তার কার্যকলাপসহ পরিত্যাগ করে নতুন সত্তাকে পরিধান করেছ" (কলসীয় ৩:৯)।
- "তোমার জিভ মন্দ থেকে সংযত রাখো এবং মিথ্যা বাক্য থেকে মুখ সাবধানে রাখো" (গীত ৩৪:১৩)।
- "অতএব, তোমরা সমস্ত বিদ্বেষ ও সমস্ত ছলনা, ভণ্ডামি, ঈর্ষা ও সমস্ত রকম কুৎসা-রটানো ত্যাগ করো" (১ পিতর ২:১)।

(২) অপবাদ দেওয়া।

- "তোমাদের লোকদের মাঝে কুৎসা রটাতে এগিয়ে যেয়ো না..." (লেবীয় পুস্তক ১৯:১৬)।
- "ভাইবোনেরা, তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা-রটনা থেকে দূরে থাকো। যে তার ভাইয়ের (বা বোনের) বিরুদ্ধে কথা বলে, কিংবা তার বিচার করে, সে বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে ও তা বিচার করে" (যাকোব ৪:১১)।

(৩) ঈশ্বরনিন্দা করা।

- "ঈশ্বরনিন্দা কোরো না বা তোমাদের লোকজনের শাসককে অভিশাপ দিয়ো না" (যাত্রাপুস্তক ২২:২৮)।

- "আর তাই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব পাপ ও ঈশ্বরনিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা ক্ষমা করা হবে না" (মথি ১২:৩১)।

(৪) অভিশাপ দেওয়া বা অবমাননা করা।

- "যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ করো; আশীর্বাদ করো, অভিশাপ দিয়ো না" (রোমীয় ১২:১৪)।
- "তোমরা শুনেছ, পূর্বেকার মানুষদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা নরহত্যা কোরো না, আর যে নরহত্যা করবে, সে বিচারের দায়ে পড়বে।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে তার ভাইয়ের উপরে ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়বে। এছাড়াও, কেউ যদি তার ভাইকে বলে, 'ওরে অপদার্থ,' তাকে মহাসভায় জবাবদিহি করতে হবে। আবার, কেউ যদি বলে, 'তুই মূর্খ,' সে নরকের আগুনের দায়ে পড়বে" (মথি ৫:২১-২২)।

সংযোগের জন্য বাইবেলভিত্তিক নীতিসমূহ

বাইবেল আমাদেরকে শব্দ ব্যবহার করে ভালো কাজ করার জন্য এবং ক্ষতি এড়িয়ে চলার জন্য কিছু নীতি দিয়েছে।

(১) অতিরিক্ত কথা বলবেন না।

> প্রচুর কথা বলে পাপের অবসান ঘটানো যায় না, কিন্তু বিচক্ষণ লোকজন তাদের জিভকে সংযত রাখে (হিতোপদেশ ১০:১৯)।
>
> মূর্খরাও যদি নীরবতা বজায় রাখে তবে তাদের জ্ঞানবান বলে মনে করা হয়, ও যদি তারা তাদের জিভ নিয়ন্ত্রণে রাখে তবে তাদের বিচক্ষণ বলে মনে করা হয় (হিতোপদেশ ১৭:২৮)।

বেশি কথা বলবেন না। একজন অতিরিক্ত বক্তা তার নিজের কথা বা অন্যের কথাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে না। সে এমন কিছু বলে যা সে আসলে বলতে চায় না এবং সে ধরে নেয় যে অন্য লোকেরাও একই কাজ করে। সে জ্ঞান ছাড়াই মতামত দেয়। আপনি জানেন না এমন কিছু সম্পর্কে আপনাকে মতামত দিতে হবে না; প্রতিটি মতামতের মূল্য সমান নয়।

(২) ভাবনা-চিন্তা না করে কথা বলবেন না।

> আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, তোমরা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করো: প্রত্যেকেই শুনতে আগ্রহী হও ও কথা বলায় ধীর হও এবং ক্রোধে ধীর হও (যাকোব ১:১৯)।
>
> মূর্খেরা তাদের সব ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলে, কিন্তু জ্ঞানবানেরা শেষ পর্যন্ত তা প্রশমিত করে (হিতোপদেশ ২৯:১১)।

আপনার আবেগবশতঃ এমন কোনো মন্তব্য বা বিবৃতি দেবেন না যার জন্য আপনাকে পরে অনুশোচনা করতে হবে।

(৩) প্রথমবারেই কোনো পরিস্থিতির বিচার করবেন না।

> শোনার আগেই উত্তর দেওয়া— হল মূর্খতার ও লজ্জার বিষয় (হিতোপদেশ ১৮:১৩)।
>
> যে অন্যদের বিবাদে নাক গলায় সে এমন একজনের মতো যে কান ধরে দলছুট কুকুরকে পাকড়াও করে (হিতোপদেশ ২৬:১৭)।

অনেক দ্বন্দ্বই ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। সাধারণত মনোযোগ সহকারে শোনা সেগুলির সমাধান করতে পারে। একটি পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষেত্রে ধীর হন। সততার জন্য খ্যাতিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি যদি এমন কিছু বলে যা আপনার কাছে ভুল বলে মনে হয়, তাহলে তাকে দ্রুত বিচার করতে উদ্যত হবেন না।

আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না এমন দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন। বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনার কাছে যথেষ্ট তথ্য নাও থাকতে পারে।

(৪) কৌতুক সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

> যে পাগল লোক মৃত্যুজনক জ্বলন্ত তির ছোঁড়ে সে তেমনই, যে তার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করে ও বলে, "আমি শুধু একটু মশকরা করছিলাম!" (হিতোপদেশ ২৬:১৮-১৯)।

যেহেতু আমাদের কথার প্রভাব রয়েছে, সেহেতু অনিয়ন্ত্রিত রসিকতা পাগলের হাতে অস্ত্রের মতো। আপনার রসিকতার কারণে লোকেদের ভুল করতে বাধ্য করবেন না। আপনি যদি সিরিয়াস না হন, তাহলে তাদের তা বলবেন না, নাহলে তারা আপনাকে দ্বিতীয়বার বিশ্বাস করবে না।

শারীরিক ত্রুটি নিয়ে মজা করবেন না। কারোর ব্যর্থতা নিয়ে রসিকতা করবেন না। এমন কৌতুক বলবেন না যা পাপকে তুচ্ছ দেখায়।

(৫) সংশোধন সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

> গুপ্ত ভালোবাসার চেয়ে প্রকাশ্য ভর্ৎসনা ভালো। বন্ধুর আঘাতকে বিশ্বাস করা যায়... (হিতোপদেশ ২৭:৫-৬ক)।

একজন ব্যক্তিকে সংশোধন করার একটি সঠিক সময় এবং সঠিক উপায় রয়েছে। নিশ্চিত করুন যে আপনার সংশোধনের উদ্দেশ্য ধ্বংস করা নয়, বরং নির্মাণ করা। নিশ্চিত করুন যে আপনার সংশোধন ব্যক্তিগত, সর্বজনীন নয়। আপনি যে ব্যক্তিকে সংশোধন করছেন তার বিষয়ে আপনি যত্নশীল এবং আপনি তাদের সাহায্য করতে চান তা প্রকাশ করুন। আপনার সংশোধন গৃহিত হওয়ার আগে একটি সুস্থ সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) আপনার কথাবার্তাকে বিশুদ্ধ রাখুন।

> কোনও রকম অশ্লীলতা, নির্বোধের মতো কথাবার্তা বা স্থূল রসিকতা যেন শোনা না যায়, কারণ এসবই অসংগত; বরং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো (ইফিষীয় ৫:৪)।

এমন কোনো কেলেঙ্কারি সম্পর্কে বলবেন না যদি না আপনি সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দায়বদ্ধ হন। এমন কনো কৌতুক বলবেন না যা আপনাকে অবশ্যই গোপনে বলতে হবে। অবিশ্বাসীরা তাদের বিস্ময় প্রকাশে জন্য যৌন শব্দ বা ব্যক্তিগত শরীরের অঙ্গগুলির নাম ব্যবহার করে, কিন্তু এটি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য উপযুক্ত নয়। স্ট্রেস বা মানসিকচাপের কারণে ঈশ্বর বা যিশুকে বিস্ময়কর শব্দ হিসেবে উল্লেখ করে আপনি যদি আন্তরিকভাবে সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান না করেন তবে তা অসম্মানজনক।

(৭) আপনার কথা দিয়ে লোকেদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন না।

> বিকৃতমনা লোক বিবাদ বাধায়, ও পরনিন্দা পরচর্চা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও বিচ্ছিন্ন করে দেয় (হিতোপদেশ ১৬:২৮)।

কাঠের অভাবে আগুন নিভে যায়; পরনিন্দা পরচর্চার অভাবেও বিবাদ থেমে যায় (হিতোপদেশ ২৬:২০)।

অন্যের খরচে নিজেকে সুন্দর দেখানোর চেষ্টা করবেন না। অন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবেন না। পরচর্চা করে কারো পরিচর্যার কার্যকারিতাকে আঘাত করবেন না।

কথা বলার আগে, কেবল এই প্রশ্নটিই করবেন না *"এটা কি সত্যি?"* সাথে এই প্রশ্নটাও করবেন *"কেন আমার এটা বলা উচিত?"*

সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে মারাত্মক

এক প্রাচীন কিংবদন্তী এক রাজার কাহিনী সোনায় যিনি তাঁর চাকরকে তাঁর রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি খুঁজে আনতে পাঠিয়েছিলেন। কিছু সপ্তাহ পরে, চাকরটি ফিরে আসে এবং বলে, "মহারাজ, আপনার রাজত্বের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হল জিভ /কথা/। জিভ দিয়েই, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যদের দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কাজ করাতে সক্ষম একজন ধার্মিক ; ব্যক্তি অন্যদের দিয়ে সঠিক কাজ করাতে সক্ষম। জিভই হল আপনার রাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস।

সেই রাজা তারপর তাঁর চাকরকে তাঁর রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক জিনিসটি খুঁজে আনতে পাঠান, যাতে তারা সেগুলি বাদ দিতে পারে। কিছু সপ্তাহ পরে, চাকরটি ফিরে আসে এবং বলে, "মহারাজ, আপনার রাজত্বের সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস হল জিভ। জিভ দিয়েই, একজন মূর্খ তার চারপাশের সবাইকে বোকামি করতে মানিয়ে ফেলতে পারে। জিভ দিয়েই, একজন খারাপ লোক অন্যদের দিয়ে খারাপ কাজ করাতে পারে। জিভই হল আপনার রাজ্যের সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস।"

► গীত ১৫ পাঠ করুন। এই গীত থেকে, আমরা যে যে ভুল উপায়ে সংযোগ স্থাপন করতে পারি তার তালিকা তৈরি করুন।

► যাকোব ৩:১-১২ পাঠ করুন। ভালো এবং মন্দ উভয়ের জন্য জিহ্বার [কথা-র] ক্ষমতা আলোচনা করুন।

সংযোগ উত্তম বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে

যাকোব বলেছেন যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত দান ঈশ্বর থেকে আসে (যাকোব ১:১৭)। সংযোগ হল আমাদের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া উপহারগুলির মধ্যে অন্যতম। এই উপহার দিয়ে আমরা করতে পারি এমন একাধিক অসাধারণ বিষয় রয়েছে:

- আমরা প্রার্থনা করতে পারি।
- আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি।
- আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি।
- আমরা অন্যদের সান্ত্বনা দিতে পারি।
- আমরা অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারি।
- আমরা অন্যদের সত্যের শিক্ষা দিতে পারি।
- যারা ভুল করছে আমরা তাদের সংশোধন করতে পারি।

ঈশ্বর তাঁর রাজ্যবিস্তারের জন্য মানব সংযোগ ব্যবহারের উপায়টি বেছে নিয়েছেন।

> তখন যীশু তাঁদের কাছে এসে বললেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আর আমি তোমাদের

যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেগুলি পালন করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও। আর আমি নিশ্চিতরূপে, যুগান্ত পর্যন্ত নিত্য তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৮-২০)।

পৌল যুবক তিমথিকে উত্তম উদ্দেশ্যের জন্য সংযোগকে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

- "আর বহু সাক্ষীর উপস্থিতিতে তুমি আমাকে যেসব বিষয় বলতে শুনেছ, সেগুলি এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করো, যারা অন্যদের কাছে সেগুলি শিক্ষা দিতে সমর্থ হবে" (২ তিমথি ২:২)।

- "আর প্রভুর সেবক কখনোই ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না; বরং সে সবার প্রতি হবে সদয়, শিক্ষাদানে নিপুণ এবং সহনশীল" (২ তিমথি ২:২৪)।

আমরা আমাদের সংযোগের জন্য দায়বদ্ধ

আমরা ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ।

ঈশ্বর মানুষকে তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপনের সক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। শাস্ত্র এমন অনেক উপায় তুলে ধরে যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে ইতিবাচকভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারি:

- ঈশ্বরের সাথে কথা বলা (আদিপুস্তক ১৭:১৮, যাত্রাপুস্তক ৩:১১, গণনাপুস্তক ২২:১০, বিচারকর্তৃগণ ৬:৩৬)।
- ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা (আদিপুস্তক ২০:১৭, লূক ৬:১২, প্রেরিত ৪:২৪, রোমীয় ১৫:৩০)।
- ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করা (যাত্রাপুস্তক ৮:১২, গীত ৫৭:২, গীত ৭৭:১)।
- ঈশ্বরের কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করা (গণনাপুস্তক ২১:২, গণনাপুস্তক ৩০:২; উপদেশক ৫:৪)।
- ঈশ্বরের কাছে আবেদন করা (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৯, ইয়োব ৫:৮, রোমীয় ১১:২)।
- ঈশ্বরকে গৌরব দেওয়া (যিহোশূয় ৭:১৯, যোহন ৯:২৪, রোমীয় ৪:২০)।
- ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া (বিচারকর্তৃগণ ৫:৩, নহিমিয় ১২:৪৬, গীত ৪৭:৬-৭, গীত ৫৯:১৭, কলসীয় ৩:১৬)।
- ঈশ্বরকে ডাকা (গীত ৪:১, গীত ৫৫:১৬)।
- ঈশ্বরকে প্রশংসা দেওয়া (গীত ৬৬:২০, লূক ৫:২৬, লূক ১৭:১৮)।
- ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করা (দানিয়েল ৯:২০, ফিলিপীয় ৪:৬)।
- ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া (লূক ২:৩৮, প্রেরিত ২৭:৩৫, রোমীয় ১৪:৬)।

মানুষ ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক উপায়গুলি অনুসরণ করে সেগুলি নিয়েও শাস্ত্র আমাদের সচেতন করে:

- ঈশ্বরকে অপমান করা (যাত্রাপুস্তক ২২:২৮)।
- ঈশ্বরকে অভিশাপ দেওয়া (ইয়োব ২:৯)।
- ঈশ্বরকে মিথ্যা বলা (প্রেরিত ৫:৪)।
- ঈশ্বরকে উপহাস করা (২ রাজাবলী ১৯:১৬)।

আমরা একে অপরের সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ।

ঈশ্বর কেবল তাঁর সাথেই নয়, বরং পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্যও আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুইভাবেই সংযোগ স্থাপন করতে পারি; আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যারা আমাদের নির্যাতন করে আমরা যেন তাদের আশীর্বাদ করি; তাদের আশীর্বাদ করতে বলা হয়েছে এবং অভিশাপ দিতে নয় (রোমীয় ১২:১৪)। আমাদের পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপনের কিছু ইতিবাচক উপায় লক্ষ্য করুন:

- একে অপরকে অনুপ্রাণিত করা (১ থিষলনীকীয় ৫:১১, ইব্রীয় ৩:১৩, ইব্রীয় ১০:২৫)।
- একে অপরকে শিক্ষা দেওয়া (কলসীয় ৩:১৬)।
- একে অপরকে নির্দেশনা দেওয়া (রোমীয় ১৫:১৪)।
- একে অপরকে অভিবাদন জানানো (রোমীয় ১৬:১৬, ১ করিন্থীয় ১৬:২০, ২ করিন্থীয় ১৩:১২)।
- একে অপরকে সচেতন করা (কলসীয় ৩:১৬)।

আমাদের ক্ষতিকর সংযোগ এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক করা হয়েছে:

- একে অপরকে প্রতারিত না করা (লেবীয় পুস্তক ১৯:১১, ইফিষীয় ৪:২৫)।
- একে অপরকে বিচার না করা (রোমীয় ১৪:১৩)।
- একে অপরকে অপবাদ না দেওয়া (যাকোব ৪:১১)।

আমরা সুসমাচার প্রচারের জন্য দায়বদ্ধ।

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে সারা পৃথিবীর কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের লোকেদের সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার তুলে ধরা উচিত। যে প্রাথমিক উপায়ের মাধ্যমে ঈশ্বর যিশু খ্রিষ্টের সুসমাচার বিস্তারের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তা হল কথিত সংযোগের মাধ্যম। যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন,

> অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আর আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেগুলি পালন করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও (মথি ২৮:১৯-২০)।

উপসংহার

যেহেতু সংযোগ বা যোগাযোগ মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিরূপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই সংযোগের পদ্ধতি বোঝা এবং তা অনুশীলন করা খ্রিষ্টীয় লিডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই কোর্সটি আপনাকে সংযোগের বিবিধ প্রকারগুলি বুঝতে সাহায্য করবে। এটি আপনাকে ঈশ্বরের রাজ্যে আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সংযোগের দক্ষতাকে ব্যবহার করার জন্য সুসজ্জিত করে তুলবে।

১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) ক্লাসের কাছে একটি তিন মিনিটের বক্তৃতা উপস্থাপন করুন যেখানে আপনি সেই মিনিস্ট্রির ব্যাপারে কথা বলবেন যার জন্য ঈশ্বর আপনাকে আহ্বান করেছেন। আপনি আপনার বর্তমানে মিনিস্ট্রির পাশাপাশি আপনার ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়েও কথা বলতে পারেন।

১ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) খ্রিষ্টীয় লিডারদের জন্য সংযোগের প্রধান তিনটি প্রকারভেদ কী কী?

(২) কার সঙ্গে পিতা ঈশ্বর সংযোগ করেন?

(৩) সংযোগের চারটি অপব্যবহারের তালিকা করুন যেগুলি ঈশ্বর নিষেধ করেছেন।

(৪) সেই প্রাথমিক উপায়টি কী যার মাধ্যমে ঈশ্বর যিশু খ্রিষ্টের সুসমাচার বিস্তারের জন্য বেছে নিয়েছেন?

পাঠ ২
সংযোগের নীতিসমূহ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) সংযোগের তিনটি উপাদান বুঝতে পারবে।

(২) সংযোগ ব্যর্থ হতে পারে এমন দুটি জায়গা বুঝতে পারবে।

(৩) কথ্য সংযোগের বিভিন্ন রূপ বা প্রকারের চাহিদা বুঝতে পারবে।

(৪) লিখিত সংযোগের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারবে।

(৫) সফল সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলি এড়িয়ে চলবে।

ভূমিকা

যদি আমরা কম্পিউটার হতাম, তাহলে সংযোগ স্থাপন করা সহজ হত। আমরা একজন মানুষের মনে একটা প্লাগ এবং আরেকজন মানুষের মনে একটা প্লাগ লাগিয়ে দিতাম, একটা বোতাম টিপে দিতাম এবং সংযোগ দ্রুত আর কোনো রকম ত্রুটি ছাড়াই স্থানান্তর হয়ে যেত। কিন্তু, ঈশ্বর মানুষের জন্য এরকমভাবে সংযোগ করা নির্বাচন করেননি। ঈশ্বরের আরো ভালো একটি পরিকল্পনা আছে। মূলত, ঈশ্বর সংযোগকে জীবনের অন্যতম আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবে পরিকল্পনা করেছেন।

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে ঈশ্বর এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ তৈরি করেছেন যা জীবনকে উপভোগ করার জন্য প্রয়োজনীয়? আমাদের শক্তি লাভ করার জন্য খাওয়া প্রয়োজন, তাই ঈশ্বর খাওয়াকে আনন্দদায়ক করেছেন। আমাদের শক্তিকে পুনর্নির্মিত করার জন্য বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন, তাই ঈশ্বর বিশ্রাম নেওয়াকে আনন্দদায়ক করেছেন। অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং সম্পর্ক গড়ে তোলা একটি আনন্দ এবং উল্লাসের বিষয়।

সংযোগ স্থাপনের জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন: সংযোগকারী, গ্রহণকারী, এবং বার্তা। যে ব্যক্তি সংযোগ স্থাপন করছে সে একটি বার্তা দেয় যা দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা গৃহিত হয়।

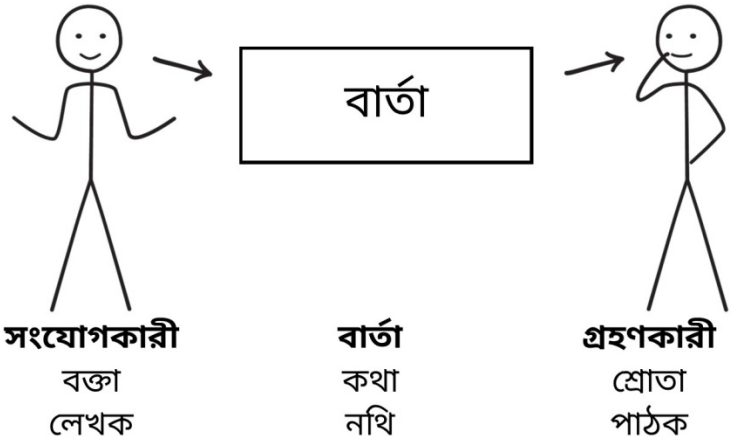

দুটি কারণে একটি বার্তা সফলভাবে যোগাযোগ নাও হতে পারে

একজন সংযোগকারী স্পষ্টভাবে সংযোগ করতে নাও পারে

নিখুঁত সংযোগকারী কেউই নয়। আমাদের সকলেরই এমন কিছু চিন্তা আছে যা প্রকাশ করা কঠিন। এমনকি কিছু কিছু সময়ে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করাও কঠিন হয়। এই কারণেই পবিত্র আত্মা আমাদেরকে আমাদের প্রার্থনার সাহায্যে সেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করতে সাহায্য করেন যা আমরা জানি না কীভাবে প্রকাশ করতে হয় (রোমীয় ৮:২৬)। সংযোগকারী হিসেবে মানুষ যতই দক্ষ হোক, তারা কখনোই তাদের মনের সমস্ত কিছু প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। কখনো কখনো যোগাযোগ ব্যর্থ হয় যখন একজন বক্তা তার শব্দ চয়ন করার চেষ্টা করেন বা যখন একজন লেখক একটি নথি লেখার চেষ্টা করেন। সংযোগকারী এবং গ্রহণকারী ভিন্নভাবে শব্দ ব্যবহার করলে যেকোনো সময় আমাদের সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। লেখক বা বক্তার কারণে সংযোগ ব্যর্থ হতে পারে।

একজন গ্রহণকারী বার্তাটি নাও বুঝতে পারে

বেশিরভাগ সময়েই, একজন গ্রহণকারী অপর ব্যক্তি কথ্য বা লিখিত সংযোগের মাধ্যমে কী বলছে তা পুরোপুরি বোঝার জন্য ভালোভাবে মনোযোগ দেয় না। এমনকি যদি কেউ সমস্ত কথা বুঝতেও পারে, তবুও সম্পূর্ণ সংযোগটি বোঝা কঠিন হয় কারণ শব্দগুলির মধ্যে ছোটো ছোটো পার্থক্যগুলি ব্যক্তিবিশেষে পরিবর্তিত হয়। শ্রোতা বা পাঠকের কারণে সংযোগ ব্যর্থ হতে পারে।

যদিও একজন শিক্ষক একজন ভালো সংযোগকারী এবং একজন শিক্ষার্থী একজন ভালো গ্রহণকারী হয়, তবুও বার্তাটির কিছু আসল অংশ সেই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে হারিয়ে যাবে। আমাদের কাজ হল ভুল বোঝার মাত্রা কমানো এবং সংযোগের উন্নতি সাধন করা।

সংযোগ হল আমাদের দৈনন্দিন কাজেগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আমাদেরকে এমন প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যারা ক্রমাগত সংযোগ তৈরি করছে এবং তা গ্রহণ করছে।

ভালো সংযোগকারীরা ক্রমাগত তাদের সংযোগ ক্ষমতার উন্নতি সাধনের বিষয়ে শিখতে থাকে। যদি আমরা ক্রমাগত শিখতে এবং বৃদ্ধি পেতে না থাকি, তাহলে আমরা কার্যকারি এবং আকর্ষণপূর্ণ সংযোগকারী হয়ে উঠব না।

সংযোগের বিভিন্ন প্রকারগুলি কী কী?

কথ্য সংযোগ

একজন-থেকে-আরেকজনের সংযোগ

একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে কথা বলা হল সংযোগের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং সাধারণত সবচেয়ে সফল রূপ। এই প্রকার সংযোগে, অন্য ব্যক্তি আপনাকে বুঝতে পারছে কিনা তা নির্ধারণ করা সহজ। আপনার কাছে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থাকে যা আপনাকে সংযোগের সাফল্য পরিমাপ করতে সক্ষম করে। আপনি সফলভাবে আপনার কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য স্থানান্তর করতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ব্যবহার করতে পারেন।

এটি হল সংযোগের সবচেয়ে আরামদায়ক এবং স্বাভাবিক রূপ।

ছোটো ছোটো গ্রুপ

এই প্রকারে সংযোগ আমরা পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে এবং অনানুষ্ঠানিক সামাজিক সমাবেশে দেখে থাকি। ছোটো ছোটো দলগত সংযোগে পারিবারিক কথোপকথন থেকে শুরু করে সানডে স্কুল ক্লাসের মতো আরো আনুষ্ঠানিক পরিবেশ পর্যন্ত যেকোনো কিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। অনেকের কাছে, জনতাকে সম্বোধন করে কথা বলা উদ্বেগ এবং অস্বস্তি তৈরি করে। তবে, সেই একই লোকেরা সাধারণত পারিবারিক সমাবেশে, বন্ধুদের অনানুষ্ঠানিক জমায়েতে এবং অন্যান্য ছোটো ছোটো গ্রুপের মধ্যে খুব বেশি চাপ ছাড়াই কথা বলে থাকে।

পাব্লিক স্পিকিং বা জনসমক্ষে কথা বলা

পাব্লিক স্পিকিং বা জনসমক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে, একজন সংযোগকারী মানুষের একটি বড় গ্রুপকে সম্বোধন করে থাকে। এই ধরনের সংযোগ সাধারণত সবসময়ই আনুষ্ঠানিক হয়, যদিও একটি অনানুষ্ঠানিক পরিবেশ থাকতে পারে। মানুষের বিশাল ভিড়ের সাথে কথা বলা হল স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ তথ্য সংযোগ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। মন্ডলী পরিষেবা, রাজনৈতিক সমাবেশ, এবং অন্যান্য বড় সমাবেশগুলি এই প্রকার পাবলিক স্পিকিং ব্যবহার করে। এইরকম পরিবেশে কথা বলার সময়, শ্রোতাদের মধ্যে থাকা ব্যক্তিরা বার্তাটি বুঝতে পারছে কিনা তা নির্ধারণ করা একজন বক্তার পক্ষে কঠিন। ভুল সংযোগ ঘটার সম্ভাবনা বেশি। বেশিরভাগ মানুষ মনে করে যে পাবলিক স্পিকিং হল কথ্য যোগাযোগের সবচেয়ে কঠিন রূপ।

অনানুষ্ঠানিক সংযোগ

আমরা বেশিরভাগই প্রতিদিন অনানুষ্ঠানিক ধরণের সংযোগে জড়িত থাকি। বেশিরভাগ অনানুষ্ঠানিক সংযোগের ক্ষেত্রেই কোনোরকম প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না; একজন ব্যক্তি স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানিয়ে থাকে। এমনকি অনানুষ্ঠানিক সংযোগের ক্ষেত্রে, কিছু লোক তাদের নিজেদের প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শী।

আনুষ্ঠানিক সংযোগ

আনুষ্ঠানিক সংযোগ সাধারণত এমন অনুষ্ঠানের জন্য হয় যা আগে থেকে পরিকল্পনা করা থাকে। আনুষ্ঠানিক সংযোগের জন্য বক্তাকে তার উপস্থাপনা আগে থেকেই প্রস্তুত করতে হয়। আনুষ্ঠানিক সংযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপস্থাপকের কাছে উদ্বেগ এবং ভয় তৈরি করে, বিশেষ করে যখন সেই ব্যক্তি প্রকাশ্যে কথা বলতে অভ্যস্ত থাকে না। প্রচার, বক্তৃতা এবং অনুরূপ উপস্থাপনাগুলি হল আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা।

আনুষ্ঠানিক সংযোগ ছোটো ছোটো দলে বা সহজ পারস্পরিক পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হতে পারে। যদি আপনাকে গভর্নরের সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, এটি সম্ভবত একটি আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতি হবে। আপনার সেই মিটিংয়ের জন্য এমন গুরুত্ব সহকারে প্রস্তুত হওয়া উচিত যেন আপনি একটি বিশাল জনতাকে সম্বোধন করে কথা বলছেন।

লিখিত সংযোগ

লিখিত সংযোগের ক্ষেত্রেও কথ্য সংযোগের মতো একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবে কিছু বৈশিষ্ট্য লিখিত সংযোগের ক্ষেত্রে অনন্য:

১। **লিখিত সংযোগ সাধারণত কথ্য সংযোগের চেয়ে ছোটো হয়।** লিখিত সংযোগের ক্ষেত্রে সাধারণত দৈর্ঘ্যের একটি সীমাবদ্ধতা থাকে যা কথ্য সংযোগের ক্ষেত্রে থাকে না। এই কারণেই একটি লিখিত চিঠি একটি সাধারণত ফোনের একটি কথোপকথনের চেয়ে ছোটো হয়।

২। **লিখিত সংযোগ সাধারণত কথ্য সংযোগের চেয়ে বেশি নির্ভুল হয়।** একজন ব্যক্তিকে তার সংযোগ লিখতে বেশি আবশ্যিকভাবেই বেশি সময় নিতে হয় যা মূলত সংযোগটিকে আরো বেশি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে। যেহেতু লিখিত সংযোগ আরো নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা হবে, তাই লেখক সাধারণত সম্পূর্ণ সঠিক হওয়ার জন্য বেশি সচেতন থাকেন।

৩। **কথ্য সংযোগের চেয়ে লিখিত সংযোগের ফর্ম্যাল বা ব্যবহারিক হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।** যেহেতু গ্রহণকারী লেখকের সামনে নেই, তাই একজন ব্যক্তির তাৎক্ষণিক আশেপাশে থাকার পরিস্থিতির চেয়ে সংযোগের আরো ব্যবহারিক মাধ্যম ব্যবহার করার প্রবণতা থাকে।

৪। **কথ্য সংযোগের চেয়ে লিখিত সংযোগের সাধারণত বেশি প্রভাব থাকে।** লিখিত সংযোগের যতটা ক্ষমতায় থাকে ততটা কথ্য সংযোগের ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে। আইনি পরিস্থিতিতে, সংযোগ ততক্ষণ অফিশিয়াল নয় যতক্ষণ না এটি লিখিত রূপে রয়েছে।

৫। **কথ্য সংযোগের চেয়ে লিখিত সংযোগ বেশি সময় টিকে থাকে।** যদি কোনো ব্যক্তি চিৎকার করে কথা বলে, তাহলে যা বলা হয়েছে তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে, যদি কেউ কিছু লিখে থাকে, তাহলে যতক্ষণ সেই কাগজটি বর্তমানে রয়েছে ততক্ষণ সেই বার্তাটি ক্রমাগত সংযোগ স্থাপন করে যেতে পারে।

কিছু কিছু পরিস্থিতিতে, লিখিত সংযোগ কথ্য সংযোগের চেয়ে বেশি কার্যকারি। একজন ভালো সংযোগকারী হয়ে ওঠার জন্য, একজন ব্যক্তিকে কথা বলার দক্ষতার পাশাপাশি লেখার দক্ষতাও গড়ে তুলতে হবে।

সংযোগ স্থাপনের বিবিধ রূপের ব্যবহার

কথা বলা এবং লেখার পাশাপাশি, আমরা নাটক, ছবি, গান, শারীরিক নড়াচড়া, স্পর্শ, এবং কাজের মাধ্যমেও সংযোগ স্থাপন করতে পারি। বেশিরভাগ শিক্ষাবিদই সম্মত হন যে সবচেয়ে কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতি মূলত সংযোগের বিবিধ রূপের ব্যবহার করে থাকে। যদি একজন ব্যক্তি কোনো বার্তা শোনে এবং তারপর সেই বার্তাটি কোনো ছবি বা বস্তুগত পাঠের মাধ্যমে পুনরায় বলবৎ হতে দেখে, তাহলে আরো সে আরো বেশি কিছু শিখবে। কিছু গবেষক বলেন যে:

- আমরা যা পড়ি তার ১০% মনে রাখি।
- আমরা যা শুনি তার ২০% মনে রাখি।
- আমরা যা দেখি তার ৩০% মনে রাখি।
- আমরা যা দেখি এবং শুনি তার ৫০% মনে রাখি।
- আমরা যা করি তার ৯০% মনে রাখি।

এটি দেখায় যে সংযোগ স্থাপনের বিবিধ রূপ শিক্ষালাভকে বৃদ্ধি করে। যখন আমরা সংযোগের একটি রূপের সাথে সংযোগের আরেকটি রূপের পরিপূরক করি, তখন আমরা আমাদের কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে তুলি।

► আপনার সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতার মূল্যায়ন করুন। কোন ধরণের সংযোগ আপনার শক্তি: লিখিত অথবা মৌখিক [কথ্য], ছোটো অথবা বড় গ্রুপ, আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক? এগুলির মধ্যে আপনি কোনটিতে দুর্বল?

যে বিষয়গুলি সংযোগকে অনুপ্রাণিত করে

এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আমাদের সংযোগের সাফল্যকে প্রভাবিত করে।

বার্তা

সংযোগের ওপর আমাদের বার্তার প্রকৃতি একটি বড় প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, শেষকৃত্যের বার্তা এবং জন্মদিনের অভিবাদনের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। নাইজেরিয়াতে HIV/AIDS নিয়ে দেওয়া একটি প্রেজেন্টেশন এবং কলেজের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানের প্রেজেন্টেশনের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। একটি সারমন, একটি ফর্ম্যাল শিক্ষামূলক [অ্যাকাডেমিক] উপস্থাপনা, এবং একটি রাজনৈতিক মিছিলে দেওয়া বক্তৃতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

বার্তাটির দৈর্ঘ্যও বার্তাটিকে প্রভাবিত করবে। যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, বার্তাটি যত বেশি ছোটো হতে হবে, সেটি সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য একজন ব্যক্তিকে তত বেশি বার্তাটির উপর কাজ করতে হবে। যদি কাউকে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপনা করতে হয়, তাহলে এটির ক্ষেত্রে অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে।

একবার এক ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট আইসেনহোয়ার'কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন একটি বক্তৃতা তৈরি করতে তার কতক্ষণ সময় লাগে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "যদি আপনি একটি ১৫-মিনিটের বক্তৃতা চান, আমাকে দু'সপ্তাহ সময় দিন। যদি আপনি একটি ৩০-মিনিটের বক্তৃতা চান, আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিন। যদি আপনি একটি একঘণ্টার বক্তৃতা চান, আমাকে দুই বা তিনিদিন সময় দিন। যদি আপনি একটি দু'ঘণ্টার বক্তৃতা চান, আমি এখনই প্রস্তুত।" তাঁর মূল

বক্তব্য ছিল যে যদি আপনার কাছে কেবল একটি সীমিত পরিমাণ সময় থাকে, তাহলে আপনাকে সেটি যথাযথ করার জন্য অবশ্যই খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

প্রস্তুতি

বেশিরভাগ পাব্লিক স্পিকার বা জনবক্তাকে একটি প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করার জন্য উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করতে হয়। এক্ষেত্রে একটি প্রেজেন্টেশনের প্রভাব এবং এটির পিছনে থাকা প্রস্তুতির মধ্যে সাধারণত একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

বহু সারমনের সীমিত প্রভাব থাকার একটি বড় কারণ হল প্রস্তুতির অভাব। অনেকেই একটি সারমন অন্যদের বোঝানোর ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। আমাদের কথা বলার প্রতিটি পরিস্থিতিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। কিছু লোক জনসমক্ষে কথা বলতে যাওয়ার সময় প্রতিটি কথা লিখে নেয়। এই ধরণের প্রস্তুতি অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ ঠিকই, তবে প্রেজেন্টেশনটির কার্যকারিতাই এটির উপহার।

পরিবেশ

উপস্থাপনার একটি পরিবেশ একজন ব্যক্তি কীভাবে বার্তাটি প্রস্তুত করে এবং উপস্থাপন করে সেটিকে প্রভাবিত করে। যদি কাউকে একটি গ্রামে খোলা জায়গায় সুসমাচার প্রচারের জন্য বক্তৃতা দিতে হয়, তবে তাকে হোটেল রুমে পাস্টারদের কনফারেন্সে কথা বলার চেয়ে অনেক আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। কথা বলার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সময়, পরিবেশটির বাস্তবিকতা সম্পর্কে যতটা সম্ভব শিখতে হবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আমন্ত্রণের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এই কোর্সের লেখককে একটি স্কুলের কর্মীদের জন্য "খ্রিস্টীয় শিক্ষার দর্শন" নিয়ে কথা বলতে বলা হয়েছিল। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে স্কুল বোর্ড তাদের দর্শন পুনর্বিবেচনা করছে। গত ৬০ বছরে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে, এবং স্কুলের জন্য তারা যে তাদের লক্ষ্য বুঝতে পেরেছে তা নিশ্চিত করার সময় এসেছে। এই পটভূমিটি জানা তাঁকে তাঁর উপস্থাপনা প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল।

শ্রোতা

শ্রোতাদের সম্পর্কে একাধিক বিষয় সংযোগকে প্রভাবিত করে:

- **বয়স।** বাচ্চাদের মনোযোগের সময় প্রাপ্তবয়স্কদের মতো দীর্ঘ নয়। বাচ্চাদের মনোযোগ ধরে রাখতে আপনার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করতে পারেন বা বিশেষ কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।
- **লিঙ্গ।** পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের আগ্রহ আলাদা। অতএব, আপনাকে পুরুষ এবং মহিলা দর্শকদের জন্য আলাদা করে প্রস্তুত করতে হবে। একটি মিশ্র দর্শকের জন্য আপনাকে একটি ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুতি নিতে হতে পারে।
- **আগ্রহ।** আপনি একদল উকিল এবং একদল খেলোয়াড়ের সাথে কথা বলার জন্য ভিন্নভাবে প্রস্তুতি নেবেন এবং পৃথক পদ্ধতিতে কথা বলবেন। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই দর্শকের নির্দিষ্ট আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে।

- **শিক্ষা।** আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল অধ্যাপকদকে একটি একাডেমিক পেপার পেশ করেন, তাহলে আপনি যদি ১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের কোনো ক্লাসকে বাইবেলের পাঠ শেখান তার চেয়ে ভিন্নভাবে উপস্থাপনাটি দেখাবেন।

- **স্বাস্থ্য এবং শক্তি।** একজন পাস্টারের স্ত্রী প্রতি সপ্তাহে বয়স্ক নাগরিকদের সাথে কথা বলেন। এই লোকেরা বৃদ্ধ ও দুর্বল এবং তাদের মনোযোগের মাত্রা সুস্থ যুবক ব্যক্তিদের মতো নয়। তিনি এক্ষেত্রে একজন তরুণ শ্রোতার সাথে কথা বলার চেয়ে ভিন্নভাবে তাঁর বার্তা প্রস্তুত করেন এবং বিতরণ করেন।

- **সময়কাল।** উপস্থাপনার জন্য উপলব্ধ সময় সংযোগের প্রস্তুতি নির্ধারণ করবে। একজন সেলসম্যান যাকে তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়, তাকে যদি এক মিনিট সময় দেওয়া হয় সে তার চেয়ে ভিন্নভাবে কথা বলবে।

যেহেতু এই বিষয়গুলি একজন ব্যক্তির প্রস্তুতি এবং প্রদানকে প্রভাবিত করে, তাই তাকে একটি বক্তৃতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সময়ে দর্শক সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সংযোগ স্থাপননের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা

জনসমক্ষে কথা বলার ভয়

বহু মানুষেরই সবচেয়ে বড় ভয় হল জনসমক্ষে কথা বলার ভয়। এমন অনেক সৈনিক আছে যারা যুদ্ধে তাদের জীবন বাজি রাখতে ভয় পায় না, কিন্তু তাদের যদি ১৫ বা ২০ জন লোকের সামনে কথা বলতে বলা হয় তারা রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়।

জনসমক্ষে কথা বলার ভয় কাটানোর সবচেয়ে ভালো সমাধান হল অভিজ্ঞতা। একজন ব্যক্তি যত বেশি লোকের সাথে কথা বলবে, তত বেশি করে সে জনসমক্ষে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। যখন একজন সুখ্যাত জনবক্তাকে তার জনসমক্ষে কথা বলার দক্ষতার জন্য প্রশংসা করা হয়েছিল, তিনি হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি অনেক অনুশীলন করেছি।" একজন জন-বক্তা (পাবলিক স্পিকার) হিসেবে স্বচ্ছন্দবোধ করার জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব

আমরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতির গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছি। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব হল জনসমক্ষে কথা বলতে অসফল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে বক্তাদের সাধারণ সমস্যাগুলি কী কী?

- **নিকৃষ্ট সূচনা।** যদি একজন ব্যক্তি ভালোভাবে শুরু না করে, তাহলে উপস্থাপনাটি ভালোভাবে চলার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

- **নিকৃষ্ট উপসংহার।** একটি ভালো উপসংহার একটি ভালো সূচনার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এটিই হল শেষ বিষয় যা শ্রোতারা শুনবে; তারা উপসংহারটি মনে রাখবে।

- **নিকৃষ্ট উদাহরণ।** জনসমক্ষে দেওয়া যেকোনো উপস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল উদাহরণের ব্যবহার যা শ্রোতাদের বার্তাটি বুঝতে সাহায্য করে।

- **নিকৃষ্ট সংগঠন।** ভালো সংযোগ একটি সংগঠিত উপায়ে গড়ে ওঠে। একজন অসংগঠিত বক্তা অনেক ভালো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে, কিন্তু দর্শক তার প্রাথমিক বার্তাটি নাও বুঝতে পারে।

এগুলো সবই প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয়। আমরা যখন মঞ্চে পা রাখি তখন আমরা স্নায়ুর চাপ এড়াতে পারি না। আমরা যে পরিবেশে কথা বলি তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নাও হতে পারি। তবে, আমরা একটি ভালো সূচনা এবং একটি ভালো উপসংহার সম্পর্কে কিছু করতে পারি। আমরা আমাদের উপস্থাপনায় চিত্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং আমরা আমাদের উপস্থাপনাগুলির সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এই জিনিসগুলি প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ভালো প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নেই। পাবলিক প্রেজেন্টেশনের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে না পারা অপেশাদার বিষয়।

শ্রোতাদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার ব্যর্থতা

একজন ভালো জনবক্তা সবসময় তার শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকে। এটি করার সর্বোত্তম উপায় হল দর্শকদের সাথে ভালোভাবে দৃষ্টি-সংযোগ স্থাপন করা। একজন ভালো জনবক্তা তার শ্রোতাদের চোখে দেখতে পায় যে সে সফলভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারছে কিনা। যখন একজন বক্তা বুঝতে পারে যে সে তার শ্রোতাদের মনোযোগ হারাচ্ছে, তখন তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে যা করা দরকার তা করতে হবে। এখানে কিছু বিষয় আছে যা বক্তা করতে পারে:

- কথা বলা বন্ধ করুন এবং অপেক্ষা করুন। কিছুক্ষণের নীরবতা দর্শকের মনোযোগ ফিরিয়ে আনবে।
- একটা গল্প বলুন। একটি গল্প মনোযোগ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে আপনার পরিকল্পিত সময়ের আগেই গল্প বলার প্রয়োজন হতে পারে।
- একটি চমকপ্রদ তথ্য বা পরিসংখ্যান পেশ করুন।
- কৌতুক ব্যবহার করুন।
- আপনার বিষয়বস্তুর ওপর বাস্তব জীবনের একটি প্রয়োগ তুলে ধরুন।
- কোনো বস্তু ব্যবহার করুন বা বোর্ডে লিখুন।
- দর্শকের মধ্যে কারোর সাথে কথা বলুন।
- যদি দর্শক ঝিমিয়ে পড়ে, তাদের দাঁড় করান এবং স্ট্রেচ করান।
- যদি দর্শক ঝিমিয়ে পরে, তাদের দিয়ে কোনো কোরাস বা গান করান।

একজন বক্তাকে বিভ্রান্তি সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতন থাকতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি ক্লাসে প্রবেশ করে বা ক্লাসের বাইরে কোনো হট্টগোল হয়, তবে সেই বিক্ষিপ্ততা দূর না হওয়া পর্যন্ত কথা বলা বন্ধ রাখাই ভালো। যখন ৫০% শ্রোতা দেরিতে প্রবেশ করা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন আপনাকে থামতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে।

ক্লাসে যখন কোনো বিক্ষিপ্ততা দেখা দেয়, মাঝে মাঝে এটি একটু রসিকতা করতেও সাহায্য করে। আপনি বলতে পারেন: "আমি সকলের জন্য প্রবেশ করা ব্যক্তিকে দেখতে এক মিনিট অপেক্ষা করছি সেই ব্যক্তিটি আমার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। আমি একজন শিক্ষক এবং শিক্ষকরা জানেন যে যখন বিক্ষিপ্ততা তৈরি হয় তখন কথা না বলাই ভালো। তোমরা সেই বন্ধুকে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে গেলেই আমি আবার চালিয়ে যাব।" লোকেরা সাধারণত হাসবে এবং তাদের মনোযোগ আপনার দিকে ফিরিয়ে দেবে।

আপনার শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখা

ডোয়েন লিটফিন (Duane Litfin) ১০টি বিষয়ের তালিকা করেছেন যা আমাদের দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।[1]

(১) বিস্ময়। আমরা যা আশা করি তার থেকে ভিন্ন জিনিসগুলির প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়।

যখন মোশির বিধানের এক শাস্ত্রবিদ যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?", তখন যিশু একটি কাহিনীর মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন যেটির একটি চমকপ্রদ সমাপ্তি ছিল। উত্তম শমরীয়ের কাহিনীতে গল্পের নায়ক হিসেবে একজন তুচ্ছ শমরীয় রয়েছে (লূক ১০:২৫-৩৭)। গল্পটি যিশুর শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রেখেছিল!

(২) নড়াচড়া বা ক্রিয়াকলাপ। যখন সবকিছু স্থির থাকে, আন্দোলন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে; একইভাবে, যখন অন্য সব কিছু চলমান থাকে, তখন স্থির বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈসাদৃশ্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

মন্দিরে ধর্মগুরুদের অন্যায়ের প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য,

> যীশু মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন যারা সেখানে কেনাবেচা করছিল। তিনি মুদ্রা-বিনিময়কারীদের টেবিল ও যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের আসন উল্টে দিলেন (মথি ২১:১২)।

আপনার কি মনে হয় যিশু মন্দিরে লোকেদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন?

(৩) ঘনিষ্ঠতা। বর্তমান ঘটনা বা জিনিস যা আমাদের কাছাকাছি ঘটে তা আমাদের আকর্ষণ অর্জন করবে।

যখন যিশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন,

> সেই সময় সেখানে উপস্থিত কয়েকজন যীশুকে সেই গালীলীয়দের সম্পর্কে সংবাদ দিল, যাদের রক্ত পীলাত তাদের বলির সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন।

যিশু এই সাম্প্রতিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে একটি পাঠের শিক্ষা দিয়ে এবং সিলোয়ামে ঘটা আরেকটি দুঃখজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন (লূক ১৩:১-৫)। তিনি জানতেন যে সাম্প্রতিক ঘটনা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

---

[1] Duane Litfin, *Public Speaking, 2nd Edition* (Grand Rapids: Baker Book House, 1996), ৪৭ পৃষ্ঠা থেকে অভিযোজিত। ২৩৯ পৃষ্ঠাও দেখুন।

(৪) দৃশ্যমানতা। অবাস্তব, সাধারণ, বা সামান্য কিছুর চেয়ে আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট জিনিসকে দেখি তা সাধারণত আমাদের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। এই কারণেই দৃষ্টান্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন যিশু শিক্ষা দিতেন, তিনি তাঁর শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার জন্য দৃশ্যমান বস্তুগুলির দিকে নির্দেশ করতেন।

- "এ যেন এক সর্ষে বীজের মতো" (মার্ক ৪:৩১)।
- "আমাকে একটি দিনার দেখাও" (লূক ২০:২৪)।
- "ডুমুর গাছ ও অন্য সব গাছের দিকে তাকিয়ে দেখো" (লূক ২১:২৯)।

(৫) পরিচিতি। অপরিচিত এবং অজানা একটি প্রেক্ষাপটে, যেটি পরিচিত সেটিই সাধারণত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি পাঠ শেখানোর জন্য, যিশু জগতের একটি পরিচিত দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন – একটি জমিতে বীজবপনকারী এক কৃষক। "একজন কৃষক তার বীজবপন করতে গেল" (মথি ১৩:৩)।

(৬) পার্থক্য বা দ্বন্দ্ব। সম্প্রীতি ও শান্তির অবস্থায়, দুই বা ততোধিক জিনিসের মধ্যে বিরোধিতা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

বারবার, যিশু তাঁর শিক্ষা এবং ফরীশী ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যের (দ্বন্দ্ব) ওপর জোর দিয়েছিলেন। এটি জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। "সকলে যখন একথা শুনল, তারা তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল" (মথি ২২:৩৩)।

(৭) উদ্বেগ (সাসপেন্স)। যখন আমাদের কাছে কয়েকটি মূল টুকরো বাদে সম্পূর্ণ ছবিটি থাকে, তখন আমরা অনুপস্থিত টুকরোগুলির প্রতি আকৃষ্ট হই এটি দেখতে যে সেগুলি কীভাবে সম্পূর্ণ ছবিটিকে একসাথে তুলে ধরে।

যখন ধর্মীয় নেতারা পাপীদের সাথে আহার করার জন্য যিশুর সমালোচনা করেছিল, তখন তিনি একটি গল্প বলতে শুরু করেছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া একটি ছেলের কাহিনী বলেছিলেন যে আবার বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (লূক ১৫:১১-৩২)। শ্রোতারা এটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল যে: এই ছেলেটির কী হল? তারা বাবা কি তাকে তাড়িয়ে দেবে? সমাজ কি তাকে বিতাড়িত করবে যেহেতু সে সমাজকে অপমান করেছিল? এই জেদী ছেলেটির শেষ পর্যন্ত কী হবে? যিশু জানতেন কীভাবে উদ্বেগ তৈরি করতে হয়।

(৮) তীব্রতা। যখন কোনোকিছু তার চারপাশের জিনিসগুলির চেয়ে বেশি তীব্র হিসেবে প্রকাশিত হয়, তখন আমরা সাধারণত সেদিকেই মনোযোগ দেব।

বারবার, যে লোকেরা যিশুকে শিক্ষা দিতে শুনেছিল তারা তাঁর শিক্ষার শক্তি ও কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁর শিক্ষার তীব্রতা তাঁর শ্রোতাদের বিস্মিত করেছিল। "তাঁর শিক্ষায় লোকেরা বিস্মিত হল, কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির মতো শিক্ষা দিতেন, প্রথাগত শাস্ত্রবিদদের মতো নয়" (মার্ক ১:২২)।

(৯) কৌতুক। প্রায় সব কৌতুকের কেন্দ্রে এমন কিছু থাকে যা সেখানে নেই বা যা হওয়ার কথা তা নয়। কৌতুক প্রায় সবসময়ই আমাদের মনোযোগ দাবি করবে।

যিশুর শ্রোতারা অবশ্যই হেসেছিল যখন তিনি বলেছিলেন, "তোমার ভাইয়ের চোখে যে কাঠের গুঁড়ো রয়েছে, কেবলমাত্র সেটিই দেখছ, অথচ তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ না কেন?" (মথি ৭:৩)।

(১০) দৈনন্দিন জীবনের প্রাসঙ্গিকতা। আমাদের মৌলিক চাহিদা এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং আবেগের সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি আমাদের আগ্রহী করে তোলে।

যিশু যখন সামান্য অর্থ বা সঞ্চয় নিয়ে সাধারণ লোকেদের কাছে প্রচার করছিলেন, তখন তিনি তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির কথা বলেছিলেন।

> এই কারণে আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের জীবনের বিষয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না, তোমরা কী খাবে বা পান করবে.... আর পোশাকের বিষয়ে তোমরা কেন দুশ্চিন্তা করো?.... সেই কারণে, 'আমরা কী খাব?' বা 'আমরা কী পান করব?' বা 'আমরা কী পরব?' এসব নিয়ে তোমরা দুশ্চিন্তা কোরো না।.... কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার অন্বেষণ করো, তাহলে এই সমস্ত বিষয়ও তোমাদের দেওয়া হবে (মথি ৬:২৫, ২৮, ৩১, ৩৩)।

যিশু জীবনের প্রাথমিক চাহিদাগুলি নিয়ে কথা বলেছিলেন।

একটি কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা

একটি কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে বিকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা হল বহু সারমন এবং অন্যান্য জনসমক্ষে বক্তৃতার দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। এক রবিবার বিকেলের কথোপকথন শোনা যাক:

> তাপস: "তুমি আজ সকালে মন্ডলী উপভোগ করেছ?"
>
> সারিকা: "হ্যাঁ, বেশ ভালোই ছিল।"
>
> তাপস: "সারমনটা ভালো ছিল?"
>
> সারিকা: "দারুণ!"
>
> তাপস: "সারমনের বিষয়বস্তু কী ছিল?"
>
> সারিকা: "আহ, উনি পাপ এবং স্বর্গ নিয়ে কথা বলেছিলেন আর একটা ভাঙা গাড়ি নিয়েও কথা বলেছিলেন যেটা কাল দেখেছিলেন। উনি অনেকগুলো ভালো ভালো জিনিস নিয়ে কথা বলেছিলেন।"

পাস্টার অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন, কিন্তু সারমনে কোনো ঐক্যবদ্ধ বার্তা ছিল না। এটি একটি শক্তিশালী বার্তার সংযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে পাস্টারের ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যখন তার শ্রোতারা বাড়ি ফিরে যায়, তখন তারা সারমনের কেন্দ্রীয় বিষয়টি মনে রাখে না। যখন একজন ব্যক্তি একটি সারমন বা অন্য জনসমক্ষে বক্তৃতা থেকে দূরে চলে যায়, তখন তার কয়েকটি শব্দে বক্তা কী বিষয়ে কথা বলেছেন তা সংক্ষিপ্ত করতে সক্ষম হওয়া উচিত। শ্রোতাদের মধ্যে গড়পড়তা ব্যক্তি যদি তা করতে না পারে, তাহলে বক্তা সত্যিই সফল হয়নি।

একজন ব্যক্তি তার উপস্থাপনার জন্য মূল বিষয়বস্তুটি তৈরি করার পরে, তাকে একটি রূপরেখা এবং চিত্র এবং প্রয়োগ-পদ্ধতি তৈরি করতে হবে যা কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করে। একজন প্রচারকের মূল বিষয়বস্তু বা একজন শিক্ষকের উদ্দেশ্য সমগ্র সারমন বা পাঠের জন্য একটি লক্ষ্য প্রদান করে।

জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়া জরুরি। জনবক্তাদের অজানা বিষয়ে যাওয়ার আগে এমন জিনিসগুলি নিয়ে কথা বলে শুরু করা উচিত যার সাথে শ্রোতারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ভালো বক্তৃতা এমন কিছু দিয়ে শুরু হয় যার সাথে শ্রোতারা পরিচিত এবং তারপর নতুন উপাদানে প্রবাহিত হয়। তারা শ্রোতাদের বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তুর দিকে নিয়ে যায়।

ভালোভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা

দুর্বল সারমনের দ্বিতীয় কারণ হল ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারা। প্রত্যেক ব্যক্তিই দক্ষ কাহিনীকার হয়ে উঠবে না। তবে, আপনি যদি আকর্ষণীয় গল্প এবং চিত্রগুলি খুঁজে না পান এবং উপস্থাপন করতে না পারেন, তাহলে আপনি একজন কার্যকর জনবক্তা হতে পারবেন না।

একজন জনবক্তাকে অবশ্যই সবসময় ভালো উদাহরণের সন্ধান করতে হবে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সেগুলিকে সংগঠিত ও সংরক্ষণ করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। উদাহরণগুলি খুঁজে পেতে এবং মানানসই করে নেওয়ার জন্য অন্য যেকোনো সাধারণ কাজের চেয়ে আরো বেশি প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। ৪ নং পাঠে আমরা শিখব কীভাবে ভালো সারমন উদাহরণ তৈরি করা যায়।

উপসংহার

সংযোগ হল একইসাথে একটি শিল্প এবং একটি বিজ্ঞান। এটি এই অর্থে বিজ্ঞান যে এটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং এটি কিছু অনুমানযোগ্য নীতি অনুসরণ করে। আবার এটি একটি শিল্প কারণ এটি এমনভাবে বিকশিত হতে পারে যাতে মানুষের প্রকৃতির নান্দনিক অংশকে স্পর্শ করা যায়।

সংযোগ হল একইসাথে একটি উপহার এবং একটি অর্জন। বেশিরভাগ পাব্লিক স্পিকার বা জনবক্তারই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাভাবিক ক্ষমতায় রয়েছে। তবে, এই স্বাভাবিক ক্ষমতাটি বিকশিত এবং উন্নত করা যেতে পারে। ঈশ্বর আমাদেরকে সংযোগ স্থাপনের উপহার দিয়েছেন; এই উপহারটিকে আমাদের ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে ব্যবহার এবং বিকাশ করা উচিত।

২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) আপনার ক্লাসের অন্য একজন সদস্যকে তার ছেলেবেলা সম্পর্কে ইন্টারভিউ নিন। এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন যা আপনাকে একটি আকর্ষণীয় বক্তৃতা তৈরি করার জন্য তথ্য প্রদান করবে। এরপর ক্লাসে একটি তিন-মিনিটের বক্তৃতা দিন যেখানে আপনি এই সহপাঠীর পরিচয় দেবেন।

(৩) এই পাঠে ১০টি জিনিস নিয়ে কথা বলা হয়েছে যা আমাদের দর্শক বা শ্রোতাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে। অধ্যয়নের জন্য লিখিত বা রেকর্ড করা সারমন খুঁজে নিন। সেই সারমনটি পড়ুন বা শুনুন এবং দেখুন এর মধ্যে কতগুলি সারমনটির অংশ। ক্লাসের প্রতিটি সদস্যকে একটি পৃথক সারমন মূল্যায়ন করতে হবে। আপনার পরবর্তী ক্লাস মিটিংয়ে, যেভাবে সারমনগুলি শ্রোতাদের মনোযোগ বজায় রাখে সেই উপায়গুলির মধ্যে তুলনা করুন।

২ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) সংযোগ স্থাপনের তিনটি উপাদান কী কী?

(২) একটি বার্তা সফলভাবে সংযোগ স্থাপন করতে না পারার দুটি কারণ বলুন।

(৩) সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে নিকট, এবং সাধারণত সবচেয়ে সফল রূপটি কী?

(৪) বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে কথ্য সংযোগের সবচেয়ে কঠিন প্রকারটি কী?

(৫) কথ্য সংযোগ থেকে লিখিত সংযোগ আলাদা হওয়ার পাঁচটি উপায়ের মধ্যে তিনটি উপায়ের তালিকা লিখুন।

(৬) আমাদের সংযোগের সাফল্যকে প্রভাবিত এমন পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে থেকে তিনটি বিষয়ের তালিকা লিখুন।

(৭) সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এমন পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ের তালিকা লিখুন।

(৮) একজন দর্শক বা শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয় এমন দশটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি জিনিসের তালিকা লিখুন।

পাঠ ৩
প্রচারের ভূমিকা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) প্রচার এবং প্রচারকে নির্দেশকারী বাইবেলভিত্তিক প্রাথমিক শব্দগুলিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবে।

(২) জীবন পরিবর্তনের জন্য প্রচারিত সুসমাচারের শক্তি উপলব্ধি করবে।

(৩) সুসমাচারভিত্তিক এবং যাজকীয় প্রচারের পার্থক্যগুলি বুঝতে পারবে।

(৪) সারমনের প্রধান ধরণগুলি বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে।

(৫) সারমনের প্রতিটি প্রধান ধরণের জন্য রূপরেখা তৈরি করবে।

ভূমিকা

বাইবেল বলে যে প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই ঈশ্বর জগতকে পরিত্রাণ দেওয়া বেছে নিয়েছেন (১ করিন্থীয় ১:২১)। প্রচার হল অবিশ্বাসীদের এবং বিশ্বাসীদের উভয়ের কাছেই ঈশ্বরের সত্যের প্রকাশ করার জন্য তাঁর দ্বারা নির্বাচিত উপায়। খ্রিষ্টবিশ্বাস মূলত প্রচারের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়েছে।

একদম শুরু থেকেই প্রচার খ্রিষ্টবিশ্বাসের অংশ। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিহূদিয়ার মরুপ্রান্তরে প্রচার করতেন (মথি ৩:১)। যিশুর প্রলোভনের পরে, আমরা পড়ি, "সেই সময় থেকে যীশু প্রচার করা শুরু করলেন" (মথি ৪:১৭)। পঞ্চাশত্তমীর দিনে, পিতর জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রচার করেছিলেন (প্রেরিত ২:১৪)। প্রেরিত পুস্তকে নয়বার পৌলের প্রচারের কথা উল্লেখ করা আছে। প্রচার ধারাবাহিকভাবে খ্রিষ্টীয় লিডারদের অন্যতম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

প্রচারেরে বর্ণনা

প্রচারের বিভিন্ন সংজ্ঞা

প্রচার হল শ্রোতাদের মধ্যে পরিবর্তন অর্জনের উদ্দেশ্য সহযোগে জনসমক্ষে খ্রিষ্টবিশ্বাসের সত্যগুলি সম্পর্কে একটি কথ্য সংযোগ স্থাপন।

জন স্টট (John Stott) বলেছেন, "প্রচার করা হল অনুপ্রাণিত পাঠ্যকে এমন বিশ্বস্ততা এবং সংবেদনশীলতার সাথে উন্মুক্ত করা যাতে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং ঈশ্বরের লোকেরা তাঁকে মেনে চলে।"[2]

---

[2] John Stott, "The Privilege of Preaching," https://johnstott.org/work/the-privilege-of-preaching/-তে অনলাইনে উপলব্ধ।

যখন আমরা প্রচার করি, আমাদের আবশ্যিকভাবে ঈশ্বরকে আমাদের মাধ্যমে কথা বলতে দেওয়া উচিত (১ পিতর ৪:১১)। তাঁর বার্তা অবশ্যই দর্শকদের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই কারণেই, আমাদের মতামত নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের প্রচারের বিষয়বস্তু হওয়া আবশ্যিক।

প্রচারের সাথে সংযুক্ত মূল শব্দসমূহ

নতুন নিয়মে, গ্রীক শব্দের দুটি পরিবার বা গোষ্ঠী আছে যা প্রচারকে নির্দেশ করে। প্রথম শব্দগোষ্ঠীটি ভালো বা মন্দ, বিচার বা আশা – যেকোনো ধরণের বার্তার ঘোষণাকে নির্দেশ করে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দগোষ্ঠীটি একটি ইতিবাচক বার্তা বলা, সুসংবাদ ঘোষণা করার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

গ্রীক শব্দের এই দুটি শব্দগোষ্ঠী থেকে আসা কথাগুলি বহুবার একসাথে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মথি ৪:২৩ বলে যে যিশু... "সমস্ত গালীল পরিক্রমা করে তাদের সমাজভবনগুলিতে শিক্ষা দিলেন ও স্বর্গরাজ্যের **সুসমাচার** (G2098) **প্রচার করলেন** (G2784)[3]। তিনি লোকদের সমস্ত রকমের রোগব্যাধি ও পীড়া থেকে সুস্থ করলেন।"

প্রচার করাকে নির্দেশ করা শব্দসমূহের প্রথম গোষ্ঠী

১। **(ক্রিয়াপদ) আনুষ্ঠানিকভাবে সত্যের ঘোষণা** (G2784)। "একজন বার্তাবাহক হিসেবে প্রচার করা বা একজন বার্তাবাহকের পদ্ধতি মেনে ঘোষণা করা।"[4] এই শব্দটি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যা কাজকে (মথি ৩:১), যিশুকে (মথি ৪:১৭), শিষ্যদেরকে (মথি ১০:৭), ফিলিপকে (প্রেরিত ৮:৫), এবং পৌলকে (প্রেরিত ৯:২০) বোঝাতে বা বর্ণনা করতে ব্যবহার করা হয়েছে।

পিতর কর্ণীলিয়ের কাছে তাঁর উপদেশ ব্যাখ্যা করার সময়ে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন; যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে লোকেদের কাছে প্রচার করার এবং জীবিত এবং মৃত সকল ব্যক্তিদের বিচারক হওয়ার জন্য তিনিই যে ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত তা সাক্ষ্য দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (পিতর ১০:৪২)।

২। **(বিশেষ্য) ঘোষিত বার্তা** (G2782), "একজন বার্তাবাহক বা ঘোষকের দ্বারা দ্বারা একটি ঘোষণা।"[5] গ্রীক নতুন নিয়মে এই শব্দটি আটবার ব্যবহার করা হয়েছে। এটিকে প্রথম শতকের খ্রিস্টবিশ্বাসের মূল শিক্ষাগুলিকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে :

- যিশু পুরাতন নিয়মের সেই শাস্ত্রীয় বচন পরিপূর্ণ করেছিলেন যা একজন মশীহের আগমনের প্রতিজ্ঞা করেছিল।
- যিশু বিভিন্ন ভালো কাজ এবং অলৌকিক কাজ করেছিলেন।
- যিশু ক্রুশের ওপর বিদ্ধ হয়েছিলেন, মারা গিয়েছিলেন, আবার উঠেছিলেন, এবং স্বর্গে নীত হয়েছিলেন।

---

[3] প্রতিটি গ্রীক শব্দের জন্য Strong's Concordance এর নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

[4] Joseph Henry Thayer, *Greek-English Lexicon of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1967), 346

[5] Joseph Henry Thayer, *Greek-English Lexicon of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1967), 346

- যিশু আবার কোনোদিন পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।
- অনুতাপ, বিশ্বাস এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ, এবং তবেই কেউ তার পাপ থেকে ক্ষমা পাবে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

এই তত্ত্বগুলিই প্রেরিতদের বার্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এটি প্রথম শতকের মন্ডলীর প্রচার ছিল।

৩। **(বিশেষ্য) যে ব্যক্তি বার্তা প্রদান করেন** (G2783)। এই শব্দটি একজন নগর-ঘোষক (town crier) বা একজন জনতার মধ্যে বার্তাবহনকারী ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। তিনি সেই ব্যক্তি হতেন যিনি রাজা বা সরকারি আধিকারীকদের থেকে অফিশিয়াল বার্তা প্রদান করতেন। তিনি বর্তমানের রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র'র মতো ব্যক্তি ছিলেন।

এই শব্দটি নতুন নিয়মে কেবল তিনবার পাওয়া যায়। ১ তিমথি ২:৭ এবং ২ তিমথি ১:১১-তে পৌল যখন বলছিলেন যে তিনি একজন প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ২ পিতর ২:৫-এ, এই শব্দটি নোহকে একজন ধার্মিকতার প্রচারক হিসেবে বর্ণনা করে।

প্রচার করাকে নির্দেশ করা শব্দসমূহের দ্বিতীয় গোষ্ঠী

নতুন নিয়মে প্রচার করাকে নির্দেশ করা গ্রীক শব্দসমূহের একটি দ্বিতীয় গোষ্ঠী রয়েছে। এই শব্দগুলি সকলেই একটি শব্দের (G2097) সাথে সংযুক্ত যেটির অর্থ হল **সুসমাচার নিয়ে আসা বা সুসমাচার ঘোষণা করা**।

নতুন নিয়মে প্রথমবার যেখানে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা শব্দটির একটি ভালো উদাহরণ: "যারা অন্ধ তারা দৃষ্টি পাচ্ছে, যারা খোঁড়া তারা চলতে পারছে, যারা কুষ্ঠরোগী তারা শুচিশুদ্ধ হচ্ছে, যারা কালা তারা শুনতে পাচ্ছে, যারা মৃত তারা উত্থাপিত হচ্ছে ও যারা দরিদ্র তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে" (মথি ১১:৫)। দৃষ্টিহীন, খোঁড়া, অসুস্থ, শ্রবণশক্তিহীন, এবং দরিদ্র ব্যক্তিরাই হল সেই ব্যক্তি যারা বিশেষ করে বুঝতে পারে যে তাদের সুসংবাদ বা সুসমাচার প্রয়োজন।

শব্দগোষ্ঠী:

১। **(বিশেষ্য) সুসমাচার যা প্রচারিত** (G2098)। এটি অন্যান্য যেকোনো প্রচারিত বার্তার মতো নয়, বরং এটি হল যিশু খ্রিস্টের ইতিবাচক বার্তা যা পাপের ক্ষমা এবং একটি পরিপূর্ণ জীবন প্রদান করে। মার্কের সুসমাচার এইভাবে শুরু হয়েছে: "ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা" (মার্ক ১:১)। মার্ক তার পাঠকদের জানাতে চেয়েছিলেন যে যিশুর আগমন খুবই মঙ্গলময় বিষয়।

২। **(বিশেষ্য) যে ব্যক্তি সুসমাচার ঘোষণা করেন** (G2099)। এই শব্দটির অনুবাদ হল "সুসমাচার প্রচারক।" ফিলিপকে একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (প্রেরিত ২১:৮) এবং তিমথিকে একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে কাজ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে (২ তিমথি ৪:৫)।

শিক্ষাদানকে নির্দেশ করা একটি শব্দগোষ্ঠী

এক্ষেত্রে আরো একটি শব্দগোষ্ঠী রয়েছে যেটির ব্যাখা প্রয়োজন, যেখানে শব্দগুলি শিক্ষাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। *শেখানোর* (G1321) জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ শব্দটির অর্থ হল "অন্যদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য তাদের সাথে কথোপকথন

করা।”[6] নতুন নিয়মে এই শব্দটি বিভিন্নভাবে বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। যিশুকে অনেকবারই একজন শিক্ষক বা গুরু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (মথি ৮:১৯, এবং অন্যান্য জায়গায় প্রায় ৪০ বার)। প্রথম শতকের মন্ডলীর প্রধান আধিকারিকদের মধ্যে অন্যতম পদটি ছিল শিক্ষকের পদ (প্রেরিত ১৩:১, ১ করিন্থীয় ১২:২৮)।

মন্ডলীতে নেতৃত্বদান বা লিডারশীপের যোগ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষাদানের ক্ষমতা (১ তিমথি ৩:২)। একজন শিক্ষক তাঁর নিজের প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান অন্যজনকে প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। যেহেতু প্রথম শতকের মন্ডলী একটি নতুন আন্দোলন ছিল, সেহেতু এটির ভালো শিক্ষকদের প্রয়োজন ছিল যারা নতুন শিক্ষা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। যিশু পৃথিবীতে তাঁর তিন বছরের পরিচর্যা কাজে যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন তা হল সুসমাচারকের শিক্ষা প্রদান করার জন্য শিষ্যদেরকে তৈরি করা।

প্রচার করা এবং শিক্ষাদানের মধ্যে পার্থক্য কী? যদিও এটি কিছুটা বেশিই সরলীকৃত, তবুও দুটির মধ্যে অন্যতম সেরা পার্থক্যটি হল: **শিক্ষাদান প্রাথমিকভাবে মনের কাছে আবেদন করে** যেখানে **প্রচার প্রাথমিকভাবে ইচ্ছার প্রতি আবেদন করে।**

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল তথ্য প্রকাশ করা। প্রচারের উদ্দেশ্য হল কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করা। সুসমাচারভিত্তিক প্রচার একজন ব্যক্তিকে খ্রিস্টকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। যাজকীয় প্রচার সারমনের বিষয়বস্তু অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে সিদ্ধান্তে উপনীত করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পাস্টার প্রচার করেছিলেন যার শিরোনাম ছিল, “যাকে অনেক দেওয়া হয়েছে, তার কাছে দাবিও করা হবে অনেক।” তিনি লোকেদের উপলব্ধি করতে বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাদেরকে মহাধন দিয়েছেন এবং তাদের সেগুলিকে ঈশ্বরের গৌরবের জন্যই ব্যবহার করা উচিত। এটি হল যাজকীয় প্রচার।

একটি মন্ডলীর সভায় উপস্থিত লোকেরা একজন প্রচারককে একজন শিক্ষক মনে করতে পারে যদি তার মধ্যে তারা একজন প্রচারকের থেকে যা প্রত্যাশা করে তার চেয়ে কম প্রগতিশীল শৈলী থাকে। তবে, কথা বলার ধরণ শিক্ষাদান থেকে প্রচারকে আলাদা করার একটি ভালো উপায় নয়।

প্রতিটি ভালো সারমনে নির্দেশাবলী থাকা উচিত, এবং বেশিরভাগ শিক্ষাদানে কিছু প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকে যা একটি প্রতিক্রিয়া বা প্রত্যুত্তর দাবী করে। প্রচার করা এবং শিক্ষাদানের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রচারের বিভিন্ন প্রকার

প্রচারের দু’টি সাধারণ প্রকার আছে।

সুসমাচারভিত্তিক প্রচার

একটি সুসমাচারভিত্তিক সারমনের উদ্দেশ্য হল যিশুখ্রিষ্টকে মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করা। সুসমাচারভিত্তিক প্রচার সাধারণত অবিশ্বাসীদের জন্য করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বহু পাস্টার তাদের মন্ডলীর সদস্যদের কাছে কেবল সুসমাচারভিত্তিক সারমন প্রচার করেন। যেহেতু মন্ডলীতে মাঝে মাঝে সুসমাচারভিত্তিক সারমন প্রচার করা উপযুক্ত, তাই যেসকল পাস্টাররা কেবল সুসমাচারভিত্তিক সারমন প্রচার করেন, তাঁরা তাঁদের লোকেদের খুব কমই আত্মিক

[6] Joseph Henry Thayer, *Greek-English Lexicon of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1967), 144

অপরিপক্কতা থেকে বৃদ্ধি পেতে দেখবে। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছেন, "সুতরাং এসো, আমরা খ্রীষ্ট সম্পর্কিত প্রাথমিক শিক্ষার দিকে বারবার দৃষ্টি না দিই। তার পরিবর্তে আমরা পরিপক্বতার দিকে এগিয়ে চলি। সুতরাং, যেসব কাজ মৃত্যুর পথে চালিত করে সেসব থেকে অনুতাপ করা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করা—এইসব প্রাথমিক শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করার আর প্রয়োজন নেই।" (ইব্রীয় ৬:১)।

প্রেরিত পুস্তকের বেশিরভাগ সারমনই মূলত সুসমাচারভিত্তিক। এগুলি ইহুদি এবং অবিশ্বাসী উভয়ের জন্য সারমনকে অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রথম হল পঞ্চাশত্তমীর ঠিক পরেই দেওয়া পিতরের সারমন (প্রেরিত ২:১৪-৩৯)। ইহুদি শ্রোতাদের কাছে সাধারণ সারমনের একটি উদাহরণ হল যেটি পিষিদিয়ার আন্তিয়খের একটি সমাজভবনে দেওয়া হয়েছিল (প্রেরিত ১৩:১৬-৪১)। পরজাতিদের মধ্যে প্রচার করা একটি সারমনের উদাহরণ হল যেটি পৌল এথেন্সের দার্শনিকদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন (প্রেরিত ১৭:২২-৩১)।

► ক্লাসের প্রত্যেক সদস্যকে অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত পুস্তকের এই সারমনগুলির মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিতে হবে। সারমনটি পড়ুন এবং সারমনের কী কী বিষয় নিয়ে প্রচার করা হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। উপরে উল্লিখিত খ্রিষ্টবিশ্বাস বিষয়ক কতগুলি মূল শিক্ষা এই সারমনটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? আপনার ক্লাসে সারমনগুলি আলোচনা এবং তুলনা করুন।

একটি সুসমাচারভিত্তিক সারমনের উদাহরণ

শিরোনাম: আমার কাছে এসো

পাঠ্য: মথি ১১:২৮-৩০

ক। কেন আমাদের যিশুর কাছে আসার উচিত?

১। কারণ যিশু কে, সেইজন্য

এটি জিজ্ঞাসা করা ন্যায্য, "যিশু কে?" উত্তরটি দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে।

(ক) যিশু একজন মানুষ।
(খ) যিশু একজন ঈশ্বর।

২। কারণ যিশু কেমন, সেইজন্য

(ক) যিশু হলেন "কোমল এবং নম্র।" তিনি একজন নম্র ব্যক্তি ছিলেন। এটি বোঝায়:

(১) তিনি রূঢ় ব্যক্তি ছিলেন না বরং একজন দয়ালু ও ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন।
(২) তিনি ধনী ব্যক্তি ছিলেন না, সাধারণ মানুষ ছিলেন।

(খ) যিশু একজন ক্ষমতাশালী বা শক্তিশালী ব্যক্তি।

৩। কারণ যিশু যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেইজন্য

(ক) যিশু আপনাকে আপনার আত্মায় বিশ্রাম দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন।
(খ) যিশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর জোয়াল সহজ এবং তাঁর বোঝা হালকা।

খ। আমরা কীভাবে যিশুর কাছে আসতে পারি?

১। আমরা অনুতাপ করার মাধ্যমে আসতে পারি

(ক) অনুতাপে পাপের জন্য আত্মিক দুঃখবোধ জড়িত।

এই ধরণের দুঃখ দায়ূদ অনুভব করেছিলেন যখন তিনি বেৎশেবার প্রতি পাপ করেছিলেন।

(খ) অনুতাপে পাপের স্বীকারোক্তি অন্তর্ভুক্ত।
(গ) অনুতাপে পাপ থেকে ফিরে আসা অন্তর্ভুক্ত করে।

২। আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে আসতে পারি

(ক) বিশ্বাস হল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করা।

অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি আছেন এবং যারা আন্তরিকভাবে তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দেন (ইব্রীয় ১১:৬)।

(খ) বিশ্বাস হল ঈশ্বরের প্রতি প্রতিজ্ঞা।

৩। আমরা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আসতে পারি

(ক) স্বীকারোক্তি হল আমাদের পাপপূর্ণ অবস্থা স্বীকার করা।
(খ) স্বীকারোক্তি ঈশ্বরের সামনে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত।

পালকীয় প্রচার (Pastoral Sermons)

পালকীয় বা যাজকীয় প্রচারের উদ্দেশ্য হল বিশ্বাসীদের গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী করা। এটি একজন পাস্টারের প্রাথমিক দায়িত্ব। যাজকীয় প্রচার খ্রিষ্টীয় মন্ডলীগুলির জন্য প্রচারের সবচেয়ে প্রচলিত প্রকার।

যিরুশালেমে নির্যাতন শুরু হওয়ার পর, মন্ডলী সিরিয়াতে উত্তরদিক থেকে আন্তিয়খ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক অইহুদি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। যিরুশালেমের মন্ডলী এই বিষয়ে খবর পেয়েছিল। নিম্নলিখিতটি হল তাদের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ।

> এ বিষয়ের সংবাদ জেরুশালেমে স্থিত মণ্ডলীর কানে পৌঁছাল। তাঁরা বার্ণবাকে আন্তিয়খে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রমাণ দেখতে পেলেন, তিনি আনন্দিত হলেন ও তাদের সকলকে সর্বান্তঃকরণে প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য প্রেরণা দিলেন। তিনি ছিলেন একজন সৎ ব্যক্তি, পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। আর বিপুল সংখ্যক মানুষকে সেখানে প্রভুর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল (প্রেরিত ১১:২২-২৪)।

সিরিয়াতে বার্ণবার মিনিস্ট্রি ছিল বিশ্বাসীদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ। এই পদটি যাজকীয় প্রচারের শক্তি দেখায়। বার্ণবা বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচার করলেও, "বিপুল সংখ্যক মানুষকে সেখানে প্রভুর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল।" ভালো যাজকীয় প্রচার বিশ্বাসীদেরকে শক্তিশালী করে এবং সুসমাচার প্রচার সহ ঈশ্বরের কাজ করতে তাদেরকে সক্ষম করে তোলে।

প্রেরিত পুস্তকে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচার করার বহু উদাহরণ আছে। তবে, প্রেরিত পুস্তকে বিশ্বাসীদের মধ্যে সারমন প্রচার করার কেবল একটিই উদাহরণ রয়েছে (প্রেরিত ২০:১৮-৩৫)। এটি প্রচার করা হয়েছিল যখন পৌল সমুদ্রতীরে বিদায় জানানোর জন্য ইফিষের প্রাচীনদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিলেন এবং পৌল তাঁদের সাথে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবেই কথা বলেছিলেন। ঠিক যেমন এই ইফিষীয় প্রাচীনদের কাছে এই সারমনটি পৌলের সাধারণ সুসমাচারভিত্তিক সারমনের চেয়ে আলাদা ছিল, সেইভাবেই বিশ্বাসীদের কাছে আমাদের প্রচার সাধারণত অবিশ্বাসীদের কাছে প্রচারের থেকে আলাদা হবে।

সারমনের বিভিন্ন প্রকারভেদ

প্রচারকদের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মতোই সারমনেরও বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। তবে, সারমনগুলিকে বেশ কয়েকটি সাধারণ বিভাগে ভাগ করা যায়। নিচে আলোচনা করা পদ্ধতিগুলির যেকোনোটিকে সুসমাচারভিত্তিক প্রচার বা যাজকীয় প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিষয়ভিত্তিক সারমন (Topical Sermons)

বিষয়ভিত্তিক সারমনের সংজ্ঞা

একটি বিষয়ভিত্তিক সারমন একটি বিষয় বা থিমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই সারমনের উদ্দেশ্য হল একটি প্রাথমিক পয়েন্ট তৈরি করা। সারমনটির রূপরেখা বা আউটলাইন একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যের পরিবর্তে একটি যৌক্তিক উপায়ে তৈরি করা হয়। প্রচারক এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বাইবেলের বিভিন্ন অংশের পাঠ্যগুলি ব্যবহার করে সারমনের পয়েন্টগুলিকে সমর্থন করেন।

বিষয়ভিত্তিক সারমনে সুবিধাসমূহ

একটি বিষয়ভিত্তিক সারমনের জন্য বাইবেলের সমর্থন প্রদানের ক্ষেত্রে, কেউ শাস্ত্রের একটি একক অনুচ্ছেদ থেকে পয়েন্ট তৈরি করার পরিবর্তে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে সেরা পদগুলি ব্যবহার করতে পারে। একটি বিষয়ভিত্তিক সারমনের ক্ষেত্রে কেউ থিমটি এমনভাবে বিকাশ করতে পারে যে যখন একজন ব্যক্তি মন্ডলী শেষ হওয়ার পর চলে যায়, তখন সে খুব স্পষ্টভাবে জ্ঞাত থাকে যে কী বিষয়ে কথা বলা হয়েছিল। বহু দিক থেকেই, একটি বিষয়ভিত্তিক সারমন হল বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ ধরণের সারমন। বিষয়ভিত্তিক সারমনগুলি অন্যান্য ধরণের সারমনের তুলনায় সহজে এবং তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা যায়।

বিষয়ভিত্তিক সারমনের সাথে যুক্ত দুটি সমস্যা

১। **শাস্ত্রের অপব্যবহার।** একটি সারমন তৈরি করা এবং তারপর সেই পয়েন্টগুলো সমর্থন করার জন্য শাস্ত্রের পদ খোঁজা খুবই বিপজ্জনক। একটি পদকে একটি পয়েন্টকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা খুবই ভুল বিষয়, যেখানে সেই পদটি আসলে সেই পয়েন্টটির সাথে প্রাসঙ্গিক নয় বা আপনি এটির অর্থকে যেভাবে দাবি করছেন তা আদৌ সেই অর্থ প্রকাশ করে না।

২। **প্রচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীন হওয়া।** বিষয়ভিত্তিক সারমন প্রচার করার সময়, প্রচারকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটাই প্রচার করতে পছন্দ করেন যে বিষয়টিকে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। এটি সাধারণত বোঝায় যে তাঁরা অন্যান্য শাস্ত্রীয় শিক্ষাগুলি এড়িয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, যখন একজন ব্যক্তি ব্যাখ্যামূলক প্রচার (এটি পরে আলোচনা করা হয়েছে) করেন, তখন শাস্ত্রীয় পাঠ্যটিই বিষয়বস্তু এবং থিম নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

একটি বিষয়ভিত্তিক সারমনের উদাহরণ
শিরোনাম: একাধিক প্রমাণ: পুনরুত্থান বিষয়ক একটি সারমন পাঠ্য: প্রেরিত ১:১-৩ ক। শূন্য কবরের প্রমাণ (মথি ২৮:১-৭; যোহন ২০:১-৯) খ। পুনরুত্থান-পরবর্তী আবির্ভাবের প্রমাণ (মথি ২৮:১৬-২০; লূক ২৪:১৩-৩৫; যোহন ২০:১১-২৯; ১ করিন্থীয় ১৫:৩-৮) গ। পরিবর্তিত জীবনের প্রমাণ (প্রেরিত ৪:১-১৩) * এই সারমনটি রেভারেন্ড জি. আর. ফ্রেঞ্চ (G.R. French)-এর সারমন সংকলন, *How Sweet the Sound, a collection of sermons* থেকে গৃহিত। Gospel Publishing Mission-এর অনুমতি নিয়ে এটি ব্যবহার করা হয়েছে।

পাঠ্যমূলক সারমন (Textual Sermons)

পাঠ্যমূলক সারমনের বৈশিষ্ট্যাবলী

একটি পাঠ্যমূলক সারমন মূলত বাইবেলের কোনো একক পাঠ্য বা অংশভিত্তিক হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি "পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩) – এই পদটির ওপর সারমন প্রচার করতে পারেন। এই শাস্ত্রীয় অংশটির ওপর একটি পাঠ্যমূলক সারমনে, একজন ব্যক্তি "বেতন", "পাপ", এবং "মৃত্যু।" সারমনের থিম এবং মূল পয়েন্টগুলি সাধারণত পাঠ্যটি থেকে আসে। একটি পাঠ্যমূলক সারমনের বৈশিষ্ট্য, শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি একটি বিষয়ভিত্তিক সারমনের মতোই, কারণ প্রচারক এমন অনেক ধারণাই দিতে পারেন যা সেই নির্দিষ্ট পাঠ্যটি থেকে আসে না।

আফ্রিকান এবং আফ্রিকান আমেরিকানরা অন্যান্য প্রকারের চেয়ে পাঠ্যমূলক সারমনই বেশি প্রচার করে থাকে, এবং তারা এটি খুবই কার্যকরভাবে করে। আফ্রিকার শিক্ষার ঐতিহ্যগত রূপগুলির মধ্যে একটি হল প্রবাদ, একটি সংক্ষিপ্ত স্মরণীয় বিবৃতি যা কিছু জ্ঞানের শিক্ষা দেয়। একটি বাইবেলের পাঠ্য একটি সংক্ষিপ্ত স্মরণীয় বিবৃতি যা জ্ঞানের কিছু বিষয়কে শেখায়। পাঠ্যমূলক সারমনগুলি শিক্ষার সেই ঐতিহ্যবাহী রূপের সুবিধা নেয়; এটি পাঠ্যমূলক সারমনকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

একটি পাঠ্যমূলক সারমনের উদাহরণ
শিরোনাম: "যাকে অনেক দেওয়া হয়েছে, তার কাছে দাবিও করা হবে অনেক।" পাঠ্য: লূক ১২:৪৮ ১। আমাদের সম্পদ ("অনেক দেওয়া হয়েছে") ২। আমাদের দায়িত্ব ("অনেক দাবিও করা হবে")

একটি পাঠ্যমূলক সারমনের উদাহরণ
শিরোনাম: ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে জীবনযাপন পাঠ্য: রোমীয় ১২:১খ-২ ১। জগতের অনুরূপ হবেন না। ২। রূপান্তরিত হন। ৩। ঈশ্বরের ইচ্ছা ৪। নিজেদেরকে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করুন।

জীবনীমূলক সারমন (Biographical Sermons)

জীবনীমূলক সারমনের বৈশিষ্ট্যাবলী

একটি জীবনীমূলক সারমন হল বাইবেলের কোনো ব্যক্তির চরিত্রের অধ্যয়ন। সারমনটি সেই ব্যক্তির ভালো বা খারাপ গুণগুলি বর্ণনা করে এবং সেই গুণাবলীর ওপর ভিত্তি করে প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করে।[7]

যেহেতু নীতির চেয়ে মানুষ বেশি আকর্ষণপূর্ণ, তাই সারমনের অন্যান্য প্রকারের চেয়ে জীবনীমূলক সারমন সাধারণত বেশি মনোযোগ ধরে রাখে। বাইবেলে শতাধিক ব্যক্তি আছে যাদেরকে নিয়ে কেউ জীবনীমূলক সারমন প্রচার করতে পারে। তাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই কিছু ইতিবাচক বা নেতিবাচক গুণ প্রতিফলিত করে।

এটি বিশেষত সেইসব সংস্কৃতিতে প্রচারের খুবই কার্যকর প্রকার যেগুলি বিভিন্ন গল্পে অভ্যস্ত। এটি বাইবেলে প্রচারের এবং শিক্ষাদানের একটি খুবই স্বাভাবিক প্রকার।

জীবনীমূলক সারমনের প্রয়োজনীয়তার কারণ

যারা মন্ডলীতে যায় তাদের কাছে বাইবেলের কিছু চরিত্র খুবই পরিচিত। আমরা বাইবেলের সাধারণ শিক্ষার চেয়ে বাইবেলের লোকেদের সাথে আরো সহজে নির্ধারিত হতে পারি। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মানুষের জীবনে নীতিগুলির প্রয়োগ দেখা সহজ। মানুষ মানুষের প্রতি আগ্রহী; তাই, জীবনীমূলক সারমন অন্য ধরণের সারমনগুলির চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে।

জীবনীমূলক সারমন প্রস্তুত করার পদ্ধতি

১। দ্রুত কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা শাস্ত্রীয় অংশগুলি পড়ুন, এবং তাদের গুণাবলী ও ঘাটতি বা ত্রুটিগুলি নিয়ে নোটস তৈরি করুন।

২। তিন থেকে আটটি গুণাবলী নির্বাচন করুন যেগুলি ব্যাখ্যা করা সহজ।

৩। এগুলিকে একটি রূপরেখায় সাজান যেটি অভিন্ন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[7] Alfred P. Gibbs, *The Preacher and His Preaching,* (6th Edition). (Kansas City: Walterick Publishers, n.d.), 283

৪। আপনি যতবার অনুচ্ছেদটি পড়ছেন এবং অধ্যয়ন করছেন, প্রতিবারই কাহিনীর বিশদের ওপর নোটস নিতে থাকুন।

৫। আপনার মূল পয়েন্টগুলি নির্বাচন করা হয়ে গেলে, দুটি বা তিনটি শাস্ত্রাংশ খুঁজে বের করুন যেগুলি এই একই নীতিগুলিকে বর্ণনা করে।

৬। আপনার অধ্যয়ন করা চরিত্রটিতে বিশ্লেষিত নীতিগুলির নির্দিষ্ট প্রয়োগ তৈরি করুন। নিশ্চিত করুন যে প্রয়োগটি পাঠ্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত। ব্যাখা করুন কীভাবে আপনার শ্রোতারা একটি ভালো বাইবেলেভিত্তিক উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে বা একটি খারাপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে পারে।

জীবনীমূলক সারমনে যে বিষয়গুলি এড়িয়ে চলতে হবে

(১) সারমনটিকে একটি রূপকে পরিণত করবেন না।

একটি রূপক (allegory) কাহিনীর বিবরণকে অন্যান্য জিনিসের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে। এই পাঠটি শাস্ত্র থেকে নয় বরং বক্তার কল্পনা থেকে আসে। রূপক ব্যাখ্যার পরিবর্তে শাস্ত্র থেকেই জীবনীমূলক সারমনের প্রয়োগ তৈরি করা উচিত।

দায়ূদ এবং গলিয়াতের কাহিনীতে, আমাদের কখনোই গলিয়াতকে শয়তান হিসেবে, দায়ূদকে যিশু হিসেবে, এবং পাথরটিকে ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে তুলে ধরা উচিত নয়। পরিবর্তে, আমরা কাহিনীটি থেকে ইতিবাচক চারিত্রিক গুণাবলী খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি। দায়ূদ এবং গলিয়াতের কাহিনী সাহস, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, একটি কাজের প্রতি প্রতিজ্ঞা, এবং ঈশ্বরের শক্তিশালী কাজের জন্য দুর্বল জিনিসকে ব্যবহার করার নীতির মতো বিষয়ের শিক্ষা দেবে।

(২) এমন কোনো পয়েন্ট তৈরি করবেন না যেগুলি কাহিনীতে স্পষ্ট নয়।

একটি কাহিনী থেকে তৈরি করা পয়েন্টগুলি স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যিক। যখন শ্রোতারা সেগুলি শোনে, তারা দ্রুত সেই পয়েন্টটি কল্পনা করতে সক্ষম হয়। যত স্বাভাবিকভাবে কাহিনীটি থেকে পয়েন্টগুলি প্রকাশ করা হবে, শ্রোতারা তত সহজে সারমনটি বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে পারবে।

একটি জীবনীমূলক সারমনের উদাহরণ

শিরোনাম*:* তোমার নাম কী?
পাঠ্য: আদিপুস্তক ৩২

বহু সংস্কৃতিতেই, একজন ব্যক্তির নাম তার প্রতি তাঁর বাবা-মায়ের আশাকে প্রকাশ করে। কিন্তু যাকোব নামটি কোনো আশার নাম ছিল না। এটির মানে ছিল "যে গোড়ালি জাপটে ধরে" বা "প্রতারক।" যাকোব তাঁর বড় দাদা এষৌয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগের রাতে ঈশ্বরের সাথে কুস্তি লড়েছিলেন এবং ঈশ্বর *যাকোবকে* "প্রতারক" থেকে *ইস্রায়েল*-এ রূপান্তরিত করেছিলেন যার অর্থ "যে ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ করেছে"। এই কাহিনীতে, আমরা ঈশ্বরের ব্যবহৃত সেই পদ্ধতি দেখি যার সাহায্যে তিনি যাকোবের নাম, চরিত্র, এবং জীবনের দিক পরিবর্তিত করেছিলেন।

(১) ঈশ্বর যাকোবকে যাকোবের প্রকৃতির একটি প্রকাশ দিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ৩২:২৭)।

"তোমার নাম কী?" প্রশ্নটি যাকোবকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল, "আমি একজন প্রতারক।"

(২) ঈশ্বর যাকোবকে ঈশ্বরের নিজের একটি প্রকাশ দিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ৩২:৩০)।

যখন যাকোব নিজের পরিচয় স্বীকার করেছিলেন, তখন ঈশ্বর নিজেকে এবং একটি নতুন উপায়ে তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

(৩) ঈশ্বর যাকোবকে একটি নতুন ভবিষ্যত দিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ৩২:২৮)।

প্রতারক যাকোব হয়ে উঠেছিলেন ইস্রায়েল, এক জাতির পিতা।

* এই সারমনটি রেভারেন্ড জি. আর. ফ্রেঞ্চ (G.R. French)-এর সারমন সংকলন, *How Sweet the Sound, a collection of sermons* থেকে গৃহিত। Gospel Publishing Mission-এর অনুমতি নিয়ে এটি ব্যবহার করা হয়েছে।

জীবনীমূলক সারমনের উদাহরণ সিরিজ

আত্মিক বৃদ্ধির সপ্তাহের জন্য সারমনের একটি সিরিজ:

(১) যিশাইয়, যে ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন

(২) যোনা, যে ব্যক্তিকে ঈশ্বর সামান্য ব্যবহার করেছিলেন

(৩) গেহসি, যে ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব্যবহার করতে পারতেন

(৪) দায়ূদ, যে ব্যক্তিকে ঈশ্বর বহু প্রজন্মের জন্য ব্যবহার করেছিলেন

ব্যাখ্যামূলক সারমন (Expository Sermons)

ব্যাখ্যামূলক সারমনের বর্ণনা

নহিমিয়ের একটি ঘটনায় ব্যাখ্যামূলক প্রচার দেখানো হয়েছে। শহরের প্রাচীর গড়ে তোলার সাত মাস পরে, লোকেরা একটি বিশেষ উৎসবের জন্য একত্রিত হয়েছিল। উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মোশির বিধান পাঠ করা। নহিমিয় এইভাবে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন:

> ...এই লেবীয়েরা সেই দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের বিধানপুস্তকের মানে বুঝিয়ে দিল। লোকেরা যেন বুঝতে পারে সেইজন্য তারা ঈশ্বরের বিধানপুস্তক স্পষ্ট করে পড়ে তার অর্থ বুঝিয়ে দিল (নহিমিয় ৮:৭-৮)।

লেবীয়রা মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল, যাতে লোকেরা পাঠটি বুঝতে পারে। ব্যাখ্যামূলক প্রচারের উদ্দেশ্য হল শাস্ত্রকে সুস্পষ্ট করে তোলা, যাতে কী পড়া হয়েছে তা লোকেরা বুঝতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক প্রচার হল শাস্ত্রীয় অংশের অর্থ ব্যাখ্যা করা এবং যথার্থ প্রয়োগ তৈরি করা। এটি সেই অংশে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্রম অনুযায়ী সেগুলিকে ব্যাখ্যা করে। এটি পাঠ্য থেকে কোনোকিছু বাদ দেয় না, এবং এটিকে কোনোকিছু যোগ করে না। প্রথম শতকের মন্ডলীতে ব্যাখ্যামূলক প্রচার খুবই প্রচলিত ছিল। যখন মন্ডলীগুলি প্রেরিতদের চিঠিগুলি পেত, তাদেরকে আবশ্যিকভাবে সেগুলি জনসমক্ষে পাঠ করতে হত এবং তারপর চিঠিগুলির বিভিন্ন অংশ কী অর্থ প্রকাশ করছে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে হত।

ব্যাখ্যামূলক প্রচার হল প্রচারের সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সহজ প্রকার।

ব্যাখ্যামূলক প্রচারের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যামূলক প্রচার রয়েছে। আমরা ব্যাখ্যামূলক প্রচারকে তিনটি ভাগে ভাগ করব।

(১) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা (Brief Exposition)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা (exposition), প্রচারক শাস্ত্রের একটি সমগ্র অধ্যায়ের বা দীর্ঘ অংশের প্রতিটি পদের ওপর কিছু মন্তব্য তৈরি করেন। এটি সাধারণত একটি অংশ পাঠ করা এবং তারপর এটি সম্পর্কে কিছু মতামত প্রকাশ করা। এই পদ্ধতিটিতে, প্রচারক কেবল অংশটির মূল পয়েন্টগুলিকেই নির্দেশ করেন।

পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলিতে, আফ্রিকান আমেরিকানরা প্রচারের এই ধরণটিকে খুবই কার্যকরভাবে ব্যবহার করত। সেইসময়ে, বহু প্রচারকই খুব একটা শিক্ষিত ছিলেন না, তাই তারা প্রচার করার সময়ে তাদের পাশে কাউকে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। প্রচারক পাঠককে একটি পদ বা একটি পদের কোনো অংশ পড়তে বলতেন। তারপর প্রচারক সেই পদ থেকে ব্যাখ্যা করতেন এবং প্রয়োগ তৈরি করতেন। তিনি তারপর বলতেন, "পড়ো", এবং সেই পাঠক আরেকটি অংশ পড়তে শুরু করত। সমগ্র সারমন জুড়ে প্রচারক এবং পাঠক পারস্পরিক সহযোগিতা চালিয়ে যেতেন। প্রচারের এই ধরণটি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে যারা পড়তে পারতেন তারাও প্রচারের এই শৈলীটি অব্যাহত রেখেছিলেন।

আপনি প্রচারের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শৈলীটি মাঝে মাঝেই খুব কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন, বিশেষ করে গীতসংহিতা ৭৩-এর মতো অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে। এই অংশে, আসফ (Asaph) তার সন্দেহের বিষয় নিয়ে গল্প বলছেন। তিনি ঈশ্বরের

ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যিনি ধার্মিকদের কষ্টের সময়ে দুষ্টদের উন্নতি করার অনুমতি দেন। আসফ সন্দেহ দিয়ে শুরু করেছেন, কিন্তু অধ্যায়ের মাঝখানে, তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেছেন। অধ্যায়টি বিশ্বাসের একটি মহান স্বীকারোক্তি দিয়ে শেষ হয়েছে: "কিন্তু ঈশ্বরের কাছে থাকা আমার জন্য ভালো। সার্বভৌম সদাপ্রভুকে আমি আমার আশ্রয় করেছি; আমি তোমার সমস্ত কাজের প্রচার করব" (গীত ৭৩:২৮)।

এই অধ্যায় থেকে প্রচারের ক্ষেত্রে কারোর কোনো অভিনব রূপরেখার প্রয়োজন নেই। "পড়া এবং মন্তব্য করা" কৌশলটি খুব ভালো কাজ করে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পদ্ধতিটি রোমীয় ১৪ অধ্যায়ে দুর্বল এবং সবলদের দায়িত্বগুলি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে।

(২) পুঙ্খানুপুঙ্খ বা ধারাবাহিক ব্যাখ্যা (Thorough Exposition)

পুঙ্খানুপুঙ্খ বা ধারাবাহিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, প্রচারক একটি পাঠ্যের প্রায় প্রতিটি শব্দ, তত্ত্ব, এবং মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। যেহেতু বাইবেলের প্রতিটি অধ্যায় একাধিক সত্যে পরিপূর্ণ, তাই এই ধরণের বর্ণনা খুবই বিশদ হয়। এইরকম পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে একটি অংশকে প্রচার করার জন্য ভালো বর্ণনামূলক দক্ষতা এবং সহায়ক জিনিস প্রয়োজন।

২ করিন্থীয় ৩:১৮-তে পৌলের বিবৃতিটি নিয়ে চিন্তা করুন।

> আর আমরা সকলে, যারা অনাবৃত মুখমণ্ডলে প্রভুর মহিমা দর্পণের মতো প্রতিফলিত করছি, আমরা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মহিমায় রূপান্তরিত হচ্ছি, যে মহিমা প্রভু, যিনি আত্মা, তাঁর কাছ থেকে আসে।

এই অংশে, এখানে একাধিক সত্য আছে যা আমরা সচেতন বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। পুরাতন নিয়ম থেকে *"মহিমা"*-র ইতিহাস এবং তাত্ত্বিক ব্যাখা জানা, বিশেষত সেই ঘটনায় যখন মোশিকে সীনয় পর্বতে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার সময় তাঁর মুখ ঢেকে ফেলতে হয়েছিল, আমাদেরকে পৌলের বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করে। *"মহিমা"*, *"রূপান্তরিত"*, এবং *"প্রতিমূর্তি"* – এই জাতীয় মূল শব্দগুলি নিয়ে শব্দমূলক অধ্যয়ন মহান সত্যকে তুলে ধরবে। যদি আপনি যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করেন, আপনি একটি একক সারমনে যা প্রচার করতে পারেন তার চেয়ে বেশি এই একটি পদে থাকবে।

(৩) বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা (Thematic Exposition)

বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যায়, প্রচারক একটি অনুচ্ছেদের মতো শাস্ত্রের একটি ছোটো অংশকে নির্বাচন করেন এবং সেই অংশের মূল বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করেন। এটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশি বিশদকে নির্দেশ করে কিন্তু অংশটির প্রতিটি শব্দ বা ভাবনাকে বর্ণনা করে না। এই ধরণের বর্ণনায়, সারমন মূলত অংশটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যে বিশদগুলি বিষয়টিকে সমর্থন করে সেগুলি ব্যবহৃত হয়। যে বিশদগুলি সেই বিষয়টিতে কোনো অবদান রাখে না সেগুলি বাদ দেওয়া হয় বা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়।

তিনটি বা চারটি পদের একটি সারমনে, প্রতিটি সম্ভাব্য মতামতের ওপর কাজ করা কঠিন, কিন্তু আপনি মূল মতামতগুলি বর্ণনা এবং প্রয়োগ করতে পারেন। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা প্রচারের সবচেয়ে স্বাভাবিক রূপ। এটি একজন ব্যক্তিকে একটি সারমনকে নিবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে, আবার সেইসাথে অংশটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলিকে তাদের ধারাবাহিক ক্রম অনুযায়ী বর্ণনা করতেও সাহায্য করে।

একটি ব্যাখ্যামূলক সারমনের উদাহরণ

শিরোনাম: ইপাফ্রদীত, এক সাধারণ খ্রিষ্টবিশ্বাসী
পাঠ্য: ফিলিপীয় ২:২৫-৩০

ইফাফ্রদীত (Epaphroditus) একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন যাকে ফিলিপীয় মন্ডলী থেকে পৌলকে সাহায্য করার জন্য পাঠানো হয়েছিল যখন তিনি রোমে গৃহবন্দী ছিলেন। পৌল অবশেষে ফিলিপীয়দের কাছে চিঠি দিয়ে তাঁকে ফিলিপীতে ফেরত পাঠান। সেই চিঠিতে তিনি ইফাফ্রদীতের কাজের বর্ণনা দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখেছিলেন।

- খ্রিষ্টীয় জীবনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব অন্তর্ভুক্ত: "আমার ভাই।"
- খ্রিষ্টীয় জীবনের মধ্যে কাজ অন্তর্ভুক্ত: "সহকর্মী।"
- খ্রিষ্টীয় জীবনের মধ্যে যুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত: "সংগ্রামী-সঙ্গী।"
- খ্রিষ্টীয় জীবনের মধ্যে অন্যদের পরিচর্যা করা অন্তর্ভুক্ত: "তোমাদের সংবাদবাহক।"
- খ্রিষ্টীয় জীবনের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত: "তিনি অসুস্থ ছিলেন।"
- খ্রিষ্টীয় জীবনের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান অন্তর্ভুক্ত: "তাঁর মতো লোকদের সমাদর কোরো।"
- খ্রিষ্টীয় জীবনের মধ্যে ত্যাগ অন্তর্ভুক্ত: "তিনি মরণাপন্ন হয়েছিলেন... তাঁর জীবন বিপন্ন করেছিলেন"

একটি ব্যাখ্যামূলক সারমনের উদাহরণ

শিরোনাম: যখন ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন না
পাঠ্য: ২ করিন্থীয় ১.৩-১০

এটি একটি সমস্যা যা নিয়ে লোকেরা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। তারা জানতে চায় যে কেন ঈশ্বর সবসময়ে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেন না। এই অংশটি অনুযায়ী, ঈশ্বর অন্তত তিনটি ভিন্ন কারণের জন্য আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন না:

১। আমাদেরকে পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত করতে

> ২ করিন্থীয় ১:৪, "যিনি আমাদের সকল কষ্টের জন্য সান্ত্বনা প্রদান করেন, যেন আমরা স্বয়ং যে সান্ত্বনা ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছি, যারা যে কোনো কষ্টভোগ করছে, তাদের সেই সান্ত্বনা দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করতে পারি।"

২। তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য

> ২ করিন্থীয় ১:৫-৬, "তোমাদের সান্ত্বনা" কথাটি লক্ষ্য করুন

৩। ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করার জন্য

> ২ করিন্থীয় ১:৯, "যেন আমরা নিজের উপরে নির্ভর না করে ঈশ্বরের উপরে করি, যিনি মৃতদের উত্থাপিত করেন।"

ধারাবাহিক ব্যাখ্যামূলক প্রচার (Serial Expository Preaching)

একজন প্রচারক একই সময়ে একটি বই বা শাস্ত্রের অংশ থেকে একটি পদ বা অনুচ্ছেদের ওপর সারমনের একটি সিরিজ প্রচার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, মার্কের সুসমাচারের ওপর সিরিজের প্রথম সারমনটি ১ অধ্যায়ের ১ পদ থেকে শুরু হতে পারে এবং বইটির ভুমিকাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। পরবর্তী সারমনটি ১:২-৫ থেকে আসতে পারে এবং তারপরেরটি ১:৬-১১ থেকে আসবে। প্রচারক তারপর এক একবারে বইটির এক একটি অনুচ্ছেদ থেকে সারমন তৈরি করবেন।

এটি হল এক প্রকার পালকীয় প্রচার যা এই কোর্সের লেখক তার বেশিরভাগ যাজকীয় পরিচর্যা কাজের সময় করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি একটি মন্ডলীতে একজন সিনিয়র পাস্টার হিসেবে যুক্ত ছিলেন, তিনি নিচের বইগুলি থেকে প্রচার করতেন।

- ১৫টি সারমনে যাকোবের পুস্তক
- ২৫টি সারমনে ১ এবং ২ থিষলনীকীয়
- ৬২টি সারমনে গালাতীয়
- ৩২টি সারমনে ফিলিপীয়
- ১০২টি সারমনে মার্কের সুসমাচার

ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা

(১) ব্যাখ্যামূলক প্রচার আপনাকে বাইবেলের সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে সাহায্য করে।

ব্যাখ্যামূলক প্রচার সবচেয়ে স্বাভাবিকভাবে পাঠ্যটির মধ্যে থেকে মূল পয়েন্টগুলিকে বেছে নেয়। এটি অংশটিকে সহজ এবং সরলভাবে প্রকাশিত হতে সাহায্য করে। যিশু বলেছেন, "তোমরা সত্যকে জানবে আর সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে" (যোহন ৮:৩২)। বাইবেলের সত্যকে তুলে ধরার অন্যতম সহজ উপায় হল একবারে একটি পদ নির্বাচন করা এবং সেটি কী বলছে তা বর্ণনা করা।

(২) ব্যাখ্যামূলক প্রচার আপনাকে শাস্ত্র যে বিষয়ের ওপর জোর দেয় সেটিতে জোর দিতে সাহায্য করে।

যদি রোমীয় পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার করার সময়, পৌল কেবল একবার একটি নির্দিষ্ট মতবাদ উল্লেখ করেন, তাহলে আপনি কেবল একবারই এটি প্রচার করবেন। কিন্তু, যদি তিনি একটি মতবাদটি ১০বার উল্লেখ করেন, তাহলে আপনার কাছেও এটি ১০ বার উল্লেখ করার সুযোগ রয়েছে। আপনি যখন মার্কের সুসমাচারের মাধ্যমে প্রচার করেন, যিশু যতবার প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেছেন, আপনিও ততবার প্রার্থনা সম্পর্কে প্রচার করতে পারেন। যিশু যতবার লোকেদের অনুতাপ করতে উৎসাহিত করেছেন, আপনিও ততবার লোকেদের অনুতাপ করতে উৎসাহিত করতে পারেন।

(৩) ব্যাখ্যামূলক প্রচার আপনাকে সতেজ এবং আরোও সৃজনশীল হতে সাহায্য করে।

একজন প্রচারকের কাছে সবসময় একই বিষয়বস্তু প্রচার করার অভ্যাস করা সহজ। তবে, যখন কেউ বাইবেলের অংশগুলির মাধ্যমে প্রচার করে, তখন তাকে আবশ্যিকভাবেই নতুন উপাদান তৈরি করতে হয়। নতুন উপাদান তৈরির প্রক্রিয়া একজনকে শিখতে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে। এটি তাকে সতেজতা এবং উৎসাহের সাথে পুলপীঠে দাঁড়াতে সক্ষম করবে।

(৪) ব্যাখ্যামূলক প্রচার আপনাকে আপনার লোকেদের বিভিন্ন আত্মিক আহার প্রদান করতে সাহায্য করে।

যদি প্রচারকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত আগ্রহের দ্বারাই তাঁদের প্রচারের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন, তাহলে তাঁরা বেশিরভাগ সময়েই একই বিষয়ের ওপর বারংবার প্রচার করবেন। তবে, যদি তাঁরা বাইবেলের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রচার করেন, তাহলে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষা দিতে পারবেন, এবং সেটি তাঁদের লোকেদের আরো সুষম আত্মিক আহার প্রদান করবে। এটি প্রচারকদের সেই সমস্ত বিষয়ের ওপরেই প্রচার করতে বাধ্য করে যেগুলি নিয়ে কথা বলতে তাঁরা সাধারণত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। এটি তাঁদের ক্রমাগত শিখতে সাহায্য করবে এবং তাঁদের নিজস্ব আত্মিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে।

(৫) ব্যাখ্যামূলক প্রচার মূলত কী প্রচার করতে হবে তা জানার সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।

কার্যত প্রত্যেক প্রচারকই শনিবার রাতে মন্ডলীতে আসেন এবং ভাবেন পরেরদিন তিনি কী প্রচার করবেন। যখন পাস্টাররা বাইবেলের কোনো একটি বিভাগ থেকে প্রচার করেন, তখন যে তাঁরা কেবল পরের রবিবার কী প্রচার করবেন তা জ্ঞাত থাকেন তা নয়, বরং ভবিষ্যতের অনেকগুলি রবিবারের প্রচারের বিষয় নিয়েই জ্ঞাত থাকেন। এটি মিউজিশিয়ান এবং অন্যান্যরা যারা মন্ডলীর সভায় অংশগ্রহণ করেন তাদের জন্য একটি সুবিধা, কারণ পাস্টার কী প্রচার করতে চলেছেন তার ওপর ভিত্তি করে তারাও তাদের দিক থেকে সহযোগিতা করতে পারে।

(৬) ব্যাখ্যামূলক প্রচার আপনাকে কঠিন বিষয়গুলিকে স্বাভাবিকভাবে সামলাতে সাহায্য করে।

যদি পাস্টাররা জানতে পারেন যে তাঁদের মন্ডলীতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সমস্যা হয়েছে, তাঁরা সভায় নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে প্রচার করতে প্রলুব্ধ হন। এটির ফলে পরিচর্যাকারী মন্ডলীর সম্মান হারাবেন। বহু লোকেরই মন্ডলী ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ হল তারা বুঝতে পেরেছিল যে পরিচর্যাকারী তাদের কোনো কাজের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তবে, যখন পরিচর্যাকারী এমন কোনো বিষয় নিয়ে প্রচার করেন যেটি শাস্ত্রের ক্রমানুযায়ী পরবর্তী হিসেবে আসে, তখন লোকেরা তাকে কোনোভাবেই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রচার করার জন্য অভিযুক্ত করে না। ব্যাখ্যামূলক প্রচার আপনাকে কঠিন বা সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে এমনভাবে সামলাতে সাহায্য করে যা স্বাভাবিক এবং কোনোভাবেই আপত্তিজনক নয়।

একজন পাস্টার এটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কীভাবে ঈশ্বর সার্বভৌমভাবে তাঁর জন্য সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রচার করার জন্য কাজ করেছেন, কাকতালীয়ভাবে সেই বিষয়টি তিনি যে নির্দিষ্ট বইটি পড়েছিলেন, সেটির পরবর্তী অংশেই ছিল। ঈশ্বর জানেন কাদের আমরা পরিচর্যা করব, এবং তিনি জানেন কখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট সারমন প্রচার করতে চলেছি। তিনি সর্বদা এই জিনিসগুলিকে এমনভাবে একত্রিত করেন যা কেবল ঈশ্বরের কাজ হিসেবেই বোঝা যায়।

(৭) ব্যাখ্যামূলক প্রচার আপনাকে মহান কর্তৃত্বের সাথে প্রচার করতে সাহায্য করে।

যখন আমরা নিয়মিত বাইবেল থেকে প্রচার করি, এটি আমাদেরকে কর্তৃত্বের একটি মাত্রা প্রদান করেন যা আমাদের বিষয়ভিত্তিক সারমন প্রচার করার সময়ে থাকে না। যখন কোনো সারমনের সমস্ত পয়েন্ট এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যা শ্রোতা সহজে বুঝতে পারেন, তখন সেই শ্রোতাকে বোঝানো সহজ হয় যে এই সারমনটি ঈশ্বরের কাছ এসেছে, কোনো মানুষের কাছ থেকে নয়। যখন আপনি ব্যাখ্যামূলক প্রচার করছেন, তখন বলা সহজ, “এটি ঈশ্বর বলেন”।

(৮) ব্যাখ্যামূলক প্রচার আপনার সময় এবং সহায়ক উপাদানের সর্বোৎকৃষ্ট সুবিধা গ্রহণ করে।

যখন আপনি কোনো একটি বই থেকে প্রচার করছেন, তখন সমস্ত পটভূমির তথ্য সেই বইটির সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আপনি সেগুলির সর্বাধিক সুবিধা পর্যন্ত বিভিন্ন কমেন্টারি বা টীকা ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি সুসমাচার পুস্তকগুলির মতো কোনো বড় বই থেকে প্রচার করেন, তাহলে একই সহায়ক সংস্থান সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ব্যবহার করতে পারা সময় এবং সংস্থান দুইই সাশ্রয় করবে।

প্রচারের ক্যালেন্ডার (Preaching Calendar)

প্রত্যেক প্রচারকেরই একটি নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে যেটিতে তিনি সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ্য। সেইসাথে, প্রত্যেক প্রচারক এমন কিছু বিষয় খুঁজে নেন যেগুলি অন্যগুলির তুলনায় প্রচার করা সহজ। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করে কেবল কয়েকটি বিষয়ে বারবার প্রচার করার রুটিনে পড়া এড়ানোর একটি উপায় হল সারা বছরের জন্য একটি ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা।

এখানে একটি ক্যালেন্ডারের নমুনা দেওয়া হল যেটি একজন পাস্টারকে খ্রিষ্টীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে গাইড করে। বাইবেলের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রচারের মাধ্যমে, এটি বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেয় যে "**সমস্ত শাস্ত্রলিপি** ঈশ্বর-নিশ্বসিত এবং শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী…" (২ তিমথি ৩:১৬)।

প্রচারের ক্যালেন্ডারের একটি নমুনা
জানুয়ারি অবিশ্বাসীদের জন্য সুসমাচারগুলির ওপর মনোনিবেশ করুন। সুসমাচার প্রচার এবং উদ্দেশ্যর জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান। সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বের উপর Shepherds Global Classroom-এর কোর্সটি আপনাকে এই সারমনগুলি প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে। **ফেব্রুয়ারি** গীতসংহিতা থেকে প্রচার করুন। ঈশ্বরের গুণাবলীর উপর মনোযোগ দিন। প্রার্থনা এবং আরাধনার জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস এবং খ্রিষ্টীয় আরাধনার ওপর Shepherds Global Classroom-এর দুটি কোর্স আপনাকে এই সারমনগুলি প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে। **মার্চ–এপ্রিল** কোনো একটি সুসমাচার থেকে প্রচার করুন। যিশুর জীবন এবং শিক্ষাদানের ওপর মনোনিবেশ করুন।

প্রার্থনা, উপবাস, এবং অনুতাপের জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান।

ক্রুশারোপণ এবং ইস্টারে পুনরুত্থান দিয়ে শেষ করুন।

আত্মিক গঠন এবং যিশুর জীবন ও পরিচর্যা কাজের উপর Shepherds Global Classroom-এর দু'টি কোর্স আপনাকে এই সারমনগুলি প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে।

মে-জুন

প্রেরিত পুস্তক বা কোনো যাজকীয় পত্র থেকে প্রচার করুন (তিমথি বা তীত)।

পঞ্চাশত্তমী এবং পবিত্র আত্মার ওপর মনোযোগ দিন।

স্থানীয় মন্ডলীতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান।

মন্ডলী সংক্রান্ত Shepherds Global Classroom-এর কোর্সটি আপনাকে এই সারমনগুলি প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে।

জুলাই-অগাস্ট

পঞ্চপুস্তক (পেন্টাটিউক) বা বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বইয়ের কোনো একটি থেকে প্রচার করুন (আদিপুস্তক-দ্বিতীয় বিবরণ)।

পুরাতন নিয়মে যিশুর বিষয়ে প্রতিজ্ঞাগুলি দেখার জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান।

বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যা এবং পুরাতন নিয়মের উপর Shepherds Global Classroom-এর দুটি কোর্স আপনাকে এই সারমনগুলি প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে।

সেপ্টেম্বর-নভেম্বর

পৌল, যোহন, পিতর, বা যাকোবের পত্রগুলি থেকে প্রচার করুন।

ঈশ্বরের সাথে দৃঢ়ভাবে পথ চলার জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান।

বাস্তবিক খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন এবং পবিত্র জীবনের উপর Shepherds Global Classroom-এর দুটি কোর্স আপনাকে এই সারমনগুলি প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে।

ডিসেম্বর

অ্যাডভেন্ট বা খ্রিষ্টের আবির্ভাব (বড়দিনের আগের চারটি সপ্তাহ) হল যিশুর প্রথম আগমন (একটি শিশু হিসেবে) এবং ভবিষ্যতে তাঁর ফিরে আসা উভয়ের জন্য প্রস্তুতির একটি মরশুম।

যিশুর প্রথম আগমন নিয়ে পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলির ওপর প্রচার করুন (যিশাইয় বা মীখা)।

যিশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান (থিষলনীকীয় বা প্রকাশিত বাক্য)।

যিশু খ্রিষ্টের জন্ম এবং প্রতিমূর্তিতে আনন্দ করে বছরটি শেষ করুন।

অন্তিম সময় (Eschatology) সংক্রান্ত Shepherds Global Classroom-এর কোর্সটি আপনাকে এই সারমনগুলি প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে।

উপসংহার

ঈশ্বর প্রচারের সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন এবং করেন। যখন আপনি প্রচার করেন, তখন আপনার প্রচারের এমন পদ্ধতি নির্বাচন করা উচিত যা অনুষ্ঠান, শ্রোতা, বার্তা এবং আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত শৈলীর সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত। আপনার ব্যক্তিত্ব এবং দর্শকদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ধরণ খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনার প্রচারের বিভিন্ন শৈলী চেষ্টা করা উচিত। মনে রাখবেন যে একজন প্রচারকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঈশ্বরের বাক্যকে সঠিকভাবে সংযোগ করা এবং শ্রোতাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হতে অনুপ্রাণিত করা।

৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) প্রতিটি প্রকারের মধ্যে পার্থক্যগুলি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য, প্রতিটি ধরণের সারমনের জন্য একটি লিখিত রূপরেখা প্রস্তুত করুন।

- একটি বিষয়ভিত্তিক সারমন
- একটি পাঠ্যমূলক সারমন
- একটি জীবনীমূলক সারমন
- একটি ব্যাখ্যামূলক সারমন

(৩) ২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট থেকে আপনার প্রস্তুত করা সারমনগুলির মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিন। এটিকে ক্লাসের সামনে একটি ৮-১০ মিনিটের সারমন হিসেবে উপস্থাপন করুন। ক্লাসের প্রত্যেক সদস্য এই কোর্স গাইডের পিছনে দেওয়া একটি মূল্যায়ন ফর্ম পূরণ করবে। আপনার সহপাঠীদের মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার মাধ্যমে, আপনি সক্রিয়ভাবে আপনার সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৩ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) শিক্ষাদান এবং প্রচার কীভাবে আলাদা?

(২) সুসমাচারভিত্তিক প্রচারের উদ্দেশ্য কী?

(৩) যাজকীয় / পাস্টোরাল প্রচারের উদ্দেশ্য কী?

(৪) বিষয়ভিত্তিক সারমনের সঙ্গে জড়িত দু'টি সমস্যার উল্লেখ করুন।

(৫) একটি পাঠ্যমূলক সারমনের ভিত্তি কী?

(৬) একটি জীবনীমূলক সারমন কী?

(৭) ব্যাখ্যামূলক প্রচারের উদ্দেশ্য কী?

পাঠ ৪
প্রচারের পদ্ধতিসমূহ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) সারমন প্রস্তুত করার ধাপগুলি শিখবে এবং অনুশীলন করবে।

(২) একটি সারমনের রূপরেখা তৈরি করার পদ্ধতি শিখবে এবং অনুশীলন করবে।

(৩) একটি সারমনের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টান্ত খোঁজার পদ্ধতি শিখবে এবং অনুশীলন করবে।

(৪) সারমনের ভালোভাবে রেকর্ড রাখতে শিখবে।

ভূমিকা

১ নং পাঠে আমরা দেখেছিলাম যে ঈশ্বর একজন সংযোগকারী এবং ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানব সংযোগকে ব্যবহার করেন। ৩ নং পাঠে আমরা দেখেছিলাম যে যারা বিশ্বাস করে তাদের বাঁচানোর জন্য আমরা যা প্রচার করি তার মূর্খতাকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন (১ করিন্থীয় ১:২১)। প্রেরিত পুস্তকে, আমরা দেখি যে ঈশ্বর সুসমাচারকে জগতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পিতর, স্তিফান, এবং পৌলের মত লোকেদের প্রচারের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন।

প্রচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যারা প্রচারের জন্য আহুত তারা যতটা সম্ভব কার্যকারিতাসহ প্রচার করার জন্য দায়বদ্ধ। যেহেতু প্রচারের শক্তি চূড়ান্তভাবে পবিত্র আত্মার অভিষেকের মাধ্যমে আসে, তাই আমাদেরকে আবশ্যিকভাবে আমাদের ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। একজন প্রচারকের লক্ষ্য হওয়া উচিত "এমন কার্যকারী হও [হওয়া], যার লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করতে জানে" (২ তিমথি ২:১৫)।

প্রচার করা হল একটি দক্ষতা যার বিকাশ ঘটানো যেতে পারে। অন্যান্য দক্ষতার মতো, প্রচারের ক্ষেত্রেও কিছু নির্দিষ্ট জিনিস এবং পদ্ধতি দরকার। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা বিভিন্ন সারমন প্রস্তুত করার, উপস্থাপন করার, এবং সংরক্ষণ করে রাখার পদ্ধতিগুলি অধ্যয়ন করব। আমাদের অধ্যবসায় পবিত্র আত্মার শক্তিকে প্রতিস্থাপন করে না। তবে, এটি আমাদেরকে তাঁর দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে।

সারমনের জন্য প্রথম প্রস্তুতি

নোট নেওয়া

যখন আপনি জানেন যে আপনি কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ বা বিষয়ের উপর প্রচার করবেন, তখন আপনার মনে আসা যেকোনো ধারণা লিখতে শুরু করুন, যেমন প্রশ্ন, সম্পর্কিত শাস্ত্র, পর্যবেক্ষণ, উদ্ধৃতি, প্রয়োগ, উদাহরণ, গল্প বা অন্য কিছু যা আপনার মনে আসে। এই ধারণাগুলিকে সংগঠিত করার কোনো চেষ্টা ছাড়াই, আপনি যেমনভাবে ভেবেছেন সেভাবেই

সেগুলিকে লিখুন। আপনি আপনার ধারণাগুলি পরে সংগঠিত করবেন, তবে আপাতত ধারণাগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং সম্পূর্ণরূপে লিখুন।

থিমটি লিখুন

থিম বা বিষয়বস্তু হল একটি এক-বাক্যের সংক্ষিপ্তসার যা আপনি সারমনটিতে বলতে চান। থিমটি আপনাকে সারমনটি দিয়ে আপনি কী করতে চান তার উপর দৃষ্টিপাত করতে সাহায্য করে। আপনার যদি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকে তবে আপনি খুব বেশি অর্জন করতে পারবেন না।

বিভিন্ন ধরণের সম্ভাব্য থিমগুলি লিখে রাখুন। যতক্ষণ না আপনার সারমনের জন্য উপযুক্তটি পাচ্ছেন ততক্ষণ লিখতে থাকুন।

► দক্ষতাটির অনুশীলন করতে থাকুন। উল্লিখিত শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন: গালাতীয় ৫:১৬-২৬, ফিলিপীয় ২:১-১১, এবং প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২২। প্রতিটি শাস্ত্রাংশের জন্য, একটি একবাক্যের থিম লিখুন যেটি বিষয়টির ওপর তৈরি করা একটি সারমনের জন্য উপযুক্ত।

একবার আপনি থিমের উপর সিদ্ধান্ত নিলে, *সারমনের* অন্য সবকিছু অবশ্যই সেই থিমের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। প্রতিটি পয়েন্ট এবং সাব-পয়েন্ট, প্রতিটি *চিত্র,* এবং *প্রয়োগের* প্রতিটি পয়েন্ট অবশ্যই থিমের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত *হতে হবে*। আপনি যখন *সারমন* প্রস্তুত করছেন, আপনাকে থিমটি সংশোধন করতে হতে পারে যাতে এটি আপনার উপাদানের জোরকে আরও *ভালোভাবে* প্রকাশ করে।

থিমটি গোটা সারমনে বহুবার পুনরাবৃত্ত হতে পারে। প্রতিটি প্রধান পয়েন্টের শেষে এবং কখনো কখনো পয়েন্টগুলির মাঝখানে, আপনি থিমটি উল্লেখ করতে পারেন। যদি আপনি সারমনটি যথার্থভাবে তৈরি করে থাকেন, তাহলে থিমটি সারমনের প্রতিটি বিভাগকে সংযুক্ত করবে।

থিমটি ব্যবহার করুন

আউটলাইন বা রূপরেখা পয়েন্টগুলি লেখা দিয়ে শুরু করুন। আউটলাইন পয়েন্টগুলির থিমটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করা উচিত। প্রতিটি ভালো আউটলাইনের দুই থেকে পাঁচটি পয়েন্ট থাকবে, সুতরাং সেই সমস্ত পয়েন্টগুলি লিখতে শুরু করুন যা আপনার আউটলাইনের পয়েন্ট হয়ে উঠতে পারে।

আপাতত আপনি হয়ত বেশ কয়েক পাতা তথ্য লিখে ফেলেছেন। এই তথ্য চূড়ান্ত সারমনটিতে যেতেও পারে বা নাও যেতে পারে, তবে নোটগুলি আপনার সারমনটি প্রস্তুত করার সময় আপনার সৃজনশীলতাকে উদ্দীপিত করবে।

সারমনের জন্য একটি সহজ আউটলাইন লিখুন

আউটলাইনটিকে অবশ্যই থিম নির্ভর হতে হবে।

আউটলাইনের প্রতিটি পয়েন্ট এবং সাব-পয়েন্টকে অবশ্যই আপনার সারমনের জন্য বেছে নেওয়া থিমের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। এটি এটি মন্ডলীর মনকে আপনি যে প্রাথমিক বার্তাটি জানাতে চান তার ওপর মনঃসংযোগ করতে সাহায্য করে।

গীত ১৪৬ পড়ুন এবং তারপর "ঈশ্বরের প্রশংসা হোক" শিরোনামের একটি সারমনের জন্য এই আউটলাইনটি অধ্যয়ন করুন। এই ব্যাখ্যামূলক সারমনটির থিম হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা করা।

লক্ষ্য করুন যে চারটি মূল পয়েন্ট ঈশ্বরের প্রশংসা হোক থিমটির সাথে সংযুক্ত। যদি আপনি ঈশ্বরের প্রশংসা করার বিষয়ে প্রচার করছেন, সেক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের গুরুত্ব সংক্রান্ত কোনো পয়েন্টের উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে। আউটলাইনের প্রতিটি পয়েন্ট সারমনের থিমের ওপর ভিত্তি করেই হতে হবে।

একটি ব্যাখ্যামূলক সারমনের আউটলাইনের উদাহরণ

শিরোনাম: ঈশ্বরের প্রশংসা করো
পাঠ্য: গীত ১৪৬

ক। আমরা ঈশ্বরের পরিচয়ের জন্য তাঁর প্রশংসা করি (১৪৬:১-৫)।

১। তিনি [হলেনযিহোবা [(১৪৬:২ক)।
২। তিনি [হলেন] এলোহিম (১৪৬:২খ)।
৩। তিনি [হলেন] যাকোবের ঈশ্বর (১৪৬:৫)।

খ। ঈশ্বর যা করেছেন তার জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি (১৪৬:৬ক)।

১। ঈশ্বর স্বর্গ নির্মাণ করেছেন।
২। ঈশ্বর পৃথিবী নির্মাণ করেছেন।
৩। ঈশ্বর সমুদ্র নির্মাণ করেছেন।
৪। ঈশ্বর সবকিছু নির্মাণ করেছেন।

গ। ঈশ্বর যা করে চলেছেন তার জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি (১৪৬:৬খ-৯)।

১। তিনি সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন (১৪৬:৬খ)।
২। তিনি অত্যাচারিতদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন (১৪৬:৭ক)।
৩। তিনি ক্ষুধার্তদের খাবার জোগান দেন (১৪৬:৭খ)।
৪। তিনি বন্দিদের মুক্ত করেন (১৪৬:৭গ)।
৫। তিনি শারীরিক সুস্থতা দেন (১৪৬:৮ক)।
৬। তিনি আশাহীনদের অনুপ্রাণিত করেন (১৪৬:৮খ)।
৭। তিনি ধার্মিকদের ভালোবাসেন (১৪৬:৮গ)।
৮। তিনি দুঃস্থদের সাহায্য করেন (১৪৬:৯ক)।
৯। তিনি দুষ্টদের সংকল্প ব্যর্থ করেন (১৪৬:৯)।

ঘ। ঈশ্বর যা করবেন তার জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি (১৪৬:১০)।

১। ঈশ্বর কী করবেন? "সদাপ্রভু চিরকাল রাজত্ব করেন..."
২। আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত? "ঈশ্বরের প্রশংসা করো।"

আউটলাইনটির অবশ্যই সমান্তরাল ভাবনা থাকতে হবে।

প্রচারকদের একটি সাধারণত ভুল হল এমন আউটলাইন বা রূপরেখা তৈরি করা যেগুলি সমান্তরাল নয়। এটি শ্রোতাদের ক্ষেত্রে সারমনটির ভাবনাটি অনুসরণ করা অনেক বেশি কঠিন করে তোলে। ইব্রীয় ৮ অধ্যায়ের ভিত্তিতে তৈরি করা "যিশু খ্রিষ্ট: একজন সহানুভূতিশীল মহাযাজক" শিরোনামের এই সারমন আউটলাইনটি দেখুন।

একটি আউটলাইনের উদাহরণ যেটি সমান্তরাল নয়

শিরোনাম: যিশু খ্রিষ্ট: একজন সহানুভূতিশীল মহাযাজক
পাঠ্য: ইব্রীয় ৮

ক। ইজরায়েলের আরাধনায় যাজকত্ব

১। ইজরায়েলে তিন অভিষিক্ত প্রধান

(ক) রাজা
(খ) ভাববাদী
(গ) পুরোহিত

২। ইজরায়েলে আরাধনার জন্য পুরোহিতে মন্ত্রণালয়

খ। যিশু – একজন যথার্থ মহাযাজক

১। যিশু: একজন ঈশ্বর-নির্মিত মহাযাজক
২। যিশু: এক যথার্থ বলিদান
৩। যিশু সরাসরি স্বর্গে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে গিয়েছিলেন, যা এক অনন্ত বাসগৃহ।

গ। যিশু – যথার্থ মধ্যস্থতাকারী

১। যিশু হলেন ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী।
২। মানুষের বিষয়ে যিশুর যথার্থ সহানুভূতি রয়েছে এবং তিনি মানুষকে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন।

এখানে এই আউটলাইনটির দুটি সমস্যা আছে:

১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রধান পয়েন্টগুলি একে অপরের সাথে সমান্তরাল, কিন্তু এগুলি প্রথম পয়েন্টটির সাথে সমান্তরাল নয়।

২। দ্বিতীয় সাধারণত পয়েন্টটিতে, তিনটি সাব-পয়েন্ট আছে। প্রথম দুটি সমান্তরাল; সেখানে যিশু শব্দটির পরে একটি কোলন (:) চিহ্ন রয়েছে এবং তারপর যিশুর একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তবে, তৃতীয় পয়েন্টটি একটি সম্পূর্ণ বাক্য।

এই সারমনটিকে আগের সারমন "ঈশ্বরের প্রশংসা করো"-র সাথে তুলনা করুন। আপনি দেখবেন যে আগের সারমনটি বোঝার ক্ষেত্রে সহজতর।

১। প্রতিটি প্রধান পয়েন্ট "আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি কারণ..." বাক্যাংশটি দিয়ে শুরু হয়েছে

২। সাব-পয়েন্টগুলি একে অপরের সাথে সমান্তরাল:

- প্রথম সেটি "তিনি হলেন" দিয়ে শুরু হয়েছে।
- দ্বিতীয় সেটে রয়েছে "ঈশ্বর করেছেন।"
- তৃতীয় সেটে বর্তমানে কালের একটি কর্ম ক্রিয়াসহ "তিনি" শব্দটি রয়েছে, যেমন "তিনি সংরক্ষণ করেন" এবং "তিনি ন্যায়বিচার করেন।"

আপনার সারমনের থিমের ওপর নির্ভর করে একটি সুস্পষ্ট আউটলাইন লেখার অনেক সুবিধা রয়েছে।

১। **আউটলাইন আপনার সারমনটিকে একটি কাঠামো প্রদান করে।** একটি আউটলাইন হল একটি সাংগঠনিক পরিকল্পনা।

২। **আউটলাইন মূল থিমের ওপর আপনার মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে।** একটি ভালো আউটলাইন পরিচালনা ছাড়া, বিষয়বস্তু থেকে বিভ্রান্ত হওয়া খুব সহজ। তবে, একটি দৃঢ় আউটলাইন যেটিকে একটি থিমের ওপর তৈরি করা হয়েছে, তা সারমনটিকে নিবদ্ধ রাখবে।

৩। **আউটলাইন শ্রোতাদের সারমনটি বুঝতে এবং মনে রাখতে সাহায্য করে।** যদিও তারা হয়ত আউটলাইনটি দেখতে পাবে না, তবে তারা সংগঠনটি বুঝতে পারবে। একটি ভালো আউটলাইন শ্রোতাদের দীর্ঘ সময় মনে রাখতে সাহায্য করে কারণ আউটলাইন থিমটিকে শক্তিশালী করে। যদি আমরা সারমনের বার্তাটি বোঝার জন্য সহজ করি, তাহলে আমাদের প্রচারের পরের দিনই ঈশ্বর শ্রোতাদের কাছে সত্যটি বলতে পারেন।

একটি ভালো আউটলাইনের জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে হয়, তবে শেষে এটি সুফলদায়ক। এটি একজন কর্মীর কঠিন পরিশ্রমের অংশ যার লজ্জিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সৌভাগ্যবশত, যত বেশি আপনি এটির ওপর কাজ করবেন, এটি তত সহজ হয়ে উঠবে।

► কীভাবে একটি প্যাটার্ন আমাদের তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করে তা বোঝার জন্য, নিচের প্রতিটি তালিকা মনে রাখার চেষ্টা করুন। কোনগুলি সহজতর? কেন?

সংখ্যা: ২৪, ১৫, ৩, ৩০, ৯, ৬, ১৮, ২৭, ১২, ২১
সংখ্যার ক্রম (তিনের ভিত্তিতে): ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০

নাম: ইস্রা, কয়িন, বিলিয়ম, গাব্রিয়েল, দাউদ, ফীলিক্স, আদম
বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী: আদম, ইস্রা, কয়িন, গাব্রিয়েল, দাউদ, ফীলিক্স, বিলিয়ম

সারমন লেখা

সারমনটির জন্য একটি বর্ধিত আউটলাইন লিখুন

একটি বর্ধিত আউটলাইন হল সেই আউটলাইন যা দিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন। বর্ধিত আউটলাইন সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে কিন্তু একটি প্যারাগ্রাফ ফর্ম্যাটের পরিবর্তে একটি আউটলাইন ফর্ম্যাটে চিন্তা-ভাবনাগুলিকে সংগঠিত করে। একটি বর্ধিত আউটলাইন পুলপিটে ব্যবহার করা সহজ। যখন আপনার কাছে পয়েন্ট, সাব-পয়েন্ট এবং অন্যান্য বিশদগুলি তারা সমর্থন করা পয়েন্টের অধীনে সংগঠিত থাকে, তখন যে পয়েন্ট এবং সাব-পয়েন্টগুলি তৈরি করা দরকার তা দেখা সহজ।

ভূমিকা লিখুন।

আপনাকে আপনার ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে লিখতে হবে। ভূমিকা হল প্রথম জিনিস যা দর্শকরা শুনবে। যদি আপনি প্রথম কিছু মুহূর্তে দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারেন, তাহলে আপনার কাছে পরে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার সুযোগ নাও থাকতে পারে। এমনকি যদি আপনি আপনার সম্পূর্ণ সারমনটি নাও লেখেন, তবুও ভূমিকাটি লিখে রাখা ভালো কারণ এটি সারমনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আপনার সারমনের ভূমিকায় মূলত নিম্নলিখিত সাধারণ বিষয়গুলি থাকবে:

(১) শাস্ত্রাংশ

(২) শুরুর বক্তব্য (কিছুক্ষেত্রে এটি পাঠ্যের আগে আসে)

(৩) থিম

আপনি সারমনে যে থিম ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছেন তা আপনার লেখা উচিত। কখনো আপনি দর্শককে ভূমিকার সময় থিমটি বলতে পারেন; আবার কখনো আপনি এটি পরে বলতে পারেন। তবে, আপনি কোন বিষয়ে কথা বলতে চান তা নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার আউটলাইনে থিমটি থাকা উচিত।

(৪) প্রেক্ষাপটের তথ্য

এখানে আপনার প্রেক্ষাপটের বিশদ দেওয়া উচিত যাতে শ্রোতারা সারমনটি বুঝতে পারে। এটিতে শাস্ত্রের বিশদের প্রেক্ষাপট থাকতে পারে। এটিতে ব্যক্তিগত বিষয় থাকতে পারে, যেমন আপনি কীভাবে এই নির্দিষ্ট পাঠ্যটিই বেছে নিয়েছিলেন। এটি

আপনি যে মিটিংয়ে কথা বলছেন সেটি সম্পর্কে একটি বিবৃতি হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনাকে একটি বিষয় বা পাঠ্য বরাদ্দ করা হয়।

আপনার আসল আউটলাইনটি আরো বিশদসহ বর্ধিত করুন।

এই পর্যায়ে, আপনি আপনার আসল আউটলাইনে আরো কিছু বিশদ যোগ করুন। একটি বর্ধিত আউটলাইন ফর্ম্যাটে, সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করুন যা আপনার সারমনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টকে দেখায়। নিম্নলিখিতটি পয়েন্ট এবং সাব-পয়েন্টগুলিকে আউটলাইন করার একটি যথাযথ অক্ষর এবং নম্বরযুক্ত পদ্ধতি।

বর্ধিত আউটলাইন ফরম্যাট
ক। মূল আউটলাইন পয়েন্ট ১। মূল পয়েন্ট **(ক)সাব পয়েন্ট** **(১)বিশদ** (ক১) অতিরিক্ত বিশদ (ক১ক) অতিরিক্ত ভাবনা (ক১ক১) আরো ভাবনা (ক১ক২) আরো ভাবনা (ক১খ) অতিরিক্ত ভাবনা (ক২) অতিরিক্ত বিশদ **(২)বিশদ** **(খ)সাব পয়েন্ট** ২। মূল পয়েন্ট **খ। মূল আউটলাইন পয়েন্ট**

যথাযথ দৃষ্টান্ত খুঁজুন

একটি ভালো সারমন এবং একটি খারাপ সারমনের মধ্যে পার্থক্য হল যে কীভাবে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে। চার্লস স্পারজন (Charles Spurgeon) বলেছেন, "সারমন হল বাড়ি। দৃষ্টান্তগুলি হল জানলা যেখান দিয়ে আলো প্রবেশ করে।" দৃষ্টান্তগুলি আলোকে প্রবেশ করতে দেয় এবং ঘরটিকে আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। জানলাবিহীন একটি বাড়ি

আসলে একটি বিষণ্ন স্থান।

একটি সারমনে গল্প থাকার প্রচুর সুবিধা রয়েছে।

১। **গল্প আগ্রহ তৈরি করে।** যখন আপনি কোনো গল্প বলছেন, লোকেরা তখন সেটি সাধারণত মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

২। **গল্প বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।** একটি ভালো গল্পের ফলস্বরূপ লোকেরা আপনার সারমন সাধারণত বেশি ভালো করে বুঝতে পারবে।

৩। **গল্প প্রয়োগ-ক্ষমতায় সাহায্য করে।** একটি ভালো গল্প আপনার শ্রোতাদেরকে কীভাবে তাদের নিজেদের জীবনে সারমনের পাঠগুলি প্রয়োগ করতে তা বুঝতে সাহায্য করে।

৪। **গল্প স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে।** একজন শ্রোতা সারমনের রূপরেখা ভুলে গেলেও অনেকদিন পর্যন্ত একটি গল্প মনে রাখবে। একটি ভালোভাবে বাছাই করা গল্প সারমনের বার্তাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যাতে একজন শ্রোতা যখন গল্পটি মনে রাখে, তখন এটি তাদের সারমনের বিষয়বস্তু মনে করিয়ে দেয়।

৫। **গল্প হল একটি সহজাত শিক্ষাদানের কৌশল।** লোকেরা গল্প শুনতে অভ্যস্ত এবং সেগুলির প্রতি তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানাবে। শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও শিক্ষক তারাই যারা ভালো গল্প বলতে পারেন। ভালো গল্প শুনতে পছন্দ করে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন।

যিশু গল্প এবং দৃষ্টান্তের সুনিপুণ ব্যবহারকারী ছিলেন। তিনি ইতিহাসের গল্প, দৈনন্দিন জীবনের গল্প, এবং ঐতিহ্যগত গল্পগুলি বলতেন যা তাঁর সময়ে সুপরিচিত ছিল। তিনি তাঁর শ্রোতাদের তাঁর বার্তা বুঝতে সাহায্য করার জন্য জীবনের সর্বস্তরের শব্দ-ছবিও ব্যবহার করেছিলেন।

কেন যিশু এত গল্প বলতেন? কারণ তিনি হলেন আমাদের প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি তা বুঝতেন। তিনি জানেন যে আমরা গল্পের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারি।

► কীভাবে গল্প আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় মনে রাখতে সাহায্য করে তা বোঝার জন্য, যিশুর বলা প্রতিটি গল্প নিয়ে চিন্তা করুন। বাইবেলে গল্পগুলি না দেখে আপনি কি সেই শিক্ষাটি মনে করতে পারেন যে শিক্ষাটি যিশু গল্প ব্যবহারের মাধ্যমে দিয়েছিলেন?

- উত্তম শমরীয় ব্যক্তি
- অপচয়ী পুত্র
- ধনী ব্যক্তি এবং লাসার
- কর আদায়কারী এবং ফরিশীর প্রার্থনা

ভালো দৃষ্টান্ত এবং গল্প সংগ্রহ করে আপনার সারমনে সেগুলি স্থাপন করার জন্য আপনার কঠোর পরিশ্রম করা উচিত। গল্পগুলো সম্পূর্ণভাবে লেখা ভালো, যাতে আপনি সঠিকভাবে জানেন যে কীভাবে আপনি পুলপীঠে গল্পটি বলবেন।

আপনি যদি সাধারণত সারমনের পুনরাবৃত্তি না করে থাকেন, তবে আপনি কিছু কিছু গল্প বারবার বলতে পারেন। আপনি যদি একটি ভালো গল্প তৈরি করেন যা একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টকে ব্যাখ্যা করে, তবে ভিন্ন সারমনে, বিশেষ করে ভিন্ন

শ্রোতাদের কাছে একই পয়েন্টকে ব্যাখ্যা করার জন্য গল্পটি ব্যবহার না করার কোনো কারণ নেই। যদি আপনি একটি ভালো গল্প পুনরাবৃত্তি করেন, কেউ উঠে বেরিয়ে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, কিছু শিশু নির্দিষ্ট প্রচারকদের প্রচার শুনতে পছন্দ করে কারণ তাঁরা বারবার একই বিস্ময়কর গল্প বলে থাকেন। আমরা বারবার গাওয়া গান শুনতে ইচ্ছুক। বহু মানুষ বারবার বলা গল্প শুনতে ইচ্ছুক।

একজন প্রচারকের কেবল তাঁর গল্প দিয়ে বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করার বিপদ সবসময়ই থাকে। সারমনে গল্প ব্যবহার করার জন্য বিনোদন কোনো উপযুক্ত কারণ নয়। তবে, গল্পগুলি আপনার মণ্ডলীর মনোযোগ ধরে রাখতে এবং আপনার সারমনের বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করার জন্য খুবই সহায়ক।

► ক্লাসের সকলের কিছু পরিচিত সারমন পাঠ্যের জন্য ভালো উদাহরণ খোঁজার অনুশীলন করা উচিত। শিক্ষার্থীদের একটি গল্প খুঁজে নিতে বলুন যা শাস্ত্রের পাঠ্যের মূল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে:

- দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৭-৯। আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া এবং নিয়মানুবর্তী করার গুরুত্ব
- মথি ৬:১-১৮। দান করা, প্রার্থনা করা, বা উপবাস করার প্রেরণা
- রোমীয় ৫:৬-৮। পাপীদের জন্য ঈশ্বরের প্রেম
- যাকোব ৩:৫-৬। জিভের শক্তি

সারমন যত দীর্ঘ হয়, ভালো ভালো গল্প যুক্ত করার জন্য এটি তত সহায়ক হয়ে ওঠে। যখন আপনি একটি গল্প বলা শুরু করেন, যারা প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে তারা সজাগ হয়ে উঠবে; যারা অন্যকিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে তারা তাদের মনোযোগ আপনি যা বলছেন সেটির ওপর পুনরায় স্থির করবে, এবং যারা শুনছে তারা বদলের জন্য খুশি হবে।

গল্প প্রস্তুত করার এবং তা বলার কিছু পরামর্শ এখানে দেওয়া হল:

১। **আপনার গল্পগুলি অনুশীলন করুন।** আপনি যদি একজন ভালো গল্পকার না হন তাহলে এটি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ।

২। **গল্পটি যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মত করুন।** "প্রথম ব্যক্তি" এবং "দ্বিতীয় ব্যক্তি"-র বিষয়ে কথা বলবেন না। যদি আপনাকে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য নাম বা পরিস্থিরি পরিবর্তন করতে হয়, তবুও চলতি কিছু নাম ব্যবহার করুন এবং গল্পটি যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে বর্ণনা করুন।

৩। **গল্পের কিছু কিছু চমকপ্রদ বিষয় রাখার চেষ্টা করুন।** কখনোই বলবেন না, "আমি আজকে আপনাদেরকে একটা মজার গল্প বলব।" গল্পটি সম্পর্কে আগাম কিছু না বলাই সবচেয়ে ভালো।

৪। **প্রথম-পুরুষের গল্প ব্যবহার করুন।** এগুলি হল সেইসব বিষয়ের গল্প যা আপনার সাথে ঘটেছে বা যেগুলির সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত জ্ঞান আছে। এই গল্পগুলি উত্তম-পুরুষ সর্বনামে (first-person pronouns) বলা হয় যেমন, *আমি*, *আমার*, এবং *আমাদের*। এগুলি আপনার বলা সবচেয়ে বেশি কার্যকর গল্প হবে।

৫। **অতিরিক্ত বিবরণ দেবেন না।** বিবরণগুলি যেন গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে তবে মুল বিষয়টিকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। আপনি যদি একটি গল্পের ছোটো ছোটো বিবরণ ব্যাখ্যা করার জন্য থামেন, তবে এটি গল্পের মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। গল্পের পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ, অতিরিক্ত, অপ্রাসঙ্গিক বিবরণ নয়।

৬। **এমন শব্দ চয়ন করুন যা আপনার শ্রোতারা বুঝতে পারবে।** পরিবেশ বা শিক্ষার অভাবের কারণে আপনার দর্শকদের কাছে অপরিচিত কোনো শব্দ ব্যবহার করবেন না।

৭। **ধার করা গল্প এমনভাবে বলবেন না যেন সেই অভিজ্ঞতা আপনার নিজের সাথে ঘটেছে।** অন্যের কাছ থেকে গল্প ধার করা ভুল নয়। তবে, কিছু লোক এমন একটি গল্প ধার করে যা অন্য কারোর সাথে ঘটেছিল এবং এটি এমনভাবে বলে যেন এটি তাদের সাথেই ঘটেছে। যদি আপনার শ্রোতারা পরে জানতে পারে যে এই ঘটনাটি আসলে আপনার সাথে ঘটেনি, তবে এটি আপনার বলা অন্যান্য জিনিসের প্রতি তাদের আস্থা নড়বড়ে করে দিতে পারে।

একজন ভালো গল্পকার হতে শিখুন। একটি নিয়ম যা প্রতিটি পাস্টারের অনুসরণ করা উচিত, তা হল: **গল্প না বলে কখনোই সারমন প্রচার না করা।**

আপনি যদি পরবর্তী বছরে আপনার প্রচারের কেবল একটি অংশে কাজ করতে চান, তাহলে ভালো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার জন্য কাজ করুন। আপনার লোকেরা দ্রুত পার্থক্য লক্ষ্য করবে। আপনি যদি আপনার সারমনগুলিতে গল্পগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে শেখেন, তাহলে আপনি একজন সাধারণ প্রচারক থেকে একজন ভালো প্রচারক বা একজন ভালো প্রচারক থেকে একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক হয়ে উঠবেন।

আপনার সারমনটি সম্পূর্ণভাবে লিখুন

আপনার সম্পূর্ণ সারমনটি লেখা অনেক বেশি কাজ! আপনি যদি প্রতি সপ্তাহে প্রচার করে থাকেন, তাহলে আপনি হয়তো প্রতিটি সারমনের জন্য এটি করতে পারবেন না। তবে, আপনি দেখতে পাবেন যে একটি সম্পূর্ণ সারমন লেখা নিজেকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করার এবং আপনার সারমনগুলিকে উন্নত করার একটি ভালো উপায়। কেন একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণভাবে সারমন লেখা উচিত – তার একাধিক কারণ আছে।

লেখা মনোযোগ বৃদ্ধি করতে সাহায্যে করে।

আমরা যখন অধ্যয়ন করি তখন আমাদের অন্যমনস্ক হওয়ার প্রবণতা থাকে। লেখা আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। আপনি যখন অধ্যয়ন করছেন, তখন প্রতিটি পদ বা বাক্যাংশ বা এমনকি আপনি অধ্যয়নরত প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে একটি নোট লিখতে নিজেকে বাধ্য করা একটি সহায়ক বিষয়। লেখার বিষয় খোঁজার একাগ্রতা আপনাকে ভাবতে বাধ্য করবে; চিন্তাভাবনা এমন অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করবে যা আপনি আগে দেখেননি। চিন্তাভাবনা লেখার প্রক্রিয়াটি আরো চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করে।

লেখা আপনাকে সেইসব সত্য দেখতে সাহায্য করে যা আপনি অন্যভাবে দেখতে পাবেন না।

আপনি যদি অধ্যয়নরত প্রতিটি পদ সম্পর্কে কিছু লিখতে নিজেকে জোর করেন তবে আপনি যতক্ষণ না কিছু লিখছেন ততক্ষণ তা দেখতে থাকবেন। এটি এমন কিছু হতে পারে যা আপনি আগে কখনো দেখেননি। আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট পদ সম্পর্কে নিজেকে ১০টি জিনিস লিখতে বাধ্য করেন তবে আপনি অসাধারণ কিছু শিখবেন।

পিউরিটানরা (Puritans) শাস্ত্রের মাত্র কয়েকটি পদে একাধিক সত্যের প্রকাশ দেখার ক্ষমতার জন্য পরিচিত ছিল। তারা এই তথ্য পেয়েছিল কারণ তারা বাইবেলের অনুচ্ছেদগুলিতে মনোনিবেশ করার জন্য এবং তাদের চিন্তাভাবনাগুলি লেখার

জন্য সময় ব্যয় করেছিল। এক পিউরিটান পাস্টার টমাস বস্টন (Thomas Boston), উপদেশকের একটি পদের উপরই একটি সম্পূর্ণ বই লিখেছেন; "ঈশ্বরের কাজ ভেবে দেখো তিনি যা বাঁকা করেছেন কে তা সোজা করতে পারে?" (উপদেশক ৭:১৩)। ভেবে দেখুন তিনি এই পদটি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য এবং তাঁর ভাবনাগুলি লেখার জন্য কতটা সময় অতিবাহিত করেছেন!

লেখা আপনার চিন্তাভাবনাকে সংগঠিত করতে সাহায্য করে।

আমরা যখন অধ্যয়ন করছি, তখন আমাদের মনের মধ্যে আসা প্রতিটি চিন্তাকে আমরা লিখে রাখার মাধ্যমে ধরে রাখতে চাই। আমাদের নথিভুক্ত চিন্তাগুলি সেই উপাদান হয়ে ওঠে যা আমরা আমাদের সারমন তৈরি করতে ব্যবহার করি। পরে, আমরা এই নথিভুক্ত চিন্তাগুলিকে সংগঠিত করি এবং সেগুলিকে সারমনে রাখি। সারমন লেখার প্রক্রিয়া আমাদেরকে সেইসব তথ্যগুলি যৌক্তিক ক্রমে রাখার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করতে বাধ্য করবে। সম্পূর্ণ সারমন লেখার কাজটির জন্য আমাদের চিন্তাধারা সংগঠিত করার প্রয়োজন এবং কাজটি তা করতে সক্ষম করে।

ঈশ্বর আপনাকে যা শেখাচ্ছেন, লেখা তার একটি চিরস্থায়ী নথি সংরক্ষণ করে রাখে।

গীত ১৩৭:৪-৬ পাঠকদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্মরণ করার আহ্বান জানায়।

> কিন্তু কীভাবে আমরা সদাপ্রভুর গান গাইব যখন আমরা বিদেশে বসবাস করছি? হে জেরুশালেম, আমি যদি তোমাকে ভুলে যাই, তবে যেন আমার ডান হাত তার দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। যদি আমি তোমাকে ভুলে যাই, আর যদি আমি জেরুশালেমকে আমার সর্বাধিক আনন্দ বলে গণ্য না করি, তবে যেন আমার জিভ মুখের তালুতে আটকে যায়।

ঈশ্বর চান না যে তিনি আমাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা আমরা ভুলে যাই। আমাদের কারোরই নিখুঁত স্মৃতি নেই; তবে, যদি আমরা কিছু লিখে রাখি, তাহলে ঈশ্বর তাঁর বাক্য অধ্যয়নের মাধ্যমে আমাদের যা শিক্ষা দেন তার একটি রেকর্ড আমাদের কাছে থাকবে।

ঈশ্বর যখন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে সত্য সংরক্ষণ করার জন্য একটি পদ্ধতির সন্ধান করেছিলেন, তখন তিনি এটিকে একটি বইতে লেখা বেছে নিয়েছিলেন। একটি আদালত একটি লিখিত রেকর্ড হিসেবে সবকিছু লিখে রাখে যা আদালতের মতামত সংরক্ষণ করে। চিকিৎসকরা রোগীদের যে রোগ নির্ণয় করেন তা লিখে রাখেন। স্থপতিরা বিল্ডিং এবং অন্যান্য কাঠামোর জন্য তাদের পরিকল্পনা লেখেন। এটা কি প্রচারকদের আশা করা অস্বাভাবিক যে ঈশ্বর তাঁদেরকে যা দেন তা তারা লিখবেন, যাতে তারা ভবিষ্যতে এই একই সত্যগুলি ব্যবহার করতে পারেন?

লেখা আপনাকে অন্যদেরকে সাহায্য করার অন্য একটি দরকারী হাতিয়ার প্রদান করে।

সবসময়ই কোনো না কোনো দুঃখার্ত মানুষ থাকে যার আপনার সাহায্য প্রয়োজন। যদি আপনি ঈশ্বর আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা লেখার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হন, এই উপাদানটি তাহলে অন্তত তিনটি উপায়ে কাজে লাগতে পারে।

১। **ঈশ্বর আপনাকে যা শিখিয়েছেন সেই সম্পর্কে আপনি আপনার নিজের স্মৃতিশক্তি ঝালিয়ে নিতে পারেন।**

২। **আপনি অন্যদেরকে কপি বা অনুলিপি দিয়ে আপনার সারমন প্রচার করতে পারেন।** প্রায়শই লোকেরা কোর্সের লেখকের কাছে তার কোনো সারমনের একটি লিখিত অনুলিপি চেয়ে থাকে। তিনি শত শত মানুষকে লিখিত সারমন

প্রদান করেছেন। কোনো সারমন থেকে সাহায্য পেয়েছে এমন লোকদের থেকে তিনি অনেক ইতিবাচক রিপোর্ট পেয়েছেন।

৩। **ভবিষ্যতের সারমন, আর্টিকেল, বা বইয়ের জন্য লেখা দরকারী।** প্রায় প্রতিটি বই বিবিধ নোট দিয়ে শুরু হয়। খুব কম লোকই আছে যারা সহজেই বসে আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বই লিখে ফেলে। সারমন থেকে আপনার নোট সংগ্রহ করা একটি বড় কাজের শুরু হতে পারে।

সারমনের রেকর্ড রাখা

আপনি যদি একজন ডাক্তারের কাছে যান, তিনি রোগ নির্ণয় করবেন এবং আপনার চিকিৎসা করবেন। এর পরে, তিনি কী নির্ণয় এবং চিকিৎসা করেছেন সে সম্পর্কে নোট তৈরি করবেন। আপনি যখন সেই ডাক্তারের কাছে আবার যাবেন, তখন তাঁর কাছে আপনার চিকিৎসা ইতিহাসের রেকর্ড থাকবে। আইনজীবীরাও একই কাজ করেন। তাঁরা ভালোভাবে তাঁদের কাজের রেকর্ড রাখেন।

ঈশ্বরের কাজ সেই জাগতিক কাজের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রচারকদের ভালো রেকর্ড রাখতে শেখা গুরুত্বপূর্ণ। প্রচারকদের রেকর্ড রাখা এবং সারমন ফাইল করার জন্য একটি সিস্টেম তৈরি করা উচিত। এখানে ফাইল করা এবং রেকর্ড রাখার জন্য কিছু পরামর্শ রয়েছে।

আপনার সারমনগুলি যথাযথভাবে ফাইল করুন

সারমন ফাইল করার বিভিন্ন উপায় আছে। আপনি পাঠ্য অনুসারে, বিষয় অনুসারে বা তারিখ অনুসারে ফাইল করতে পারেন। এই পদ্ধতিগুলির সংমিশ্রণ করাও সম্ভব।

সারমন ফাইল সংগঠনের উদাহরণ
পুরাতন নিয়ম
পঞ্চপুস্তক থেকে সারমন
ঐতিহাসিক পুস্তক থেকে সারমন
প্রজ্ঞাপুস্তক থেকে সারমন
গীতসংহিতা থেকে সারমন
ভাববাদীদের বক্তব্য থেকে সারমন
নতুন নিয়ম
সুসমাচার থেকে সারমন
প্রেরিত পুস্তক থেকে সারমন
পৌলের পুস্তক থেকে সারমন
সাধারণ পত্রগুলি থেকে সারমন

প্রাসঙ্গিক সারমন

মিশনারি সারমন
লিডারশীপ সারমন
জীবনীমূলক সারমন
সুসমাচারভিত্তিক সারমন

আপনার প্রচারের রেকর্ড রাখুন

এটিতে তারিখ, বিষয় বা শিরোনাম, পাঠ্য এবং অন্যান্য বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। কোর্স লেখক তার সমস্ত পুরনো সারমন ফাইল ফোল্ডারে রাখেন বা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করেন। তিনি তার বর্তমান সারমনগুলি একটি বড় নোটবুকে রাখেন।

উপসংহার

সংযোগ হল একইসাথে একটি শিল্প এবং একটি বিজ্ঞান। এটি একইসাথে ঈশ্বর প্রদত্ত একটি উপহার এবং মানুষের কঠিন পরিশ্রমের ফল। বাইবেল বলে, "যাকে অনেক দেওয়া হয়েছে, তার কাছে দাবিও করা হবে অনেক" (লূক ১২:৪৮)।

ঈশ্বর প্রচারকদের অনেক মূল্যবান সত্য দিয়েছেন। এই ভালো জিনিসগুলি সকলের মধ্যে ভাগ করার জন্য আমাদের নিজেদেরকে সর্বোত্তম উপায়ে প্রয়োগ করা উচিত। কার্যকর সারমন প্রস্তুত করার জন্য আপনার দায়িত্বকে খুব গুরুত্ব সহকারে নিন।

প্রচার ফসল উৎপাদনের নিয়ম অনুসরণ করে। আপনি যদি ভালোভাবে বীজ প্রস্তুত করেন এবং রোপণ করেন, তবে ফসলটি দুর্দান্ত হবে। আপনি যদি বীজ প্রস্তুত করতে এবং রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তবে আপনি ভাল ফসলের আশা করতে পারবেন না।

আপনার হৃদয়ের জমি ভালোভাবে প্রস্তুত করুন। আপনার প্রচারে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যগুলি রোপণ করুন। আপনি সফল প্রচারের পুরস্কার অর্জন করবেন।

৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) এই অ্যাসাইনমেন্টটির জন্য, আমরা সারমন প্রস্তুত করার জন্য কিছু ধাপ অনুশীলন করব। নিম্নলিখিত পাঠ্যগুলি থেকে অনুশীলনের জন্য কোনো একটি বেছে নিন।

- গীত ৮
- যিশাইয় ৫৫:১-৯
- যোহন ৩:১-২১
- ১ করিন্থীয় ১৩

(ক) আপনার অনুচ্ছেদ বা বিষয়টির সাথে আপনার প্রাসঙ্গিক ধারণাগুলি লিখুন।

(খ) পাঠ্যভিত্তিক সারমনের জন্য এক লাইনের মধ্যে একটি উপযুক্ত থিম লিখুন।

(গ) এই পাঠের নির্দেশিকাগুলি ব্যবহার করে, পাঠ্যটির জন্য একটি সারমন আউটলাইন লিখুন।

(ঘ) আপনার সারমনের জন্য একটি বর্ধিত আউটলাইন লিখুন।

(ঙ) আপনার সারমনের জন্য অন্তত দুটি যথাযথ দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করুন।

(৩) ৩ নং পাঠের মতো, ক্লাসের সামনে ৮-১০ মিনিটের মধ্যে এই সারমনটি উপস্থাপন করুন। ক্লাসের প্রত্যেক সদস্য এই কোর্স গাইডটির পিছনে দেওয়া অ্যাসেসমেন্ট ফর্মটি পূরণ করবে।

৪ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) আপনার সারমনের শাস্ত্রাংশ বা বিষয় নির্ধারণ করার পরে আপনি যে চারটি জিনিস লিখতে পারেন তার তালিকা করুন।

(২) একটি সারমনের *থিম* কী?

(৩) নিচের সারমন আউটলাইনে কোনটি ভুল? (সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন।)

- পয়েন্টগুলি থিমের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়।
- আউটলাইনটিতে সমান্তরাল ভাবনা নেই।
- পয়েন্টগুলি থিমের সাথে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিকও নয়, একে অপরের সাথে সমান্তরালও নয়।
- আউটলাইনে কোনো ভুল নেই।

সারমনের রূপরেখা
থিম: প্রভুর প্রশংসা করো আউটলাইন: ক। তাঁর পরিচয়ের জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। খ। আমাদের জন্য তিনি যা করেছেন তার জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। গ। আমাদের প্রতিবেশীদের আমাদের ভালবাসা উচিত।

(৪) আপনার সারমনের জন্য একটি সুস্পষ্ট আউটলাইন লেখার তিনটি সুবিধা লিখুন।

(৫) এটি সত্যি না মিথ্যা: একটি বর্ধিত আউটলাইনে, আপনি সম্পূর্ণ বাক্যে প্রতিটি পয়েন্ট প্রসারিত করেন।

(৬)যদি একটি সারমনকে একটি বাড়ির সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে ভালো দৃষ্টান্তগুলি কী?

(৭) একটি সারমনে গল্প ব্যবহার করার পাঁচটি সুবিধার মধ্যে তিনটি লিখুন।

(৮) একটি সারমন সম্পূর্ণভাবে লেখার পাঁচটি সুবিধার মধ্যে তিনটি লিখুন।

পাঠ ৫
ব্যাখ্যামূলক সারমন প্রস্তুতি

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) ব্যাখ্যামূলক প্রচারের একটি সংজ্ঞা মনে রাখবে।

(২) একটি ব্যাখ্যামূলক প্রচারের ধাপগুলি শিখবে এবং অনুশীলন করবে।

(৩) মানুষ জীবন পরিবর্তনের জন্য ব্যাখ্যামূলক প্রপচারের শক্তির প্রশংসা করবে।

ভূমিকা

আগের দুটি পাঠে, আমরা বিভিন্ন ধরণের সারমন তৈরি করা নিয়ে অধ্যয়ন করেছি। এই পাঠে আমরা ব্যাখ্যামূলক প্রচারের সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করব। যেমন আমরা ৩ নং পাঠে দেখেছিলাম, এটি বেশিরভাগ পাস্টারদের জন্য প্রাথমিক সারমন ফর্ম হবে।[৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রচারের সংজ্ঞা

ব্যাখ্যামূলক প্রচার (Expository preaching) হল একটি বাইবেলভিত্তিক ধারণার সংযোগ স্থাপন যা এর প্রেক্ষাপটে একটি অনুচ্ছেদের ঐতিহাসিক, ব্যাকরণগত এবং সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় এবং প্রেরণ করা হয়, যা পবিত্র আত্মা প্রথমে প্রচারকের ব্যক্তিত্ব এবং অভিজ্ঞতার জন্য প্রয়োগ করেন, তারপর তার মাধ্যমে তার শ্রোতাদের কাছে প্রয়োগ করেন।[৯]

এই সংজ্ঞাটি মনে রাখবেন। এটির মধ্যে বিভিন্ন ধারণা অন্তর্ভুক্ত যেগুলি ব্যাখ্যামূলক প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

শাস্ত্রের অংশ হল সারমনের মূল পরিচালক

ব্যাখ্যামূলক সারমনগুলি শাস্ত্রের অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তিশীল। সারমনের গঠন এবং প্রাথমিক বিষয়বস্তু অনুচ্ছেদ থেকেই আসে। শাস্ত্রের অনুচ্ছেদ থেকে যদি সারমনের প্রাথমিক বার্তা না আসে, তাহলে সারমনটি ব্যাখ্যামূলক নয়; সারমনের বার্তাটি সত্য হলেও, এটি কোনোভাবেই শাস্ত্রের অনুচ্ছেদভিত্তিক নয়।

ব্যাখ্যামূলক প্রচারে, আমরা জানতে চাই:

---

[৪] এই পাঠের উপাদান রিচার্ড জি. হাচিসন (Richard G. Hutchison)-এর অবদান।

[৯] এই থেকে সংজ্ঞাটি Haddon Robinson, *Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages* (Ada: Baker Books, 2001) অভিযোজিত হয়েছে।

(১) শাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদটি কী বলছে?

লেখকে কী বলেছেন? পাঠ্যটি পড়ার সময়, অনুচ্ছেদের ব্যাকরণ কী বলছে? ব্যাখ্যামূলক প্রচারের ক্ষেত্রে, আমরা গুপ্ত বার্তাগুলির খোঁজ করছি না; আমরা পাঠ্যের সহজ বোধটির খোঁজ করছি।

(২) শাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদটির অর্থ কী?

অনুচ্ছেদটি পড়ার সময় লেখক তার পাঠকদের কী বোঝাতে চেয়েছেন? যদি আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সাহিত্যিক ধরণ বিবেচনা করি, তাহলে অনুচ্ছেদটি কোন অর্থ প্রকাশ করতে চায়?

(৩) শাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদটির প্রাথমিক বার্তাটি কী?

যেহেতু শাস্ত্রের অনুচ্ছেদই সারমনটিকে পরিচালনা করে, তাই শাস্ত্রের অনুচ্ছেদের প্রাথমিক থিম দ্বারাই একটি ব্যাখ্যামূলক সারমনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি নির্ধারিত হবে। অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুটি সারমনের সবকটি পয়েন্টকে সংযুক্ত করবে। শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু বা থিম দ্বারাই সারমনের সমস্ত পয়েন্ট একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

প্রচারক একটি ধারণাকে তুলে ধরেন

যেহেতু শাস্ত্রের অনুচ্ছেদের বার্তাটি ব্যাখ্যামূলক সারমনকে পরিচালনা করে, তাই আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন জানতে চাইব:

(১) এই শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদের লেখক কীভাবে তার বার্তাকে প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করেছেন?

এইখানেই প্রচারক বিভিন্ন পয়েন্ট গঠন করেন যেগুলি শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদটির মূল বিষয়বস্তুটিকে প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করে। মনে রাখবেন যে সারমনের সমস্ত পয়েন্ট অনুচ্ছেদের মূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত। নিচের উদাহরণটি তুলনা করুন।

উদাহরণ ১
পাঠ্য: রোমীয় ১২:১-২ মূল পয়েন্ট: ঈশ্বর আমাদের থেকে কী চান? ক। আমাদের দেহকে ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। খ। আমাদের কখনোই জগতের মতো হওয়া উচিত নয়। গ। আমাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে।

এই আউটলাইনটি ভালো, কিন্তু এখানে কিছু দুর্বলতা আছে যা আমাদের সংশোধন করা প্রয়োজন:

- মূল পয়েন্টটি রোমীয় ১২:১-এর শুরুর কথাগুলির সাথে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত নয়; "অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি তোমরা..."
- যদিও এই পয়েন্টগুলির প্রতিটিই সত্য, তবে তারা অনুচ্ছেদের মূল বার্তার মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত নয়।

উদাহরণ ২
পাঠ্য: রোমীয় ১২:১-২ মূল পয়েন্ট: ঈশ্বর কী ধরণের উপাসনা চান? ক। ঈশ্বর সেই আরাধনা চান যা তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত। খ। ঈশ্বর সেই আরাধনা চান যা একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। গ। ঈশ্বর সেই আরাধনা চান যা আমাদের চিন্তাধারার পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে।

এই আউটলাইনটি তুলনামূলকভাবে ভালো।

- এই আউটলাইনটি অনুচ্ছেদের মূল বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্ত।
- তবে, এই তিনটি পয়েন্ট একে অপরের সাথে আরো ভালোভাবে সংযুক্ত হতে পারে।

উদাহরণ ৩
পাঠ্য: রোমীয় ১২:১-২ মূল পয়েন্ট: ঈশ্বর কী ধরণের উপাসনা চান? ক। ঈশ্বর সেই আরাধনা চান যা তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত। খ। ঈশ্বরের করুণা আপনাকে আপনার আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে উপাসনা হিসেবে উপস্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করবে। গ। ঈশ্বরের কাছে আপনার নিজের সম্পূর্ণ উপস্থাপনাটির অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের একটি দৈনন্দিন প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

তিনটি উদাহরণের মধ্যে এই আউটলাইনটি সবচেয়ে ভালো। প্রতিটি পয়েন্ট আগের পয়েন্টের সাথে সংযুক্ত।

এই আউটলাইনটি আপনার ব্যাখ্যামূলক (স্টাডি) আউটলাইনের জন্য মূল পয়েন্ট প্রদান করেছে। এই পাঠের পরের দিকে, আমরা শ্রোতাদের মনে রাখার জন্য আউটলাইনের পয়েন্টগুলিকে ছোটো এবং সহজ করতে একটি অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেব। এটাকে আমরা প্রচার আউটলাইন বা প্রচারের রূপরেখা বলি।

(২) প্রচারক কীভাবে সুস্পষ্টভাবে লেখকের বার্তা তুলে ধরতে পারেন?

কার্যকর ব্যাখ্যামূলক প্রচারের জন্য, প্রচারককে অবশ্যই আজকের শ্রোতাদের বোঝার মতো ভাষায় লেখকের শব্দকে অনুবাদ করতে হবে। তিনি শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদের মূল ধারণাটি এমনভাবে প্রকাশ করবেন যা আজকের শ্রোতারা বুঝতে পারবে। এটি করার জন্য, প্রচারক যা যা ব্যবহার করবেন তা হল:

- শব্দ-চিত্র বা ওয়ার্ড পিকচার

- গল্প এবং দৃষ্টান্ত
- বস্তুভিত্তিক পাঠ (Object lessons)
- বিভিন্ন বর্ণনা
- আউটলাইন

ধারণাটি প্রচারকের জন্য প্রযোজ্য

পাঠ্যটি কী *বলছে* এবং পাঠ্যটির *অর্থ* কী তা জানার পরে, আমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে, "পাঠ্যটি আমাকে কী *করতে* বলছে?" এটিকে বলা হয় **প্রয়োগ** বা অ্যাপ্লিকেশন। অন্য কথায়, আমরা জানতে চাই, "ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কী করাতে চান?"

মন্ডলীতে যেকোনো সারমন প্রচার করার আগে, প্রথমে প্রচারকের হৃদয়ে ও জীবনে তা প্রচারিত হতে হবে। প্রচারক নিজে সর্বদা একটি সারমনের প্রথম শ্রোতা। আমরা আমাদের শ্রোতাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করার আগে, আমাদের প্রথমে তা আমাদের নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

ধারণাটি শ্রোতাদের জন্য প্রযোজ্য

যে সারমন শ্রোতাদের প্রতি কোনো প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত করে না তা শাস্ত্রের অনুচ্ছেদটির একটি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা হতে পারে; তবে, এটি শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। সত্য ব্যাখ্যামূলক প্রচার অবশ্যই শ্রোতার জন্য প্রয়োগ করা উচিত। আমরা যেভাবে আমাদের শ্রোতাদের কাছে শাস্ত্রের বার্তা প্রয়োগ করি:

- এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যা শ্রোতাদেরকে তাদের জীবনের সাথে বার্তাটি সংযুক্ত করতে সাহায্য করে
- পাঠ্য থেকে পাওয়া মূল সত্য এবং নীতিগুলির পর্যালোচনা করা
- শ্রোতাদের জীবনের পরিস্থিতি বিবেচনা করা

পাঠ্য সংক্রান্ত কিছু কাজ

পাঠ্য নির্বাচন

একটি পাঠ্য নির্বাচন করার সময়, প্রচারকের অবশ্যই এমন অনুচ্ছেদের বেছে নেওয়া উচিত যেটিতে একটি পরিপূর্ণ ধারণা রয়েছে যা সারমনে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বহু প্রচারক একটি পাঠ্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে চারটি ধাপ অনুসরণ করেন:

১। **সারমনের জন্য মূল পদ বা অনুচ্ছেদ নির্বাচন করা।** যেহেতু শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ সারমনটিকে পরিচালনা করবে, তাই সারমনের জন্য সঠিক অনুচ্ছেদ নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ।

২। **নির্বাচিত অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপট বা বিষয়বস্তু দেখা।** আগে-পরের পদগুলি বিবেচনা করুন। একটি পূর্ণ ধারণালাভের জন্য আপনার কি আরো পদ ব্যবহার করা উচিত? একটি নির্দিষ্ট ধারণার প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য আপনার কি অল্প কিছু পদের মধ্যেই পাঠ্যটিকে সীমিত রাখা উচিত?

৩। **আপনার নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন স্টাডি বাইবেল এবং অন্যান্য রেফারেন্স বইগুলি দেখুন।** স্টাডি বাইবেলে বা ব্যাখ্যামূলক টীকায় (কমেন্টারি) অনুচ্ছেদটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখার মাধ্যমে আপনি আপনার নির্বাচন

নিশ্চিত করতে পারেন। যদি অন্যান্য রেফারেন্স বইগুলি একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুচ্ছেদটি ভাগ করে, তাহলে প্রশ্ন করুন, "আমি কি নিশ্চিত যে এই অনুচ্ছেদটির মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য আপনার পছন্দটি কি শ্রেষ্ঠ নির্বাচন?"

৪। **পাঠ্যটির জন্য একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিন।** পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করার পরে এবং অন্যান্য রেফারেন্স বইগুলি বিবেচনা করার পরে, আপনি বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করতে প্রস্তুত।

পাঠ্যটি আত্মস্থ করা

আমাদের ব্যাখ্যামূলক প্রচারের সংজ্ঞা থেকে, মনে রাখবেন যে অনুচ্ছেদটি শ্রোতার সাথে কথা বলার আগে প্রচারকের নিজের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা উচিত। আপনি যে পাঠ্যটি থেকে প্রচার করবেন তা বেছে নেওয়ার পরে, পরবর্তী পদক্ষেপটি হল পাঠ্যের বার্তা দিয়ে নিজেকে চিনতে করা শুরু করা। এটি করার জন্য, আপনাকে অবশ্যই এটি বারবার পড়তে হবে যতক্ষণ না আপনি কেবল শব্দগুলিই নয়, সেই আবেগগুলিও নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিচ্ছেন যে আবেগগুলি লেখক তাঁর লেখার সময় অবশ্যই অনুভব করেছিলেন।

► যদি আপনার কাছে একটি স্পঞ্জ থাকে, এই পাঠের উদ্দেশ্যটি পরীক্ষা করে দেখুন। স্পঞ্জটিকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন যতক্ষণ না স্পঞ্জটি পুরোপুরি ভিজে যাচ্ছে। এবার স্পঞ্জটিকে চাপুন। লক্ষ্য করুন যে স্পঞ্জ থেকে জল বের করা কত সহজ। আপনাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে না; স্পঞ্জটি জলে পুরোপুরি ভিজে রয়েছে বা সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। যখন আপনি পাঠ্যটি দ্বারা সপূর্ণরূপে সম্পৃক্ত থাকবেন, তখন স্পঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসা জলের মতোই আপনার হৃদয় থেকে কথাগুলি বেরিয়ে আসবে।

যখন আপনি পাঠ্যটি আত্মস্থ করে নিচ্ছেন, আপনি লেখকের শব্দগুলির সাথে একটি মানসিক সংযোগ লাভ করছেন।

- যদি লেখক রেগে ছিলেন, যে পাপের প্রতি লেখক ক্রুদ্ধ ছিলেন সেটির প্রতি ক্রুদ্ধ হন!
- যদি লেখক উল্লাস করেছিলেন, তাহলে আপনার হৃদয়কেও আনন্দিত করে তুলুন!
- যদি লেখক দুঃখিত ছিলেন, তাহলে তাঁর দুঃখ অনুভব করুন!
- যদি লেখক ভীত ছিলেন, তাহলে তার দুশ্চিন্তা অনুভব করার চেষ্টা করুন!
- যদি লেখক হাসছিলেন, তাহলে আপনিও হাসুন!
- যদি লেখক কাঁদছিলেন, তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে চিন্তা করে আপনার নিজের চোখেও জলের অনুভূতি আনার চেষ্টা করুন!

আগুন থেকে তুলে আনা উত্তপ্ত কয়লা আগুন ধরে রাখে, যদিও কোনো শিখা দেখা যায় না। সেই কয়লাটি শুকনো পাতা, কাগজ বা কাঠের পাশে রাখলে আবার আগুন জ্বলতে শুরু করবে। ঠিক একইভাবে পাঠ্যের শব্দে আপনি আপনার মন-হৃদয়কে যেমনভাবে ভরিয়ে দেবেন, আপনার ভেতরেও সেগুলো সেইভাবে জ্বলতে শুরু করবে!

কেবল পাঠ্যের তথ্য জানাই যথেষ্ট নয়, আপনাকে লেখকের অনুভূতি অনুভব করতে হবে। লেখকের আবেগ **আপনার** আবেগ হয়ে ওঠা উচিত। কেন? যেহেতু আমরা ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে কাজ করছি, তাই পাঠ্যের আবেগ হল **ঈশ্বরের** আবেগ! আপনাকে ঈশ্বরের বার্তাবাহক হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

যতক্ষণ না আপনি লেখকের আবেগ অনুভব করছেন ততক্ষণ আপনি কীভাবে পাঠ্যটি আত্মস্থ করবেন? এই পদক্ষেপগুলি চেষ্টা করুন:

(১) পাঠ্যটি অন্তত পাঁচবার মনে মনে পড়ুন।

(২) পাঠ্যটি অন্তত পাঁচবার জোরে জোরে পড়ুন।

(৩) পাঠ্যটি বারবার পড়া চালিয়ে যান।

- এটিকে অভিব্যক্তি বা বিভিন্ন ভাব প্রকাশের মাধ্যমে পড়া অভ্যাস করুন।
- লেখকের অনুভূতি অনুভব করার চেষ্টা করুন।
- পড়া এবং আপনি যা পড়ছেন তা নিয়ে ধ্যান করার মাঝে বিরতি নিন।

আপনি পাঠ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করার আপনার নিজস্ব উপায় বিকাশ করবেন। এটি করার জন্য আপনার পদ্ধতি যেমনই হোক, নিশ্চিত করুন যে আপনার মন এবং হৃদয় উভয়ই লেখকের বার্তার সাথে সংযুক্ত। আপনি যদি এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটিতে তাড়াহুড়ো করেন তবে আপনার বার্তাটিতে **আবেগের** মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অনুপস্থিত থাকবে। বাইবেলভিত্তিক প্রচারে কার্যকর আবেগ কেবল প্রার্থনার মাধ্যমেই আসে না, বরং পাঠ্যটিতে প্রকাশ করা ঈশ্বরের বার্তার সাথে প্রচারকের ব্যক্তিগত পরিচয় থেকেও আসে।

► উল্লিখিত শাস্ত্রীয় অংশগুলি পড়ুন: গালাতীয় ১:৬-৯, মথি ১৭:১-৯, গীত ১০:১-১২, এবং প্রকাশিত বাক্য ৪। প্রতিটি পাঠ্য বারবার পড়ুন। লেখক আবেগ অনুভব করুন। নিজেকে লেখকের পরিস্থিতিতে কল্পনা করুন। আপনি কি পাঠ্যের আবেগ অনুভব করতে পারছেন?

► এবার, এই পাঠ্যগুলি থেকে যেকোনো একটি বেছে নিন এবং ক্লাসের সামনে এটি জোরে জোরে পড়ুন। ক্লাসের সামনে নিজের ভাব প্রকাশ করে পড়ুন। ক্লাসকে আপনার অভিব্যক্তি পর্যালোচনা করতে বলুন। আপনি কি পড়ার সময় পাঠ্যের আবেগের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন?

পাঠ্যটি বিশ্লেষণ করা

অনেক কিশোর-কিশোরী একজন দক্ষ খেলোয়াড়কে দেখেছে এবং ভেবেছে, "আমিও ঐরকম খেলতে চাই।" তারা খেলতে শুরু করে। তারা খেলা ভালোবাসে। তাদের আবেগ আছে, কিন্তু তারা দ্রুত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। আবেগ যথেষ্ট নয়। একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় অনুশীলন করতেই থাকে যখন তাকে কেউ দেখছে না। সে খেলার জন্য ধৈর্য তৈরি করতে মাইলের পর মাইল দৌড়ায়। খেলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সে স্ট্রেচিং, জাম্পিং, ওয়েট লিফটিং এবং অন্যান্য ব্যায়াম করে। এই ব্যায়ামগুলো একজন ভালো খেলোয়াড়ের জন্য প্রয়োজনীয়। ব্যায়াম আবেগের সাথে সম্পর্কিত নয়; ব্যায়াম ঘাম ঝরানোর বিষয়। ব্যায়াম মজাদার জিনিস নয়, তবে সেগুলি প্রয়োজনীয় যদি সে একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় হওয়ার আবেগ পূরণ করতে চায়।

পাঠ্য বিশ্লেষণ করা হল প্রচারের কঠিন কাজ। বিশ্লেষণ আবেগের সাথে সম্পর্কিত নয়; বিশ্লেষণ ঘাম ঝরানোর সাথে সম্পর্কিত! যখন অফিসে অন্যান্য জিনিসগুলি আরও মজাদার, তখন আপনাকে অধ্যয়নের জন্য সময় ব্যয় করতে হবে। এতে

শৃঙ্খলা জড়িত, কিন্তু এটা প্রয়োজন যদি আপনি পাঠ্যের আবেগকে এমনভাবে তুলে ধরেন যা আপনার শ্রোতাদের চাহিদার সাথে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যকে সংযুক্ত করে।

কীভাবে আপনি পাঠ্যের বিশ্লেষণ করবেন? ব্যবহৃত কিছু পদক্ষেপ হল:[10]

(১) পাঠ্য সম্পর্কে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

- কে?
- কী?
- কখন?
- কীভাবে?
- কোথায়?
- কেন?

(২) পাঠ্যের মূল শব্দ বা বাক্যাংশগুলি দেখুন।

(৩) পাঠ্যের মধ্যে থাকা তুলনা এবং বৈসাদৃশ্যগুলি দেখুন।

(৪) একটি সহজ রূপরেখায় পাঠ্যটিকে সাজান।

একটি সহজ রূপরেখা আপনাকে শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদটি কীভাবে গঠন করা হয়েছে তা দেখতে সাহায্য করে। এটি পাঠ্যের গঠনকে আপনার সারমনের বিকাশ পরিচালনা করার অনুমতি দেয়।

এখানে বিশ্লেষণের (পাঁচটি পর্যায়) একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই পাঠের শেষে, পাঠের অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আপনি একইভাবে একটি অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করবেন।

উদাহরণ বিশ্লেষণ (গীত ১)
(১) পাঠ্য থেকে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। **কে?** ● কারা "ধন্য" ব্যক্তি? ● কাদের আসর এড়িয়ে চলতে হবে? ● কাদের পথ ঈশ্বর জানেন? ● বিচারে কারা দাঁড়াবে / দাঁড়াবে না? ● কারা ধ্বংস হবে?

[10] পাঠ্যের আরো বিশ্লেষণের জন্য, Shepherds Global Classroom-এর কোর্স, *বাইবেলের ব্যাখ্যার নীতিসমূহ [Principles of Biblical Interpretation] দেখুন।*

কী বা কেমন?

- ধার্মিকরা কী নিয়ে আনন্দ করে?
- ধার্মিক ব্যক্তিরা কেমন?
- দুষ্ট ব্যক্তিরা কেমন?

কখন?

- কখন তারা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে?
- কখন তারা ফল দেয়?

কোথায়?

- নিন্দুকরা সভার জন্য কোথায় যায়?
- ধার্মিকরা কোথায় "রোপিত" হয়?

কীভাবে?

- এই গীত কীভাবে ধার্মিকের পথ বর্ণনা করে?
- এই গীত কীভাবে দুষ্টদের পথ বর্ণনা করে?

কেন?

- কেন ধার্মিক ব্যক্তিরা ধন্য?
- কেন দুষ্ট ব্যক্তিরা বিনষ্ট হবে?

(২) মূল শব্দ বা বাক্যাংশগুলি দেখুন।

- মূল বাক্যাংশ – "ধন্য সেই ব্যক্তি..."
- মূল শব্দ – "চলে... দাঁড়ায়... বসে..."

(৩) তুলনা এবং বৈসাদৃশ্য দেখুন।

- "ধন্য" কথাটির বিপরীত হল "সেরকম নয়"
- "দুষ্টদের মন্ত্রণা" কথাটির বিপরীত হল "সদাপ্রভুর বিধান"
- একটি রোপিত বৃক্ষের বিপরীত হল বাতাসে উড়ে যাওয়া তুষ।

(৪) একটি সহজ রূপরেখায় পাঠ্যটিকে সাজান।

ধন্য সেই ব্যক্তি

যে

দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না

পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,

নিন্দুকদের আসরে বসে না,

কিন্তু

সদাপ্রভুর বিধানে আমোদ করে,

এবং

তাঁর বিধান দিনরাত ধ্যান করে।

সেই ব্যক্তি

জলস্রোতের তীরে লাগানো গাছের মতো,

যা যথাসময়ে ফল দেয়,

এবং

যার পাতা শুকিয়ে যায় না,

সে যা কিছু করে তাতে উন্নতি লাভ করে।

কিন্তু দুষ্টরা সেরকম নয়!

তারা তুষের মতো

যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তাই

বিচারদিনে দুষ্টরা দাঁড়াতে পারবে না,

পাপীরাও ধার্মিকদের সমাবেশে স্থান পাবে না।

[কারণ]

সদাপ্রভু ধার্মিকদের পথে দৃষ্টি রাখেন,

কিন্তু

দুষ্টদের সকল পথ ধ্বংসের দিকে যায়।

একটি স্টাডি আউটলাইন প্রস্তুতি

স্টাডি আউটলাইন কী?

স্টাডি আউটলাইন বা অধ্যয়নের রূপরেখা হল আপনি অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলি এবং ধারণাগুলি খুঁজে পাচ্ছেন তার একটি রূপরেখা। এটা আপনার প্রচারের রূপরেখা নয়। আপনি পরবর্তী ধাপে আপনার স্টাডি আউটলাইন থেকে একটি প্রচার আউটলাইন তৈরি করবেন। স্টাডি আউটলাইনটি আপনাকে বাইবেলের লেখক আমাদের যে চিন্তার স্বাভাবিক প্রবাহ দিয়েছেন সেই সংক্রান্ত আপনার নোট, অন্তর্দৃষ্টি, প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্ত সংগঠিত করতে সাহায্য করবে।

স্টাডি আউটলাইন হল আপনার কাজের রূপরেখা। পাঠ্য সম্পর্কে আরো জানার সাথে সাথে আপনি আপনার আউটলাইনে পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু এই আউটলাইনটি আপনাকে আপনার প্রস্তুতির জন্য একটি মৌলিক কাঠামো দেবে।

আউটলাইন হল একটি কঙ্কালের মতো। কঙ্কাল না থাকলে আমাদের দেহের কোনো আকৃতি থাকত না। আপনার ত্বক, চোখ এবং চুল যতই সুন্দর হোক, কঙ্কাল ছাড়া আপনার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার পেশী যত বড় এবং শক্তিশালী হোক, হাড়ের গঠন ছাড়া আপনার শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী পেশীগুলিকে কাজ করার জন্য হাড়ের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। আউটলাইন আপনার সারমনের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে।

কীভাবে একটি স্টাডি আউটলাইন তৈরি করবেন

(১) একটি সহায়ক হিসেবে আপনার পাঠ্যের সহজ আউটলাইন ব্যবহার করুন।

পাঠ্য বিশ্লেষণ বিভাগে, আপনি একটি শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদের সহজ আউটলাইন খুঁজে বের করতে শিখেছেন। এটিকে আপনার স্টাডি আউটলাইনের জন্য একটি সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করুন।

(২) সহজ আউটলাইনে মুল পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করুন।

(৩) প্রতিটি পয়েন্টের মূল ধারণাটি সংক্ষিপ্ত করুন।

মূল ধারণার সংক্ষিপ্তসারের উদাহরণ
পাঠ্য: রোমীয় ১:১৬-১৭ ক। পৌল খ্রিষ্টের সুসমাচার নিয়ে লজ্জিত নন। খ। তিনি লজ্জিত নন কারণ সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি। গ। সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি, কারণ এটি ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশ করে যা বিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) সহজ আউটলাইন থেকে সাব-পয়েন্টগুলি সংক্ষিপ্ত করুন।

সহজ আউটলাইন থেকে সাব-পয়েন্টগুলির সংক্ষিপ্তসারের উদাহরণ
পাঠ্য: রোমীয় ১:১৬-১৭ ক। পৌল খ্রিস্টের সুসমাচার নিয়ে লজ্জিত নন। ১। কোনোকিছু নিয়ে লজ্জিত হওয়ার মানে কী? ২। পৌল কীভাবে খ্রিস্টের সুসমাচারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন? খ। তিনি লজ্জিত নন কারণ সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি। ১। সুসমাচার হল ঈশ্বরের শক্তি। ২। ঈশ্বরের শক্তি পরিত্রাণ আনে। ৩। "যারা বিশ্বাস করে প্রত্যেকের" মধ্যে ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণকে কার্যকর করেন। (ক) ঈশ্বর প্রত্যেক ইহুদি বিশ্বাসীকে পরিত্রাণ দেন। (খ) ঈশ্বর প্রত্যেক "অইহুদি"বিশ্বাসীকে পরিত্রাণ দেন। (পৌল "অইহুদি" বলতে কী বুঝিয়েছেন?) গ। সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি, কারণ এটি ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশ করে যা বিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করতে হবে। ১। ঈশ্বরের ধার্মিকতা সুসমাচারের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। (পৌল "ঈশ্বরের ধার্মিকতা" বলতে কী বুঝিয়েছেন?) ২। ঈশ্বরের ধার্মিকতা "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে" প্রকাশিত হয়। (পৌল "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে" বলতে কী বুঝিয়েছেন?)

স্টাডি আউটলাইনের জন্য অনুচ্ছেদের সহজ পয়েন্ট এবং সাব-পয়েন্টগুলি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন যে একটি ব্যাখ্যামূলক সারমন সরাসরি পাঠ্যটি দ্বারাই পরিচালিত হয়। প্রচারক পাঠ্যের ওপর কোনো কাঠামো চাপিয়ে দেন না; তিনি পাঠ্যের সহজাত কাঠামোটাই অনুসরণ করেন। একজন বাইবেল ব্যাখ্যাকারীর কাজ জন্য পাঠ্য কী বলছে তা শোনা।

সারমন বিকশিত করা

আপনার আউটলাইনে বিষয়বস্তু যুক্ত করুন

আপনি আপনার স্টাডি আউটলাইন প্রস্তুত করার পরে, আপনি এই প্রাথমিক আউটলাইনে বিষয়বস্তু যোগ করা শুরু করতে প্রস্তুত। পাঠ্য বিশ্লেষণ করার সময়, পাঠ্য সম্পর্কে এমনকিছু প্রশ্ন থাকতে পারে যার উত্তর আপনি এখনও দেননি। এই পর্যায়ে, আপনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন। পাঠ্যটি কি **বলছে** তা আপনি অধ্যয়ন করেছেন; আপনি এটির **অর্থ** অধ্যয়ন করা চালিয়ে যান।

আপনার প্রস্তুতির পরবর্তী ধাপ হল এই পদগুলির লেখক আমাদের কী বলতে চেয়েছিলেন সেই সম্পর্কে আরও সুস্পষ্টতা খুঁজে বের করা। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ "যখন বাইবেল কথা বলে, তখন ঈশ্বর কথা বলেন।"[11] লেখক যা বলতে চেয়েছেন তা ঈশ্বর আমাদের বলতে চান। একজন প্রচারক হিসেবে, আপনাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বার্তার সাথে নিজেকে সনাক্ত করতে হবে এবং স্পষ্টতা ও আবেগের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

এটি করার ফলে, আপনার কাছে উপলভ্য অধ্যয়ন সংক্রান্ত যেকোনো উপকরণই আপনি বুদ্ধিদীপ্তভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। যদি সম্ভব হয়, নিম্নলিখিত স্টাডি টুলগুলি ব্যবহার করুন:

- বাইবেল অভিধান
- নির্ঘন্ট (কনকর্ডেন্স)
- বাইবেল ম্যাপ
- বাইবেল জ্ঞানকোষ (এনসাইক্লোপিডিয়া)
- শব্দ অধ্যয়ন (ওয়ার্ড স্টাডিস)
- টীকাভাষ্য (কমেন্টারি) সমূহ

পাঠ্য এবং তার অর্থ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সাথে সাথে আপনার স্টাডি আউটলাইনে উপযুক্ত শিরোনামের অধীনে সংক্ষিপ্ত নোটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সংক্ষিপ্ত করুন।

খুব বেশি নোট অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন, নয়তো আপনার সারমনটি খুব দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং আপনার শ্রোতাদের জন্য তা অনুসরণ করা কঠিন হবে। পরিবর্তে, তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি খুঁজে বের করুন যা আপনাকে পাঠ্যটির অর্থ আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার কাজে সাহায্য করতে পারে। আপনার অধ্যয়নের নোটগুলি এমনভাবে নথিবদ্ধ করুন যাতে আপনি একজন সাধারণ শ্রোতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।

---

[11] Albert Mohler in *Five Views on Biblical Inerrancy* (Grand Rapids: Zondervan Press, 2013)

যে তথ্যগুলি দেখবেন:

- ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট – এটি যখন লেখা হয়েছিল তখন কী চলছিল?
- শব্দের অর্থ – গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি কি আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন?
- ভূগোল – আপনার পাঠ্যে কি কোনো শহর বা স্থানের উল্লেখ আছে? যাদের কাছে এটি প্রথমবার লেখা হয়েছিল সেই লোকেদের অবস্থান কোথায় ছিল? একটি বাইবেল অ্যাটলাস, বাইবেল অভিধান, বা বাইবেল এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে আপনি কী শিখতে পারেন তা দেখুন।

যদি আপনার এখনও পাঠ্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে অন্যান্য বাইবেল স্কলারদের থেকে আরো জানার জন্য বাইবেল টীকাগুলি পড়ুন।

আপনার স্টাডি আউটলাইনের একটি প্রচার আউটলাইনে রূপান্তর

পাঠ্যটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পরে, আপনি এবার আপনার স্টাডি আউটলাইনটিকে একটি প্রচার আউটলাইনে রূপান্তরিত করবেন। প্রচার আউটলাইন হল আপনার স্টাডি আউটলাইনে আপনি যে বিষয়গুলি প্রস্তুত করেছেন তার একটি পুনর্বিবেচনা। আপনার প্রচার আউটলাইনটিতে আপনার স্টাডি আউটলাইনের পয়েন্টগুলি থাকা উচিত এবং সেগুলিকে আরো সহজ, আরো সৃজনশীল উপায়ে প্রকাশ করা উচিত।

একটি স্টাডি আউটলাইনের উদ্দেশ্য হল:

- লেখকের ভাবনার প্রবাহটি তুলে ধরা।
- লেখকের ভাবনা অনুযায়ী আপনার বার্তাটি গড়ে তোলা।
- আপনার স্টাডি নোটস এবং বার্তার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করা।
- অনুচ্ছেদটির বার্তায় মনোনিবেশ করতে আপনাকে সাহায্য করা।
- এমন পয়েন্টগুলি যোগ করা এড়িয়ে চলা যেগুলি পাঠ্য থেকে আসে না (এমনকি যদি সেগুলো অন্য সারমনের জন্য ভালো পয়েন্ট হয়েও থাকে)।

একটি প্রচার আউটলাইনের উদ্দেশ্য হল:

- এটিকে সহজ করে তোলা যাতে আপনার শ্রোতারা বার্তাটি বুঝতে পারে এবং তা মনে রাখতে পারে।
- আপনার শ্রোতাদের হৃদয়ে এবং জীবনে বাস্তবিক উপায়ে বার্তাটি প্রয়োগ করা।
- আপনার শ্রোতাদের শাস্ত্রীয় পাঠ্যটির বার্তার অনুযায়ী কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা।
- একটি ভাববাণীমূলক বোধে আপনার শ্রোতাদের জীবনের জন্য অনুচ্ছেদের সত্য সম্পর্কে বলা।

স্টাডি আউটলাইন	প্রচার আউটলাইন
বার্তাটির একটি বাইবেলভিত্তিক কাঠামো প্রদান করে	বার্তাটির জন্য একটি সুস্পষ্ট এবং মনে রাখার মতো উপস্থাপনা প্রদান করে
পাঠ্যের সাথে সারমনটিকে সংযুক্ত করে	পাঠ্যটিকে শ্রোতার জীবনের সাথে সংযুক্ত করে
সঠিক তথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে	সঠিক প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে
নিশ্চিত করে যে বার্তাটি বাইবেলভিত্তিক	নিশ্চিত করে যে বার্তাটি প্রাসঙ্গিক
অংশটির উদ্দেশ্য খুঁজে বের করে	একটি ভাববাণীমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করে
পাঠ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করে	পাঠ্যের উপদেশ প্রদান করে

স্টাডি আউটলাইন আপনাকে পাঠ্যটির মানে বুঝতে এবং তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছে। সেই পর্যায়ের জন্য, বিশদ বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অধ্যয়নে, আপনি ব্যাখ্যার **বিজ্ঞান** নিয়ে কাজ করছিলেন।

প্রচার আউটলাইন তুলনামূলকভাবে কম সুনির্দিষ্ট। এটি সংযোগ স্থাপনের **শিল্পকলায়** বেশি মনোযোগ দেয়। আপনার প্রচার আউটলাইন নিয়ে সৃজনশীল এবং কল্পনাপ্রবণ হন।

প্রতিটি সারমনে একই ধরনের আউটলাইন ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন; আপনি সৃজনশীল হতে চান যাতে প্রতিবার আপনি প্রচার করার সময় শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে তা শোনে। তবে, সৃজনশীলতা যেন আপনাকে পাঠ্যের বার্তা থেকে দূরে নিয়ে না যায় তা খেয়াল রাখবেন। প্রচার আউটলাইন প্রস্তুত করার সময়, আপনি পাঠ্যের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছেন তা নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে ক্রমাগত স্টাডি আউটলাইন দেখতে থাকতে হবে।

একটি প্রচার আউটলাইনের জন্য কিছু পরামর্শ

(১) আপনার প্রচার আউটলাইনকে সরাসরি আপয়ানার শ্রোতাদের সাথে কথা বলতে দিন।

যেহেতু একটি সারমন প্রত্যুত্তর বা প্রতিক্রিয়া দাবি করে, তাই আপনার আউটলাইন যেন সম্ভব হলেই শ্রোতাদের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারে। যে আউটলাইন সরাসরি শ্রোতাদের সাথে সংযোগ করতে পারে তা বেশি প্রভাবশালী হবে। তারা জানবে যে তাদের অতি অবশ্যই কিছু একটা ***করতে হবে***। এটি কেবল জেনে রাখার মতো একটা তথ্য নয়; এটি এমনকিছু যা তাদের জীবনে ***প্রয়োগ*** করতে হবে।

শ্রোতাদের সাথে সরাসরি কথা বলার উদাহরণ
স্টাডি আউটলাইন: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আবশ্যিকভাবে ঈশ্বরের অস্ত্রসজ্জা পরিধান করা উচিত।
প্রচার আউটলাইন: আপনার অস্ত্রসজ্জা পরিধান করুন!

(২) সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করুন।

সুস্পষ্টভাবে সংযোগ স্থাপন করার জন্য, যখনই সম্ভব সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করুন।

সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করার উদাহরণ
অপূর্ণ বাক্য: প্রার্থনার অগ্রাধিকার
সম্পূর্ণ বাক্য: প্রার্থনাকে অগ্রাধিকার দিন।

(৩) সক্রিয় শব্দ ব্যবহার করুন।

যেহেতু একটি সারমন শ্রোতাদের একটি প্রতিক্রিয়া জানানোর আহ্বান করে, তাই আপনাকে যখনই সম্ভব মুখ্য বা সরাসরি ভাষায় [active language] কথা বলতে হবে।

মুখ্য ভাষা ব্যবহারের উদাহরণ
নিষ্ক্রিয় ভাষা: আশীর্বাদ যা বাধ্যতা থেকে আসে!
সংষ্ক্রিয় ভাষা: বাধ্যতা আশীর্বাদ নিয়ে আসে!

(৪) সহজ ভাষা ব্যবহার করুন।

প্রচারকের লক্ষ্য হল লোকেদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা, প্রচারকের শব্দভান্ডার দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা নয়। যখন আপনার ব্যবহার করা বড় বড় শব্দ লোকেরা বুঝতে পারে না, তখন আপনি একটি জীবন পরিবর্তনকারী বার্তা তুলে ধরতে ব্যর্থ হন। ঈশ্বরের শব্দের শক্তি দিয়ে লোকেদের প্রভাবিত করুন, আপনার শেখা দীর্ঘ শব্দ দিয়ে নয়।

প্রেরিত পৌল একজন মহান পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একাধিক ভাষা জানতেন; তিনি গ্রীক দর্শন, হিব্রু ধর্মতত্ত্ব এবং রোমান রাজনীতি নিয়ে তর্ক করতে পারতেন। পৌল যদি চাইতেন, তাহলে তিনি এমন জটিল শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন যা কারোর বোধগম্য নয়; কিন্তু পৌল যখন প্রচার করেছিলেন, তখন তিনি সুসমাচারের সরলতার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি, যারা বিশ্বাস করে, সবার আগে ইহুদিদের জন্য এবং অইহুদিদের জন্যও (রোমীয় ১:১৬)।

মধ্যযুগে জোহানেস (Johannes) নামের এক বিশপ একজন বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। তার কথায় আবেগ এবং বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেত। বহু লোক জোহানেসের কথা শুনতে আসত। লোকেরা তাদের বিশপের প্রতি খুবই মুগ্ধ ছিল। তবে, যখনই জোহানেস পুলপিট থেকে বেরিয়ে যেতেন, একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলতেন, "বড় জোহানেস; ছোটো যিশু।"

বিশপ তাঁর কথায় বিরক্ত হতেন। অবশেষে, তিনি পুলপীট থেকে অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন করেন। প্রায় এক বছর ধরে, তিনি নতুন নিয়ম পড়েন এবং যিশুর জীবন ও সুসমাচারের শক্তি নিয়ে ধ্যান করেন।

ইস্টার রবিবারে বিশপ জোহানেস পুলপীটে ফিরে আসেন। সেদিন ক্যাথিড্রালে প্রচুর মানুষের ভিড়। এক বছর পর, তারা একটি দুর্দান্ত সারমনের আশায় ছিল। জোহানেস কথা বলার জন্য পুলপিটে এলেন। তিনি শুরু করলেন, "যিশু খ্রিষ্ট" – এবং থেমে গেলেন। এই এক বছরে প্রার্থনা এবং অধ্যয়নের সময় তিনি যিশু সম্পর্কে যা শিখেছিলেন তা মনে করে তিনি কাঁদতে

শুরু করেন। তার সারমন প্রচার করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টার পরে, জোহানেস পুলপীঠ থেকে নেমে আসেন এবং বিব্রত অবস্থায় ক্যাথিড্রালের পিছনে চলে যান। তিনি যখন সেই বৃদ্ধ মহিলাটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাকে বলতে শুনলেন, "ছোটো জোহানেস; বড় যিশু।"

একজন প্রচারকের লক্ষ্য হতে হবে, "ছোটো আমি; বড় যিশু।" সহজ ভাষা যা সুসমাচারকে শক্তির সাথে সংযুক্ত করে তা বক্তার পরিবর্তে যিশুকে উচ্চতর করে।

একটি ব্যাখ্যামূলক সারমন প্রস্তুত পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার

(১) বাইবেলের পাঠ্য

ক। একটি মূল পদ বা অনুচ্ছেদ দিয়ে শুরু করুন।

খ। প্রেক্ষাপট বা বিষয়বস্তু চিহ্নিত করুন।

গ। পাঠ্যটি আত্মস্থ করুন।

ঘ। পাঠ্যটি বিশ্লেষণ করুন।

ঙ। বাইবেলের পাঠ্যটি এটির সহজাত ভাবনার ক্রমানুযায়ী সাজান (সহজ রূপরেখা)।

(২) স্টাডি আউটলাইন

ক। সহজ আউটলাইনের মূল পয়েন্টগুলি সংক্ষিপ্ত করুন।

খ। বিভাগ এবং উপবিভাগ অনুযায়ী সহজ আউটলাইনটিকে বিন্যস্ত করুন।

গ। পরবর্তী অধ্যয়নের জন্য একটি সহায়িকা হিসেবে স্টাডি আউটলাইনটি ব্যবহার করুন।

ঘ। আউটলাইনে বিষয়বস্তু যোগ করুন।

(৩) প্রচার আউটলাইন

ক। সহজ বক্তব্যে স্টাডি আউটলাইনের মূল পয়েন্টগুলিকে পুনর্বিবৃত করুন।

খ। অনুসরণ করা এবং মনে রাখার জন্য এটিকে সহজ রাখুন।

গ। এটিকে ভাববাণীমূলক করুন (শ্রোতাদের জীবনের জন্য সত্য সম্পর্কে কথা বলা)।

ঘ। সৃজনশীল হন।

উপসংহার

► এই পাঠের শুরুতে ফিরে যান এবং ব্যাখ্যামূলক সারমনের সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা করুন।

ব্যাখ্যামূলক প্রচার করা কঠিন কাজ। পাঠ্যটির গভীরে প্রবেশ করার জন্য, ঈশ্বরের বাক্য কী বলে তা বোঝার জন্য এবং তারপর আজকের শ্রোতাদের কাছে পাঠ্যটি তুলে ধরার জন্য এটির একটি প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। এটি কঠিন কাজ, কিন্তু এটি ফলপ্রসূ। আমরা প্রচার করি কারণ "যা প্রচারিত হয়েছিল সেই মূর্খতার মাধ্যমে যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাদের পরিত্রাণ দিতে প্রীত হলেন" (১ করিন্থীয় ১:২১)। যখন আমরা খ্রিষ্টের ক্রুশারোপণ প্রচার করি, তখন আমরা সুসমাচারের শক্তি দেখতে পাই কারণ ঈশ্বরের মূর্খতা মানুষের জ্ঞান থেকেও বেশি জ্ঞানসম্পন্ন (১ করিন্থীয় ১:২৫)।

৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

এই পাঠে কোনো পরীক্ষা থাকবে না। পরিবর্তে, একটি ব্যাখ্যামূলক সারমন তৈরি করা এবং প্রচার করা অনুশীলন করবেন।

(১) একটি পাঠ্য বেছে নিন যার ওপর আপনি প্রচার করতে চান। এই পাঠের ধাপগুলি ব্যবহার করে শাস্ত্রের অংশটির একটি বিশদ অধ্যয়ন করুন।

(ক) পাঠ্যটি রপ্ত করুন। এটি অন্তত ১০ বার পড়ুন এবং লেখকের আবেগটি অনুভব করুন।

(খ) এই পাঠে দেওয়া পাঁচটি পর্যায়ে ব্যবহার করে পাঠ্যটি বিশ্লেষণ করুন।

(গ) অংশটির জন্য একটি স্টাডি আউটলাইন তৈরি করুন।

(ঘ) আপনার আউটলাইনে বিষয়বস্তু যোগ করুন।

(ঙ) অংশটির জন্য একটি প্রচার আউটলাইন তৈরি করুন।

(২) আপনার প্রস্তুত করা সারমনটি ক্লাসের সামনে প্রচার করুন। এই সারমনটি ১২-১৫ মিনিটের হওয়া উচিত। ক্লাসের প্রত্যেক সদস্যকে এই কোর্স গাইডের পিছনে দেওয়া অ্যাসেসমেন্ট ফর্মটি পূরণ করতে হবে।

পাঠ ৬
লিখিত সংযোগ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) শাস্ত্রে থাকা লেখার গুরুত্ব বুঝবে।

(২) লেখা সম্পর্কে যিরমিয় যে শিক্ষা দিয়েছেন তা জানবে।

(৩) খ্রিষ্টীয় লিডারদের জন্য লেখার গুরুত্ব বুঝবে।

(৪) ভালো লেখার জন্য বাস্তব পরামর্শগুলি শিখবে।

(৫) বিশ্বাসী বন্ধুদের জন্য সংক্ষিপ্ত, বাস্তবসম্মত, এবং উৎসাহমূলক কিছু লিখবে।

ভূমিকা

কিছু বছর আগে, স্যামুয়েল ড. ড্যানি ম্যাককেইন (Dr. Danny McCain)'র একটি বই পড়েছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ড. ম্যাককেইন'র সুপারিশগুলি অনুসরণ করবেন। তিনি এটা দেখে অবাক হয়েছিলেন যে তার মন্ডলী তার তৈরি করা পরিবর্তনের দ্রুত প্রভাবিত হচ্ছিল। তিনি ড. ম্যাককেইন'র সাথে দেখা করার জন্য জোস শহরে আসার এবং তার লেখা প্রতিটি বইয়ের একটি করে কপি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরে, স্যামুয়েল পাস্টার বন্ধুদের কাছে বইগুলি বিক্রি করার জন্য সেগুলি কিনতে বেশ কয়েকবার জোস শহরে যান। অন্যান্য লিডাররাও তাদের অধীনে থাকা হাজার হাজার লোকের কাছে ড. ম্যাককেইন'র ধারণাগুলি প্রচার করেছিলেন। এটি হল এই সত্যটির উদাহরণ যে আপনার লেখা এমন লোকেদের কাছেও প্রচারিত হতে পারে যাদের সাথে আপনার কখনো দেখাই হয়নি। এটিই হল লেখার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করার আশীর্বাদ।

বাইবেলে লেখা

যখন ঈশ্বর মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতেন, তিনি প্রায়শই লিখিত সংযোগ বেছে নিতেন। লেখার কথা শাস্ত্রে অন্তত ৫০০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। লেখার প্রথম রেফারেন্সটি হল অমালেকীয়দের জন্য ঈশ্বরের বিচারের নথি।

> অতএব যিহোশূয় তরোয়াল দিয়ে অমালেকীয় সৈন্যদলকে পরাস্ত করলেন। পরে সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "স্মরণযোগ্য করে রাখার জন্য এটি একটি গোটানো চামড়ার পুঁথিতে লিখে রাখো এবং নিশ্চিত কোরো যেন যিহোশূয় তা শোনে, কারণ আকাশের নিচ থেকে অমালেকের নাম আমি পুরোপুরি মুছে ফেলব" (যাত্রাপুস্তক ১৭:১৩-১৪)।

লেখার শেষ রেফারেন্সটি হল ঈশ্বরের লোকেদের জন্য একটি মহান ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞা।

যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বললেন, "আমি সবকিছুই নতুন করছি!" তারপর তিনি বললেন, "লিখে নাও, কারণ এসব বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যি" (প্রকাশিত বাক্য ২১:৫)।

► উল্লিখিত পদগুলি পড়ুন যা লেখা সম্পর্কে শাস্ত্রীয় গুরুত্ব তুলে ধরে: যিশাইয় ৩০:৮, যিরমিয় ৩৬:১-২, এবং প্রেরিত ১৫:১৯-২০।

এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল যা ঈশ্বর তাঁর দাসদের লেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন:

- ইস্রায়েল পরিচালনার জন্য প্রদত্ত আইন (যাত্রাপুস্তক ৩৪:২৭, দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৮, দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:৩)
- বাড়ির দরজা এবং চৌকাঠে লেখার জন্য ঈশ্বরের বাক্য (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৯, দ্বিতীয় বিবরণ ১১:২০)
- গান (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:১৯)
- ঈশ্বরের লোকেদের জন্য বাক্য (যিশাইয় ৮:১)
- ভাববাণীসমূহের একটি বই (যিরমিয় ৩০:২, যিরমিয় ৩৬:২, ২৮)
- মন্দিরের একটি বর্ণনা (যিহিষ্কেল ৪৩:১১)
- ঈশ্বরের থেকে বিভিন্ন প্রকাশ (হবককূক ২:২)
- মন্ডলীগুলির জন্য বিভিন্ন বার্তা (প্রকাশিত বাক্য ১:১১, ১৯; প্রকাশিত বাক্য ২:১, ৮, ১২, ১৮; প্রকাশিত বাক্য ৩:১, ৭, ১৪)

সেইসাথে, পবিত্র আত্মা বাইবেলের লেখকদের শাস্ত্র লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। পবিত্র আত্মা শাস্ত্রের লেখকদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন, তাই তাদের সমস্ত ধারণাই ছিল ঈশ্বরের বাক্য, এবং তাঁরা ভুল থেকে সুরক্ষিত ছিলেন (২ তিমথি ৩:১৬, ২ পিতর ১:২১)।

ঈশ্বর সবকিছু জানেন। তিনি সংযোগ স্থাপন করার এবং সত্য সংরক্ষণ করা শ্রেষ্ঠ উপায় জানেন। এই কারণেই ঈশ্বর মানুষকে সেই সমস্ত সত্যের বিষয়ে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যা তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরতে চান। ঈশ্বরের নিজের উদাহরণ হল লেখার গুরুত্বের একটি প্রকাশ। যদি লেখা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তা আমাদের কাছেও সমান গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।

যিরমিয়'র থেকে শিক্ষালাভ

যিরমিয় ৩৬ অধ্যায় যিরুশালেম পতনের আগের শেষ কয়েকদিনের সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত কাহিনী প্রচার করে। যিহূদার এমন অবনতি হয়েছিল যে সমগ্র জাতি দ্রুত বন্দীদশায় পড়তে চলেছিল। যিরমিয় আসন্ন বিচার সম্পর্কে কয়েক বছর ধরে ভাববাণী করছিলেন, কিন্তু তার বার্তাগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এক সময়ে, যখন তিনি লুকিয়ে ছিলেন, সদাপ্রভু যিরমিয়কে বলেছিলেন বারূককে সেই নির্দেশগুলি দিতে যেগুলি সদাপ্রভু তাকে দিয়েছিলেন। বারূক সেই কথাগুলি লেখেন, তারপর যিরমিয় তাঁকে মন্দিরে গিয়ে লোকেদের কাছে এই বার্তাগুলি পড়তে বলেন।

যখন বারূক সেগুলি পড়েছিলেন, তখন মীখায়া তা শুনতে পান। তিনি সরকারি নেতাদের কাছে গিয়ে যা শুনেছেন সেই সম্পর্কে বলেন। নেতারা বারূককে আসার জন্য এবং যিরমিয় যা লিখেছেন তা পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। যখন বারূক সেগুলি সকলের সামনে পড়েন, তাঁরা ভীত হন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে রাজার এই বার্তাটি শোনা প্রয়োজন।

পুঁথিটি রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যিহূদী তাকে সেগুলি পড়ে শোনান। দিনটি শীতল ছিল এবং সেখানে চুল্লীতে আগুন জ্বলছিল। যিহূদী যখন পুঁথিটি পড়ছিলেন, রাজা সদ্য পড়া কিছু অংশ একে একে কেটে আগুনে ফেলে দেন। কিছু সচিব রাজার কাছে পুঁথিটি নষ্ট না করার অনুরোধ করেন, কিন্তু সেই বার্তাটির কারণে তিনি অনুতপ্ত হননি।

রাজা এই বইটি নষ্ট করে ফেলার পরে, সদাপ্রভু যিরমিয়কে আরেকটি পুঁথিতে আগে যা যা লেখা হয়েছিলে, সেইসব আবার লিখতে বলেন। কেউ একই কাজ দু'বার করতে পছন্দ করে না, কিন্তু যিরমিয় কথা শুনেছিলেন।

> সেইজন্য যিরমিয় অন্য একটি পুঁথি নিলেন। তিনি সেটি নেরিয়ের পুত্র লেখক বারূককে দিলেন। আর যিরমিয় যেভাবে বলে গেলেন, বারূক প্রথম পুঁথি, যে পুঁথিটি যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, তার সব কথা তার মধ্যে লিখলেন(যিরমিয় ৩৬:৩২)।

যিরমিয় লেখার গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন

আমাদের লেখা এমন সমস্ত জায়গায় যেতে পারে যেখানে আমরা যেতে পারি না।

যখন যিরমিয় লেখার বিষয়ে সদাপ্রভুর নির্দেশ গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি লুকিয়ে ছিলেন। যিরমিয় বারূককে বলেছেন:

> আমি অবরুদ্ধ আছি, আমি সদাপ্রভুর মন্দিরে যেতে পারি না। তাই এক উপবাসের দিনে তুমি সদাপ্রভুর গৃহে যাও এবং লোকদের কাছে পুঁথিতে লেখা সদাপ্রভুর বাক্য পাঠ করো, যেগুলি আমি মুখে বলেছিলাম ও তুমি লিখেছিলে। সেগুলি যিহূদার নগরগুলি থেকে আসা সব লোকের কাছে পাঠ করো (যিরমিয় ৩৬:৫-৬)।

যদিও যিরমিয় মন্দিরে যাননি, তবুও তাঁর বার্তা লিখিত আকারে প্রচারিত হয়েছিল।

এই কোর্সের লেখক প্রচার করা উপভোগ করেন। এটি তার পছন্দের দায়িত্ব। তবে, তিনি ক্রমাগত সচেতন হয়ে উঠেছেন যে তাঁর প্রচার করা সারমনগুলির চেয়ে তাঁর লেখাগুলির প্রভাব অনেক বেশি থাকবে। তাঁর মৃত্যুর পরেও, তাঁর বইগুলি ক্রমাগত প্রচার করতে থাকবে। তাঁর বইগুলি এমন সমস্ত জায়গায় যেতে পারে যেখানে তিনি কখনো যাবেন না। একদিন তিনি তার একটি বইয়ের স্প্যানিশ অনুবাদ পেয়েছিলেম। এটি বলিভিয়াতে অনুবাদ করা হয়েছিল, যে দেশে তিনি কখনোই যাননি। এটাই হল লেখার মাহাত্য। আমাদের লেখা এমন সমস্ত জায়গায় যেতে পারে যেখানে আমরা কখনো যাব না।

আমাদের লেখা এমনভাবে কথা বলতে পারে যেভাবে আমরা বলতে পারি না।

যিরমিয় একজন বিশ্বস্ত ভাববাদী ছিলেন। তিনি বহুবার প্রচার এবং ভাববাণী করেছিলেন। তবে, তিনি একটি নতুন এবং আলাদা উপায়ে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ দেখেছিলেন। তাঁর কথাগুলি লক্ষ্য করুন:

> হয়তো তারা তাদের আবেদন সদাপ্রভুর সামনে নিয়ে আসবে এবং প্রত্যেকে তার দুষ্ট জীবনাচরণ থেকে ফিরে আসবে। কারণ সদাপ্রভু এই লোকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধ ও রোষের কথা ঘোষণা করেছেন (যিরমিয় ৩৬:৭)।

পড়ার আকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ছিল। যিরমিয়'র কথাগুলির ফলাফল দেখা যাক:

> যখন শাফনের পুত্র গমরিয়ের পুত্র মীখায়া ওই পুঁথিতে লেখা সদাপ্রভুর বাক্যগুলি শুনলেন, তিনি রাজপ্রাসাদের সচিবের কক্ষে গেলেন, যেখানে সব রাজকর্মচারী বসেছিলেন: সচিব ইলীশামা, শময়িয়ের পুত্র দলায়, অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথন, শাফনের পুত্র গমরিয়, হনানিয়ের পুত্র সিদিকিয় এবং অন্যান্য সব কর্মচারী।

> বারূক সেই পুঁথি থেকে লোকদের কাছে যা পাঠ করেছিলেন, সে সমস্তই মীখায়া তাদের কাছে বললে পর, রাজকর্মচারীরা কূশির প্রপৌত্র শেলেমিয়ের পৌত্র নথনিয়ের পুত্র যিহূদীকে বারূকের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন, "লোকদের কাছে তুমি যে পুঁথি থেকে পাঠ করেছ, সেটি নিয়ে এখানে এসো।" তাই নেরিয়ের পুত্র বারূক সেই পুঁথিটি হাতে নিয়ে তাদের কাছে গেলেন।
>
> তারা তাঁকে বলল, "আপনি দয়া করে বসুন এবং এই পুঁথি থেকে আমাদের পড়ে শোনান।" বারূক তাদের কাছে তা পড়ে শোনালেন। তারা যখন সেইসব বাক্য শুনল, তারা ভয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বারূককে বলল, "আমরা অবশ্যই এই সমস্ত কথা রাজাকে জানাব।" (যিরমিয় ৩৬:১১-১৬)।

মীখায়া এবং অন্যান্য সচিবদের কাছে যিরমিয় অপরিচিত ছিলেন না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেকেই যিরমিয়'র প্রচার শুনেছিলেন। তবে, যখন তাঁর লেখাগুলি তাঁরা শুনেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁর কথ্য সংযোগের চেয়ে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

লিখিত সংযোগ কথ্য সংযোগের চেয়ে ভিন্নভাবে সংযোগ স্থাপন করে। কিছু কিছু লোক কথ্য সংযোগে তুলনামূলক ভালো প্রতিক্রিয়া জানাবে। আবার কিছু লোক লিখিত সংযোগে তুলনামূলক ভালো প্রতিক্রিয়া জানাবে। লিখিত সংযোগ একটি ভিন্ন ধরণের লোকের কাছে পৌঁছাবে এবং কথ্য সংযোগের চেয়ে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করবে।

আমরা না থাকলেও আমাদের লেখাগুলি কথা বলবে।

আমাদের মিনিস্ট্রি সংরক্ষণ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলির মধ্যে একটি হল লেখা। যিরমিয় প্রায় ২,৫০০ বছর আগে মারা গেছেন, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার লোক আজ সকালে তাঁর লেখা পড়েছে। জন কেলভিন তাঁর মৃত্যুর ৪৫০ বছর পরেও প্রচার করে চলেছেন। জন ওয়েসলি তাঁর মৃত্যুর ২০০ বছর পরেও প্রচার করে চলেছেন।

মনে রাখবেন, "যাকে অনেক দেওয়া হয়েছে, তার কাছে দাবিও করা হবে অনেক" (লূক ১২:৪৮)। যদি ঈশ্বর আপনাকে লেখার দক্ষতা দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার অবশ্যই ঈশ্বর আপনাকে যে পাঠগুলি দিয়েছেন তা সংরক্ষণ করা উচিত। আপনি চলে যাওয়ার বহু বছর পরেও আপনার মিনিস্ট্রি চলতে থাকবে। যদি আপনার প্রাথমিক মিনিস্ট্রি প্রচার করা হয়, ঈশ্বরের কাছে জানতে চান যে আপনি লেখার মাধ্যমে তাঁর রাজত্বে পরিচর্যা করতে পারেন কিনা।

যিরমিয় নিরুৎসাহের সময়ে অধ্যবসায় প্রদর্শন করেছেন।

লেখা একটি পরিশ্রমসাধ্য কাজ। আপনি চিন্তা করেন, আপনি লেখেন, আপনি পুনরায় লেখেন, এবং অবশেষে আপনি ঠিক যেমনভাবে বার্তাটি চান তা পান। একজন লেখকের কাছে সবচেয়ে হতাশাজনক যা ঘটতে পারে তা হল তার লেখা কোনোকিছু হারিয়ে যাওয়া। আপনি একটা ডকুমেন্ট আপনার কম্পিউটারে সঠিভাবে সেভ করার আগে কারেন্ট চলে যাবে,

বা তার লেখা পাতাগুলি কোনোকিছুতে নষ্ট হয়ে পাবে। আপনি যা হারিয়ে ফেলেছেন তা আবার লেখার চেষ্টা করা খুব হতাশাজনক।[12]

এটি যিরমিয়ের সাথেও হয়েছিল। তিনি সেই সমস্ত বার্তা নথিবদ্ধ করেছিলেন যা সদাপ্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন, এবং তারপর সেই বার্তাগুলি হারিয়ে গিয়েছিল। এটি অবশ্যই খুব হতাশাজনক। তবে, ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে আবার কথা বলেছিলেন এবং সবকিছু আবার লিখতে বলেছিলেন।

আমাদের জন্য অনেকেই অভিযোগ করার জন্য উত্তেজিত হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করতেন: "কেন তুমি আমার লেখাগুলি রক্ষা করলে না?" তবে, যিরমিয় নিজের মধ্যে সেইসব প্রশ্নগুলি তৈরিই করেননি। তিনি সোজাসুজি কাজে ফেরত গিয়েছিলেন।

> সেইজন্য যিরমিয় অন্য একটি পুঁথি নিলেন। তিনি সেটি নেরিয়ের পুত্র লেখক বারূককে দিলেন। আর যিরমিয় যেভাবে বলে গেলেন, বারূক প্রথম পুঁথি, যে পুঁথিটি যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, তার সব কথা তার মধ্যে লিখলেন। **এর অতিরিক্ত আরও অন্য অনুরূপ কথা এর মধ্যে সংযোজিত হল** (যিরমিয় ৩৬:৩২, অতিরিক্ত সংযোজিত)।

শেষের ফলাফল আগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। যিরমিয় প্রথমবার যা লিখেছিলেন তার চেয়ে বেশিকিছু সেই নথিতে যোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিছুই হারিয়ে যায়নি কিন্তু আরো কিছু সংযোজিত হয়েছিল। ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বে যিরমিয়ের কাজকে সাময়িকভাবে হারিয়ে যেতে দিয়েছিলেন। তবে, পুনর্লিখনের পদ্ধতিতে, আরো ভালো একটি নথি তৈরি হয়েছিল। মূল বিষয় হল যে আমাদের কখনোই নিজেদের হতাশ করা উচিত নয়। আমাদের সমস্ত সংযোগে, লেখা হোক বা মৌখিক, আমাদের ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, এবং আমরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।

লেখার গুরুত্ব

আমাদের কেন লেখা উচিত তার একাধিক কারণ আছে। এখানে কিছু কারণ দেখানো হল যে লেখা খ্রিস্টীয় লিডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(১) আপনি যা পড়েন তার চেয়ে আপনি যা লেখেন তা আপনার ভাবনা-চিন্তাকে অনেক বেশি উন্নত করবে।

আপনার মস্তিষ্ক যত বেশি নিযুক্ত, আপনি তত বেশি মৌলিক এবং সৃজনশীলন বিষয় চিন্তা করবেন। পড়া চিন্তাকে উদ্দীপিত করে, কিন্তু লেখার জন্য আরো বেশি মনোসংযোগ প্রয়োজন। লেখা সাধারণত পড়ার চেয়ে বেশি মৌলিক চিন্তা উৎপন্ন করে। আপনি যখন কিছু পড়ছেন তখন আপনার মনের কোনোকিছু ভাবনা-চিন্তা করা খুব সহজ; কিন্তু আপনি যখন লিখছেন তখন

[12] লেখকদের তাদের লেখার একাধিক কপি রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বর সার্বভৌমভাবে যিরমিয়ের প্রথম নথির ধ্বংস ব্যবহার করেছিলেন। যাইহোক, আমরা সবসময় অনুমান করতে পারি না যে একই জিনিস আমাদের সাথে ঘটবে। কখনো কখনো শিক্ষার্থীরা সশস্ত্র ডাকাত বা আগুনের কারণে প্রজেক্টের জন্য তাদের গবেষণাপত্র হারায়। আপনি যদি একটি কম্পিউটারে জিনিসগুলি সংরক্ষণ করেন তবে আপনার এই নথিগুলি নিয়মিত দুটি জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত। যদি আপনার লেখা কাগজে থাকে, তাহলে আপনার সমস্ত নথি ফটোকপি করা উচিত এবং কপিগুলি একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত।

আপনার মনের কোনোকিছু ভাবনা-চিন্তা করা অনেক বেশি কঠিন। আপনি যত বেশি লিখবেন, আপনি তত বেশি চিন্তা করবেন; আপনি যত বেশি চিন্তা করবেন, আপনার চিন্তাগুলি (নতুন চিন্তাগুলি) তত বেশি মৌলিক হবে।

(২) আপনি যা বলেন তার চেয়ে আপনি যা লেখেন তা আরো সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হবে।

যখন একজন ব্যক্তি পাঠ্যের দিকে না তাকিয়ে কথা বলেন, তাঁর সংযোগ তখন তাৎক্ষণিক এবং সরাসরি হয়। এখানে কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি সংশোধন করার সুযোগ খুবই কম থাকে। কিন্তু, যখন একজন ব্যক্তির কাছে আগেই লিখে রাখার সুযোগ থাকে, তখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বা বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবেই বিবৃত করতে পারেন।

আমাদের সংযোগকে পরিপক্ক এবং উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য সময়ের একটি দুর্দান্ত উপায় আছে। যখন একজন ব্যক্তি একটি সারমন লেখেন, তখন তিনি অনেক বেশি সঠিকভাবে কথা বলবেন কারণ তিনি যা বলতে চান সেই সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করার জন্য তাঁর কাছে পর্যাপ্ত সময় ছিল। আপনি যত বেশি লিখবেন, সুস্পষ্ট এবং সঠিভাবে সংযোগ স্থাপন করার আপনি তত বেশি সক্ষম হবেন।

(৩) আপনি যা বলেন তার চেয়ে আপনি যা লেখেন তা আরো সহজভাবে বোধগম্য হবে।

যখন কোনো ব্যক্তি একটি সারমন বা প্রচার শোনে, তখন তার কাছে সেটি বোঝার জন্য একটাই সুযোগ থাকে। যদি কেউ তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলে বা তাকে বিরক্ত করে, তাহলে সে কথাগুলির কিছু অংশ মিস করে যাবে। তবে, যখন আমরা পড়ছি, আমরা সবসময়েই সেখানে ফিরে যেতে পারি, যেখানে আমরা পড়ছিলাম। সেইসাথে, যখন আমাদের সামনে নথি থাকে, তখন আমাদের কাছে ধীরে ধীরে পড়ার এবং আমরা যা পড়ছি তা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ থাকে। এটি আমাদের একটি বার্তা শোনার চেয়ে পড়া থেকে আরো বেশি কিছু লাভ করা সম্ভব করে তোলে।

(৪) আপনি যা বলেন তার চেয়ে আপনি যা লেখেন তা আরো বেশিদিন স্মরণীয় থাকবে।

একটি সারমন বা প্রচার দ্রুত উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি ভুলে যাবে। সম্ভবত আপনি একটি বা দুটি জিনিস মনে রাখবেন যা রবিবার সকালে প্রচারক বলেছেন। তবে, যদি প্রচারক তাঁর সারমনটি লেখেন এবং সেটিকে একটি বইতে প্রকাশ করেন, তাহলে সেই সারমন প্রচারকের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘ সময় ধরে প্রচারিত হবে।

ভালো লেখার জন্য কিছু পরামর্শ

(১) যত বেশি সম্ভব লিখুন।

একজন সফল লেখক হয়ে উঠবেন তা নিশ্চিত করার সেরা উপায় হল যথেষ্ট পরিমাণে অনুশীলন করা। আপনি সম্ভাব্যভাবে যা লিখতে পারেন তা লিখুন। শুরু করার একটি ভালো জায়গা হল সকালে যখন আপনার কাছে শান্ত সময় থাকে, তখন বিভিন্ন নোটস এবং পর্যবেক্ষণ লিখতে থাকা। এটি আপনাকে লেখা অনুশীলন করার একটি স্থির এবং ব্যক্তিগত উপায় প্রদান করবে। আপনি এমন কিছু লিখতে পারেন যা কেউ কোনোদিন দেখবে না।

দৈনন্দিন জীবনে, সমস্যা এবং চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লেখালেখি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করতে পারে। কিছু কিছু পাস্টার সমস্যায় থাকা মানুষদের লিখতে উৎসাহিত করে থাকেন। লেখালেখি একটি মানসিক ত্রাণ হিসেবে কাজ করতে পারে।

আমাদের সকলেরই আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করা প্রয়োজন। যদি আমরা আমাদের প্রশ্ন এবং সমস্যাগুলি নিজেদের মধ্যেই জমিয়ে রাখি, তাকে শেষে সেগুলি আমাদেরকেই সমস্যায় ফেলবে। কখনো কখনো আমরা অন্যদের সাথে নিজেদের ভাবনা-চিন্তাগুলি চাগ করে নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। মাঝে মাঝে, আমাদের সমস্যাগুলি একটি ডায়েরিতে লেখাও সহায়ক হয়। সমস্যা সম্পর্কে লিখুন; সম্ভাব্য বিকল্পগুলি সম্পর্কেও লিখুন; আপনার অনুভূতি সম্পর্কে লিখুন; আপনার প্রশ্ন এবং আশীর্বাদ সম্পর্কে লিখুন। যারা এই পরামর্শটি চেষ্টা করে দেখে তারা সাধারণত দুর্দান্ত সুবিধাই লাভ করে।

লেখার জন্য উৎসাহিত হওয়ার পর, এক মহিলা সত্যি সত্যিই ঈশ্বর তাঁকে যা শিখিয়েছেন সেই সম্প্ররকে পাতার পর পাতা তাঁর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান, কবিতা এবং প্রার্থনা লিখেছিলেন। তিনি তার জীবনে এক গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে এই বিষয়গুলি স্পষ্ট করতে সাহায্য করার পাশাপাশি, এই লেখাগুলি অন্যান্য লোকেদের সাহায্য করার জন্য একটি দরকারি সরঞ্জাম হয়ে উঠেছিল যারা অনুরূপ জিনিসগুলির মধ্যে দিয়েই যাচ্ছিল।

প্রচারকদের তাদের সারমনগুলি লিখে রাখা উচিত। যদি আপনি একজন সানডে স্কুল টিচার হন, আপনার সানডে স্কুলের পাঠগুলি লিখে রাখুন। কোনো বাচ্চাকে উৎসর্গ করার সময়ে কী বলবেন তা লিখে রাখুন। কোনো স্মরণসভা পরিচালনা করার সময় কী বলবেন তা লিখে রাখুন। বিভিন্ন কমিটির কাছে আপনি যা প্রেজেন্টেশন দেবেন তা লিখে রাখুন। এমন একজন ব্যক্তি হন যে সবকিছু লিখে রাখে।

লেখা কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়া সহজ। লেখকেরা লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন। লেখার জন্য কোনোকিছু চিন্তা করা তাঁদের কাছে কঠিন হয়ে পড়ে। এই আশাহীনতা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হল লিখতে থাকা। এমনকিছু সময় আছে যখন আপনার লেখালেখি থেকে একটু বিরতি নেওয়া উচিত। তখন, আপনার কিছু সময়ের জন্য অন্যকিছু করা উচিত। তবে, একজন লেখক হিসেবে সফল হতে গেলে, যতটা সম্ভব ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকুন।

(২) যতটা সম্ভব সহজ করে লিখুন।

লেখার উদ্দেশ্য হল সংযোগ স্থাপন করা, আপনার শব্দভান্ডার দিয়ে লোককে চমৎকৃত করা **নয়**। টিভি এবং ভিডিওর কারণে মানুষের মনোযোগ ক্রমাগত কমে আসছে। তাই, ভালো লেখকেরা জটিল লেখার পরিবর্তে সহজ লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

- বড় আভিধানিক শব্দের পরিবর্তে সাধারণ পরিচিত শব্দ ব্যবহার করুন।
- বড় জটিল বাক্যের পরিবর্তে ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করুন।
- একটাই বড় প্যারাগ্রাফের পরিবর্তে অনেকগুলি প্যারাগ্রাফ ব্যবহার করুন।
- বড় বড় বইয়ের চেয়ে ছোটো ছোটো বই লিখুন।

লেখকদের ক্ষেত্রে তাঁদের নথিগুলি একাধিক হেডিং এবং সাব-হেডিংয়ে ভাগ করা সাধারণত সহায়ক হয়ে থাকে। যদি আপনি একটি আউটলাইন থেকে লেখেন তাহলে এটি করা সহজ। এই ধরণের পাঠ পাঠকের আপনার লেখা বুঝতে সাহায্য করবে।

আপনার লেখায় ব্যক্তিগত থাকুন। যদি আপনি এমনকিছু বর্ণনা করেন যা আপনি দেখেছেন বা করেছেন, তাহলে “আমি”, “আমার/আমাকে” এবং প্রথম-পুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করুন, যেন আপনি এটা পরিবারের কোনো সদস্যকে বলছেন। যতটা সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে লিখুন।

(৩) আপনার লেখা এডিট বা সম্পাদন করুন।

আপনার চিন্তাগুলি কেবল লিখে রাখাই যথেষ্ট নয়। আপনি যা লিখেছেন তা উন্নত করতে আপনাকে অবশ্যই সেগুলি সম্পাদনা করতে হবে। আপনি কিছু লেখার পরে কিছুক্ষণ বিরতি নিন, এবং তারপরে এটি সম্পাদনা করতে শুরু করুন। আপনি যখন সবেমাত্র একটি নথি তৈরি করেন, তখন আপনি যা লিখেছেন তা নিয়ে আপনার মন ভাবতে থাকে। আপনি আসলে কী লিখেছেন তার পরিবর্তে আপনি কী লিখেছেন বলে মনে করেন তা পড়বেন। আপনি যদি এক বা দুই দিন অপেক্ষা করেন তবে আপনি নথিটি আরো উদ্দেশ্যমূলকভাবে পড়ার প্রবণতা পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি মঙ্গলবার একটি সারমন লেখেন, তাহলে বৃহস্পতিবারে সারমনটি সম্পাদনা করুন।

আপনি যখন আপনার লেখাটি আবার পড়বেন, তখন ভুল বানান, ভুল শব্দ, ব্যাকরণগত ভুল এবং অনুরূপ জিনিসগুলি দেখুন। আপনার যুক্তিগুলি যৌক্তিকভাবে এবং সাবধানে বিকশিত হয়েছে কিনা তাও দেখুন। আপনি দেখুন যে আপনি যে দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করেছেন তা কয়েকদিন পরেও উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে কিনা। আপনি উপসংহারটি উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করুন।

(৪) অন্য লোকদের দিয়ে আপনার লেখা এডিট বা সম্পাদন করান।

একজন পাস্টারের লেখা প্রতিটি সারমন পড়ার জন্য কেউ নাও থাকতে পারে। তবে, প্রকাশ করা হবে এমন যেকোনো নথি সাবধানে সম্পাদনার জন্য অন্যদের কাছে জমা দিতে হবে। কিছু লোক নথিটি প্রুফরিড করার জন্য পড়বে। তারা টাইপিং এবং ব্যাকরণের ভুল ধরবে।

আপনার যুক্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয় কিনা এবং আপনার দৃষ্টান্তগুলি উপযুক্ত কিনা তা বিবেচনা করার জন্য একজন সম্পাদককে রাখা আরো গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদনা কঠিন কাজ, এবং এটি কষ্টকর। যখন একজন ভালো সম্পাদক আপনার নথিটি পড়েন এবং অত্যন্ত সমালোচনামূলক হন, তখন আপনার খারাপ লাগতে পারে। তবে ভালো লেখার জন্য সম্পাদনা অপরিহার্য।

(৫) আপনার লেখা নিয়ে বাস্তবসম্মত হন।

আশা করবেন না যে আপনার লেখা প্রথম বইটি প্রথম যে প্রকাশক দেখবেন, তিনি সেটিকে গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক সফল লেখককে অধ্যবসায় করতে হয়। এমনকি নামী লেখকদেরও এমন কিছু লেখা আছে যা কখনো প্রকাশিত হয়নি। আপনার বইটি প্রচুর উৎসাহের সাথে গৃহিত না হলে আপনার নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। কাজ অব্যাহত রাখুন। যদি ঈশ্বর আপনাকে লেখার জন্য ডেকে থাকেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই কেউ আপনার প্রতিভা চিনবে এবং আপনাকে একটি সুযোগ দেবে।

অনেকেই লেখালেখিকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখেন। তবে, তরুণ লেখকরা অবশ্যই স্বীকার করবে যে খুব কম লোকই লেখা থেকে অর্থ উপার্জন করে। লেখার প্রতি ভালবাসা এবং আপনার পরিচর্যাকে প্রসারিত করার সুযোগের কারণে আপনার লেখা উচিত। অর্থ উপার্জন লেখার জন্য আপনার প্রাথমিক প্রেরণা হওয়া উচিত নয়।

উপসংহার

প্রত্যেক পাস্টার এবং মন্ডলীর লিডারদের আরো বেশি করে লেখা উচিত। পাস্টাদের তাদের সারমন লিখতে হবে। শিক্ষকদের বাইবেল অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে লিখতে হবে। খ্রিষ্টীয় লিডারদের ম্যাগাজিনের জন্য আর্টিকেল লিখতে হবে। কাউকে সুসমাচার প্রচারের জন্য ছোট ছোট লেখা (ট্র্যাক্ট) লিখতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই বই লেখা প্রয়োজন।

ভালো লেখক হওয়ার জন্য কী দরকার? কিছু মৌলিক দক্ষতা প্রয়োজন। এটির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। এটির জন্য শেখার ইচ্ছা প্রয়োজন। আপনি কখনোই একজন ভালো লেখক হতে পারবেন না যদি না আপনি আপনার কাজটি এমন একজনের দ্বারা সম্পাদনা করতে ইচ্ছুক হন যিনি আপনাকে খারাপ অনুভব করাতে চলেছেন। এটি সময়সাপেক্ষ। লেখা কঠিন কাজ, কিন্তু লেখালেখি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

► আপনার কি লেখালেখি করার ক্ষমতা আছে? লেখার জন্য প্রতি সপ্তাহে সময় দেওয়ার কথা বিবেচনা করুন। কিছু খ্রিষ্টীয় বন্ধুদের সাথে আপনার লেখা শেয়ার করুন। যদি আপনি এই বন্ধুদের জন্য পরিচর্যামূলক কিছু লেখেন, তাহলে ঈশ্বর আপনার উপহারকে লেখক হিসেবে বৃহত্তর শ্রোতাদের কাছে পরিচর্যামূলক কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) একটি সাধারণ এক-পাতা লেখার অ্যাসাইনমেন্ট অনুশীলন করুন। নিচের তালিকা থেকে বাস্তবিক খ্রিষ্টীয় জীবনের একটি বিষয় বেছে করুন এবং তা নিয়ে বিশ্বাসী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লিখুন। আপনার লেখা যেন উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে, বা আপনার বিষয়টিতে একটি বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। আপনার লেখা শাস্ত্রীয় সত্য এবং শাস্ত্রের উপর আপনার প্রতিফলনের উপর ভিত্তিশীল হওয়া উচিত কিন্তু এটি যেন কোনো সারমন না হয়। আপনি বাস্তবিক ধারণা বা জীবনের উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করবেন। আপনি যত্ন সহকারে আপনার লেখাটি সম্পাদনা করার পরে, এটি বিভিন্ন বিশ্বাসী বন্ধুদের সাথে ভাগ করুন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি বেছে নিন:

- নিরুৎসাহিতার সম্মুখীন হওয়া
- দৈনন্দিন প্রার্থনার গুরুত্ব
- একটি প্রশংসাকারী আত্মার অধিকারী হওয়া
- আপনার জীবনে ঈশ্বরের রব শোনা

৬ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) ঈশ্বর তাঁর দাসদের লেখার ব্যাপারে যে যে বিষয়গুলি বলেছিলেন তার থেকে তিনটি লিখুন।

(২) তিনটি উপায় লিখুন যেগুলিতে যিরমিয় লেখার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

(৩) খ্রিষ্টীয় লিডারদের জন্য লেখা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার চারটি কারণের মধ্যে তিনটি লিখুন।

(৪) ভালো লেখার জন্য পাঁচটি পরামর্শের মধ্যে তিনটি লিখুন।

পাঠ ৭
শিক্ষাদান

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি সম্পর্কে জানবে।

(২) বাইবেলে শিক্ষাদানের কী ভূমিকা তা বুঝবে।

(৩) একজন ভালো শিক্ষকের গুণগুলির মর্যাদা দেবে।

(৪) প্রতিটি ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের চারটি ভিন্ন ধরণকে বুঝতে পারবে।

(৫) শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, যিশুর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিখবে।

(৬) শিক্ষাদানের প্রভাবকে বাধা দেয় এমন অভ্যাস এড়িয়ে চলবে।

ভূমিকা

শিক্ষকতা বা শিক্ষাদান হল এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির সক্রিয় স্থানান্তর। শিক্ষাদানে একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষাদান একটি আনুষ্ঠানিক ক্লাসরুম সেটিংয়ে সঞ্চালিত হতে পারে; রবিবার মন্ডলীতে পুলপীট থেকে শিক্ষাদান হতে পারে; শিক্ষাদান একটি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে পারে।

একজন শিক্ষক কে? একজন শিক্ষক হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তথ্য বোঝেন এবং অন্য কারোর সামনে সেটি উপস্থাপন করেন। একজন ভালো শিক্ষক হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কঠিন সত্যকে একটি সহজ উপায়ে উপস্থাপন করতে পারেন। একজন শিক্ষক প্রাথমিকভাবে একজন সংযোগকারী। অন্যেরা যা জানে না তা তিনি জানেন এবং শিক্ষার্থীদের বোঝার জন্য সেগুলিকে যতটা সম্ভব সহজ করে তোলেন।

শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সত্যকে অন্যদের কাছে তুলে ধরা এবং কীভাবে শিখতে হয় তা অন্যদের শেখানো। যে সত্যটি ঈশ্বরের শিক্ষকদের অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে তা হল আমাদের জগতের কাছে ঈশ্বরের বার্তা। আমাদের সমাজের সেইসব লোকেদের প্রয়োজন যারা আমাদের জগতের পরিস্থিতিগুলি জানেন, যারা আমাদের জন্য ঈশ্বরের বার্তা বোঝেন, এবং যারা এগুলি আমাদের সকলের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

আমরা এমন অনেক ব্যবসায়ীকে চিনি যারা তাদের পণ্যের গুণাবলী সম্পর্কে জানাতে এতটাই দক্ষ যে আমরা তাড়াহুড়ো করে তা কিনে নিই। যে সেলসম্যানরা ভালো কথা বলতে পারে, তাদের জন্যই আপনি বিশ্বের প্রায় যেকোনো জায়গায় স্মার্টফোন এবং কোকা-কোলা কিনে নিতে পারেন। এই জিনিসগুলো সাময়িক। ঈশ্বরের শাশ্বত শব্দ আমাদের বিশ্বের জন্য

কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা চিন্তা করুন। আমাদের এমন শিক্ষক দরকার যারা ঈশ্বরের সত্যকে এমনভাবে জানাতে পারেন যাতে আমাদের বিশ্বের লোকেরা বুঝতে পারে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

বাইবেলে শিক্ষাদান

শিক্ষাদান সবসময়ের জন্যই মন্ডলীতে গুরুত্বপূর্ণ। যিশুকে "রব্বি" বলা হত, যার মানে শিক্ষক বা গুরু। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে জগতের বিভিন্ন দিকে যাওয়ার এবং তিনি তাদেরকে যা শিখিয়েছেন তা শেখানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। নতুন নিয়মে শিক্ষকতা সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করুন।

(১) প্রথম শতকের মন্ডলীতে শিক্ষকতা একটি অন্যতম কর্তব্য ছিল।

> আন্তিয়খের মণ্ডলীতে কয়েকজন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন: বার্ণবা, নিগের নামে আখ্যাত শিমোন, কুরীণ প্রদেশের লুসিয়াস, মনায়েন (ইনি সামন্তরাজ হেরোদের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিলেন) ও শৌল (প্রেরিত ১৩:১)।

এই সকল শিক্ষকেরা নতুন বিশ্বাসীদেরকে যিশুর একজন সত্য অনুসরণকারী হওয়ার মানে কী তা বুঝতে সাহায্য করতেন। থিওফিলকে যা শেখানো হয়েছিল তার সত্যতা যাচাই করার জন্য লূক লিখেছিলেন:

> মহামান্য থিয়ফিল, সেইজন্য আমি প্রথম থেকে সবকিছু সযত্নে অনুসন্ধান করে আপনার জন্য একটি সুবিন্যস্ত বিবরণ রচনা করা সংগত বিবেচনা করলাম, যেন আপনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন, সে বিষয়ে আপনার জ্ঞান সুনিশ্চিত হয় (লূক ১:৩-৪)।

(২) শিক্ষকতা হল পবিত্র আত্মার দেওয়া অন্যতম উপহার।

> আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে নিয়োগ করেছেন, প্রথমত প্রেরিতশিষ্যদের, দ্বিতীয়ত ভাববাদীদের, তৃতীয়ত শিক্ষকদের। তারপরে, অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সুস্থ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সাহায্য করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, প্রশাসনিক বরদানপ্রাপ্ত, এবং বিভিন্ন ধরনের ভাষা বলার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাদের নিয়োগ করেছেন (১ করিন্থীয় ১২:২৮)।

কিছু খ্রিস্টবিশ্বাসীকে কার্যকর শিক্ষকতার একটি বিশেষ আত্মিক উপহার দেওয়া হয়েছে।

(৩) শিক্ষাদান হল পাস্টারদের অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব।

> তিনিই কয়েকজনকে প্রেরিতশিষ্য, কয়েকজনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার প্রচারক, কয়েকজনকে পালক ও শিক্ষকরূপে দান করেছেন... (ইফিষীয় ৪:১১-১২)।

পাস্টারদের শিক্ষক হতে হবে। এই পদগুলিতে, দুটি করে শব্দ এমনভাবে একসাথে সংযুক্ত রয়েছে যে সেগুলি একই বিষয়কে নির্দেশ করছে। শিক্ষাদান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে পৌল এটিকে একজন পাস্টার হওয়ার যোগ্যতাগুলির মধ্যে একটি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন। প্রত্যেক পাস্টারেরই শিক্ষকতা করার দক্ষতা বা ক্ষমতায় থাকা আবশ্যিক।

> অধ্যক্ষকে অবশ্যই নিন্দার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে; তিনি একজন স্ত্রীর স্বামী হবেন। তিনি হবেন মিতাচারী, আত্মসংযমী, শ্রদ্ধার পাত্র, অতিথিপরায়ণ এবং শিক্ষাদানে দক্ষ। তিনি মদ্যপ বা উগ্র স্বভাবের হবেন না কিন্তু অমায়িক হবেন; তিনি ঝগড়াটে বা অর্থলোভী হবেন না (১ তিমথী ৩:২-৩)।

যদি কোনো ব্যক্তি শিক্ষাদান না করে, তাহলে সে পাস্টার হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। সকল পাস্টারেরই শিক্ষাদানের আত্মিক উপহার থাকে না, কিন্তু প্রত্যেক পাস্টারই তাঁর ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে পর্যন্ত তাঁর শিক্ষকতার দক্ষতা গড়ে তুলতে পারেন।

একজন ভালো শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য

একজন ভালো শিক্ষকের গুণগুলি কী কী? কীভাবে একজন ব্যক্তি ভালো শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে? একজন ভালো শিক্ষকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে:

অধ্যবসায়

শিক্ষকতা পেশাটির অন্যতম ভুল ধারণা হল যে এটি একটি সহজ কাজ। আপনাকে মাটি কাটতে হবে না বা ইঞ্জিন চালাতে হবে না।

এক যুবক আমেরিকাতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছিল। যেখানে সে পড়াত, সেই সেমিনারীতে সে জানিয়ে দিয়েছিল যে যেহেতু সে পিএইচডি ডিগ্রী করেছে, তাই সে আর সেখানে কাজ করবে না। সে তার পিএইচডি'র সাথে আসা সম্মান উপভোগ করার পরিকল্পনা করেছিল। এটি একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ঈশ্বর আমাদেরকে কম কাজ করার জন্য শিক্ষা প্রদান করেছেন তা নয়, বরং আমরা যেন আরো বেশি কার্যকরীভাবে কাজ করি সেইজন্য শিক্ষা প্রদান করেছেন।

বহু লোকের কাজ সম্পর্কে একটি বড় ভুল ধারণা রয়েছে। তারা মনে করে যে কঠিন পরিশ্রম হল মানুষের ওপর ঈশ্বরের অভিশাপের একটি অংশ। এটি সত্য নয়। ঈশ্বর যখন আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তাদেরকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন,

> তোমরা ফলবান হও ও সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করো; পৃথিবী ভরিয়ে তোলো ও এটি বশে রেখো। সমুদ্রের মাছগুলির উপরে ও আকাশের পাখিদের উপরে এবং প্রত্যেকটি সরীসৃপ প্রাণীর উপরে তোমরা কর্তৃত্ব কোরো (আদিপুস্তক ১:২৮)।

পৃথিবীকে বশীভূত করা এবং শাসন করার নিহিত অর্থ হল ক্রিয়াকলাপ, দায়িত্ব এবং কাজ। যখন আদম ও হবা পাপ করেছিল, তখন তারা অভিশাপ ভোগ করেছিল যা তাদের অবাধ্যতার ফলে হয়েছিল। কাজ নিজে অভিশাপ ছিল না, কিন্তু কষ্ট এবং হতাশা যা তাদের কাজের সাথে ক্রমাগত থাকবে। পতনের আগে তারা যে আনন্দময় শ্রম করেছিল, সেটির পরিবর্তে তাদের কাজ এখন ক্লেশদায়ক পরিশ্রম হবে (আদিপুস্তক ৩:১৭)।

দশ আজ্ঞার মধ্যে একটি বলে, "ছয় দিন তুমি পরিশ্রম করবে ও তোমার সব কাজকর্ম করবে" (যাত্রাপুস্তক ২০:৯)। সাব্বাথ দিনটি পবিত্র তা দেখানোর জন্যই এই আজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছিল। তবে এই আজ্ঞাটির একটি অংশ সেই বিষয়টির ওপর জোর দেয় যা খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সবসময়েই বিশ্বাস করে এসেছে, শিখিয়েছে, এবং অনুশীলন করেছে, তা হল - কাজ সম্মানীয়। কারোর কারোর মতের বিপরীতে হলেও, কাজ কোনো অভিশাপের বিষয় নয়।

আপনি যদি একজন সফল শিক্ষক হতে চান, আপনাকে অবশ্যই কঠিন পরিশ্রম হতে হবে। ভালো প্রস্তুতি ছাড়া আপনি কোনোমতেই একজন কার্যকর শিক্ষক হতে পারবেন না। প্রস্তুতি মানে হল আপনি যে বিষয়টির ওপর শিক্ষা দিচ্ছেন সেটি সম্পর্কে অন্যেরা কী বলে তা পড়া এবং শেখা। এটি আরো বোঝায় যে আপনি যা শিখেছেন তা লিখুন এবং সেগুলিকে

এমনভাবে সংগঠিত করুন যাতে আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের সামনে তা উপস্থাপন করতে পারেন। আপনি যদি ভালোভাবে প্রস্তুতি না নেন, আপনি ভালোভাবে শেখাতে পারবেন না। সফল শিক্ষাদানের জন্য কঠিন পরিশ্রম প্রয়োজন।

জ্ঞান

একজন ভালো শিক্ষককে অবশ্যই তার শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি জানতে হবে। একজনের খুব ভালো পদ্ধতি এবং খুব ভালো ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু যদি তাঁর বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে, তাহলে তিনি একজন কার্যকর শিক্ষক হবেন না। একজন ভালো শিক্ষকের অতীতে কিছু ধরণের শিক্ষা থাকা আবশ্যিক। সেই শিক্ষা প্রথাগত বা প্রথাবহির্ভূত হতে পারে। সেই শিক্ষা যোগ্য শিক্ষকদের মাধ্যমে ক্লাসরুমে গৃহিত হয়ে থাকতে পারে, বা এটি ব্যক্তিগত শিক্ষা হতে পারে যা পড়ার মাধ্যমে এবং জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করা হয়েছে। প্রত্যকে শিক্ষকের একটি প্রাথমিক শিক্ষা থাকা আবশ্যিক।

ভালো শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষায় স্থির থেকে সন্তুষ্ট হন না। তারা ক্রমাগত শিখতে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকেন। শিক্ষাদানের একটি অন্যতম সুন্দর বিষয় হল যে আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের কিছু শেখানোর আগে সেগুলি নিজের শেখার সুযোগ পাবেন। হিতোপদেশ ২৫:২ বলে, "কোনও বিষয় গোপন রাখা ঈশ্বরের পক্ষে গৌরবজনক; কোনও বিষয় খুঁজে বের করা রাজাদের পক্ষে গৌরবজনক।" একজন ভালো শিক্ষকের প্রথম গুণ হল যে তিনি একজন ভালো শিক্ষার্থী।

কীভাবে আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনি শেখা চালিয়ে যেতে পারেন?

- বিভিন্ন বই পড়ুন
- বিভিন্ন ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারে যান
- সহকর্মীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করুন
- লিখুন

যত বেশি আমরা শেখাই, তত বেশি আমরা শিখি। যত বেশি আমরা শিখি, তত বেশি আমরা বুঝতে পারি আমরা কী কী জানি না এবং আমাদের আরো নম্র হওয়া উচিত। যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা জানি না, আমাদের আরো শিখতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত। শেখাতে থাকুন, এবং আপনিও শিখতে থাকবেন।

উদ্ভাবন

উদ্ভাবনের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং নমনীয়তা অন্তর্ভুক্ত। একজন সফল শিক্ষকের জন্য দু'টি গুণই প্রয়োজনীয়। একজন ভালো শিক্ষাবিদকে আবশ্যিকভাবে উদ্ভাবনী এবং নমনীয় হতে হয়। একজন ভালো শিক্ষক অযাচিত বাধা সামলাতে পারেন এবং একটি সৃজনশীল পদ্ধতিতে শেখাতে সক্ষম।

সবচেয়ে প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি হল লেকচার বা বক্তৃতা দেওয়া। যদিও লেকচার মেথড বা বক্তৃতা পদ্ধতি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, এটিকে একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে খুবই কম ব্যবহার করা উচিত। একটি ইংরাজি উপদেশ বলে, "বৈচিত্র্যময়তাই জীবনের আসল প্রকৃতি।" আপনি আপনার শেখানোর পদ্ধতিতে যত বেশি বৈচিত্র্য রাখবেন, আপনি তত বেশি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে পারবেন।

একজন ভালো শিক্ষকের ভালোভাবে সংযোগ স্থাপন করার অন্যতম উপায় হল অনন্য উপায়ের ব্যবহার করা। তিনি ক্লাসে কিছু অন্যরকম করতে পারেন। একজন ভালো শিক্ষক ক্লাসে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসতে পারেন, যেমন স্ক্রুড্রাইভার এবং

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ, এবং কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বোঝানোর জন্য সেগুলিকে ব্যবফার করতে পারেন। একজন শিক্ষক যত বেশি অনন্য হবেন, তত কার্যকরভাবে তিনি সংযোগ স্থাপন করবেন। একজন শিক্ষকের কখনোই ক্লাসরুমে নতুন নতুন পদ্ধতি চেষ্টা করা নিয়ে দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়।

কৌতুক

একজন শিক্ষকের কাছে কিছু জিনিস কৌতুকের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেল কোনো মজাদার বই নয়, কিন্তু পুরো শাস্ত্রজুড়ে এমনকিছু আভাস দেওয়া আছে যেগুলি দেখায় যে বাইবেলের লোকেরা সাধারণ লোক ছিলেন যারা কৌতুক উপভোগ করতেন। প্রেরিত অধ্যায়ে স্কিবার সাতজন ছেলের কথা আছে যারা "পৌল যাকে প্রচার করে, সেই যিশুর নামে" মন্দ-আত্মা তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। যখন তারা যিশুর নামে সেই মন্দ-আত্মাদের তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল, মন্দ-আত্মা বলেছিল, "আমি যীশুকে জানি, পৌলের বিষয়েও জানি, কিন্তু তোমরা কারা?" (প্রেরিত ১৯:১৩-১৫)। যে ব্যক্তি লূককে এই গল্পটি বলেছিলেন, তিনি এই ঘটনাটির কথা বলতে গিয়ে নিশ্চয়ই হেসেছিলেন।

কৌতুক একজনের শিক্ষকের জন্য অনেককিছু করে:

১। **কৌতুক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পুনরুদ্ধার করে।** শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বা একাগ্রতা সীমিত। কয়েক মিনিটের পরে, সেরা শিক্ষার্থীটিও অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে প্রলুব্ধ হয়। যখন কোনো মজাদার কিছু বলা হয়, সবাই একাগ্র হয়ে ওঠে। ক্লাসের মনোযোগ ফিরে আসে।

২। **কৌতুক ক্লাসের পরিবেশকে সহজ করে তোলে।** শিক্ষাদান ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। তথ্য, পরিসংখ্যান, মতবাদ এবং ধারণাগুলি খুব গুরুতর এবং এমনকি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে পারে। একটি মজার গল্প বা হাস্যরসাত্মক মন্তব্য সকলকে সহজ করে তোলে।

৩। **কৌতুক একটি ভিন্ন দিক থেকে সত্যকে উপস্থাপন করে।** যখন কোনো সত্যকে একটি ভিন্ন দিক থেকে তুলে ধরা হয়, তখন সেই সত্য সহজে বোধগম্য হয় এবং দীর্ঘকাল মনে থাকে। একটি কৌতুকপূর্ণ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা সত্য যে বোধ দিতে পারে তা অন্য কোনো উপায়ে লাভ করা যাবে না।

৪। **কৌতুক সংশোধনকে সহজ করে তোলে।** একজন ভালো শিক্ষককে আবশ্যিকভাবে তাঁর ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যারা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তাদের সংশোধন করতে হবে। একজন শিক্ষার্থীকে কঠোরভাবে সংশোধন করা ক্লাসে রাগ, বিব্রত বোধ বা ভয় তৈরি করতে পারে, এমনকি যাদের সংশোধন করা হচ্ছে না তাদের মধ্যেও। কৌতুক ব্যবহার করে সংশোধন করা কঠিনতা এবং বিব্রত বোধ দূর করে।

সব লোক সহজাতভাবে কৌতুকপূর্ণ নয়। কিছু লোককে একটু কৌতুক বুঝতে যথেষ্ট কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তবে, বেশিরভাগ লোক তাদের শিক্ষকতার পদ্ধতিতে অন্তত কিছু কৌতুক ব্যবহার করা শিখতে পারে।

সংবেদনশীলতা

সংযোগ স্থাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল যাদের সাথে আপনি সংযোগ স্থাপন করছেন তাদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। যে লোকদের সাথে আপনি সংযোগ স্থাপন করছেন তারা বাস্তব চাহিদা এবং বাস্তব প্রত্যাশাসম্পন্ন ব্যক্তি। একজন ভালো শিক্ষাবিদের অন্যতম নিদর্শন হল যে তিনি একজন উত্তম শ্রোতা। আমরা সাধারণত আমাদের নিজেদের আগ্রহের

বিষয়গুলিতে এতটাই মনোযোগ দিই যে আমাদের চারপাশের লোকেদের চাহিদা এবং আগ্রহের প্রতি আমাদের লক্ষ্য দেওয়ার প্রবণতাই থাকে না।

করিন্থীয়রা ভেবেছিল তাদের জ্ঞান আছে, কিন্তু তাদের সহবিশ্বাসীদের প্রতি তাদের আগ্রহ কম ছিল। পৌল তাদের সতর্ক করেছিলেন যে জ্ঞান গর্বিত করে, কিন্তু প্রেম গেঁথে তোলে (১ করিন্থীয় ৮:১)। প্রেম আমাদেরকে আমাদের শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং আগ্রহের প্রতি সচেতন করে তোলে। প্রেম আমাদের একজন উত্তম শ্রোতা করে তোলে।

একজন জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান শিক্ষক সবসময়েই তাঁর ক্লাসে কী চলছে তা নিয়ে সচেতন থাকেন। যদি শিক্ষার্থীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শিক্ষকের কয়েক মিনিট পড়ানো বন্ধ করা উচিত এবং শিক্ষার্থীদের আরাম করার জন্য দাঁড়ানো, স্ট্রেচ করা, একটা গান করা, বা অন্য কিছু করার অনুমতি দেওয়া উচিত। যদি ক্লাসরুমের বা ক্লাসরুমের বাইরে কোনো বিক্ষিপ্ততা থাকে, একজন শিক্ষক সবচেয়ে ভালো যেটি করতে পারেন তা হল থেমে যাওয়া এবং বিক্ষেপের কারণটি অবসান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

যেকোনো ক্লাসরুমের সবচেয়ে বড় বিক্ষিপ্ততা হল শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে কথা বলা। যখনই দুজন শিক্ষার্থী কথা বলছে, তারা ক্লাসরুমে কী চলছে তা শুনছে না, এবং তারা সম্ভবত তাদের কাছাকাছি বসে থাকা লোকেদের বিরক্ত করছে। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি ছোটো কথোপকথন আপনার ক্লাসের ২০-৩০%কে সহজেই বিরক্ত করতে পারে। যখন এরকম ঘটে, আপনি কেবল আপনার কথা বলা থামিয়ে দিন। চার বা পাঁচ সেকেন্ডের নীরবতা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে, এবং তারা আপনার দিকে তাকাবে। কেবল ধৈর্য্য ধরে সব শিক্ষার্থীর আপনার দিকে তাকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, এবং তারপর আবার আপনার পাঠ ক্রমাগত করুন।

একজন শিক্ষক অতিরিক্ত কথা বলা বড় শিক্ষার্থীদের সাথে এইভাবে আচরণ করেন: তিনি বলেন, “আমি যখন ছোটো ছিলাম, তখন আমার মা আমাকে শিখিয়েছিলেন যে অন্য কেউ কথা বললে সেইসময়ে কথা বলা অভদ্রতা। অতএব, তোমাদের সকলের কথোপকথন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। তোমাদের শেষ হলে, আমি আবার শুরু করব।” এবং তারপর তিনি অপেক্ষা করেন। যদি কথা বলা চলতেই থাকে, তিনি মাঝে মাঝে যোগ করেন, “কয়েক মাসের মধ্যে, আমি আমেরিকায় আমার মায়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ‘অন্য লোকেদের কথা বলার সময়ে কি তুমি কথা বলেছ?’ আমি চাই না আমাকে স্বীকার করতে হোক যে আমি অপরাধী!”

আমাদের অবশ্যই আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া শিখতে হবে। তারা কি ক্লান্ত? ক্ষুধার্ত? অসুস্থ? বিক্ষিপ্ত? বিষণ্ণ? আমরা যা শেখাচ্ছি তা নিয়ে বিভ্রান্ত? একজন শিক্ষক হিসেবে কার্যকর হওয়ার জন্য, আমাদের সেই সবকিছু নিয়েই সংবেদনশীল হতে হবে যা আমাদের শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতাকে বাধা দেয়।

ধৈর্য্য

একজন ভালো শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল ধৈর্য্য। কখনো কখনো শিক্ষকরা হতাশ হয়ে পড়েন যখন শিক্ষার্থীরা তাঁদের শেখানোর পদ্ধতি বুঝতে পারে না। মনে রাখবেন, অজ্ঞতা কোনো পাপ নয়; এটি কেবলই জ্ঞানের অভাব। এটি সাধারণত শিখতে চাওয়া এড়ানোর জন্য ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তের ফলাফল নয়। একজন ভালো শিক্ষক বোঝেন যে শেখা হল একটি পদ্ধতি। একজন ভালো শিক্ষক বোঝেন যে শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন গতিতে শেখে। তাই, ভালো শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের প্রতি ধৈর্য্যশীল থাকেন।

রবার্ট থম্পসন (Robert Thompson) বর্ণনা করেছেন যে প্রতিটি ক্লাসরুমে অন্তত চারটি আলাদা ধরণের শিক্ষার্থী থাকে।[13]

১। একদল শিক্ষার্থী যারা দেখা এবং শোনার মাধ্যমে শেখে। যারা মূল বিষয়গুলি ভালোভাবে মনে রাখতে পারে। তারা শিক্ষাদানের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।

২। একদল শিক্ষার্থী যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শেখে।

৩। একদল শিক্ষার্থী যারা অনেকবেশি সংবেদনশীল এবং অন্যদের অনুভূতি নিয়ে চিন্তিত।

৪। একদল শিক্ষার্থী যারা প্রয়োগ বা কাজের মাধ্যমে শেখে। এই সমস্ত লোকেরা বাস্তব জগতে ধারণাগুলি পরীক্ষা করতে পছন্দ করে এবং তারা কোনো তত্ত্ব বা থিওরিতে আগ্রহী নয়। তাদেরকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত শিক্ষণ পদ্ধতি সম্ভবত সবচেয়ে শেষ কার্যকর উপায়।

আমরা আমাদের ক্লাসরুমে উল্লিখিত প্রতিটি প্রকারের শিক্ষার্থীদের দেখেছি, তাই আমাদের এমন প্রেজেন্টেশন তৈরি করা উচিত যা প্রতিটি শেখার পদ্ধতিকেই বিবেচনাভুক্ত করবে। বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয় না, তবে আমরা প্রতিটি ধরণের শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন উপায়ে উপাদানটির সাথে উপস্থাপন করি।

- আমরা তাদের জন্য লেকচার দিই যারা দেখা এবং শোনার মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো শেখে।
- আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করি যেখানে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষকের সাথে হাতে-কলমে কিছু করতে পারে।
- আমরা ক্লাস-ডিসকাশন করি যাতে সংবেদনশীল শিক্ষার্থীরা তাদের সম্পর্কে অন্যদের অনুভূতির ধারণাগুলি পরীক্ষা করতে পারে।
- আমরা বিভিন্ন প্র্যাক্টিকাল অ্যাসাইনমেন্ট দিই, যাতে আমরা ক্লাসে যে তত্ত্ব বা থিওরিগুলি আলোচনা করেছি সেগুলি বাস্তব জীবনে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত, ঐতিহ্যগত শিক্ষা প্রাথমিকভাবে প্রথম ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত। এমন একটি স্কুল তৈরি করা কঠিন যেটি আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্ত শিক্ষাগত পার্থক্য বিবেচনা করে। যাইহোক, প্রতিটি স্কুলের এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের অবশ্যই শিক্ষার্থীদের শেখার বিভিন্ন উপায়গুলি অধ্যয়ন করতে হবে। যারা আপনার মতো শৃঙ্খলাপরায়ণ নয়, তাদের প্রতি ধৈর্য্যশীল থাকুন। যারা আপনার মত কঠিন পরিশ্রম করে না, তাদের প্রতি ধৈর্য্যশীল থাকুন। যারা আপনার মনের মতো করে কাজগুলি করে না, তাদের প্রতি ধৈর্য্যশীল থাকুন। যে কমবয়সী শিক্ষকেরা সবেমাত্র শিখছে, তাদের প্রতি ধৈর্য্যশীল থাকুন। সেই সকল বয়স্ক শিক্ষকদের প্রতিও ধৈর্য্যশীল থাকুন যারা তাঁদের পুরনো পদ্ধতিগুলিতে আটকে রয়েছেন।

[13] Robert Thompson, *The Art and Practice of Teaching* (Jos, Nigeria: Africa Christian Textbooks, 2000), 23-25

বর্ষসেরা শিক্ষক

হুইটন কলেজ (Wheaton College)-এর অধ্যাপক ক্লিফ শিমেলস (Cliff Schimmels)-কে এক স্কুল আধিকারিক দুজন ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রথম ব্যক্তিকে তার স্কুলের ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে "বর্ষসেরা শিক্ষক" পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল। ক্লাসরুমে সেই শিক্ষক ক্রমাগত চলাফেরা করতেন। যখন তিনি বসতেন, তখনও তিনি ক্রমাগত ছটফট করতেন। তিনি তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ক্লাসরুম জুড়ে হাঁটতে থাকতেন। তিনি কখনো জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেন; কখনো বোর্ডে লিখতেন; আবার কখনো ক্লাসের বাইরে অন্য শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তেন; পড়াতে গিয়ে মাঝে মাঝে চিৎকার করতেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে একজন উদ্দীপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। তার অবিশ্বাস্য উদ্যম এবং সৃজনশীলতার কারণে, তাঁকে "বর্ষসেরা শিক্ষক" হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

প্রিন্সিপাল এরপরে ক্লিফকে একটি *"দুষ্টু শিক্ষার্থী"*-কে পর্যবেক্ষণ করার জন্য অন্য আরেকটি ক্লাসরুমে নিয়ে যান। সেই বাচ্চাটি প্রায় প্রত্যকে শিক্ষকের কাছেই একটি সমস্যা ছিল। কেউই বুঝতে পারতেন না যে তাকে নিয়ে ঠিক কী করা যায়। সে নিজের বসার জায়গা থেকে উঠে ক্লাসরুম জুড়ে দৌরাত্ম করত। সে কখনো জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকত*;* কখনো বোর্ডে লিখত*;* কখনো ক্লাসরুমের বাইরে অন্য শিক্ষার্থীদের দেখে হাত নাড়ত*;* মাঝে মাঝে শিক্ষককে উত্তর দেওয়ার সময় জোরে চিৎকার করত। সে পরিপূর্ণভাবে উদ্দীপ্ত ছিল। তার এই অবিশ্বাস্য উদ্যমা এবং সৃজনশীলতার কারণে, তাকে একটি *"দুষ্টু শিক্ষার্থী"* হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। মনে রাখবেন*:* আজকের *"দুষ্টু শিক্ষার্থী"* ভবিষ্যতের *"বর্ষসেরা শিক্ষক"* হয়ে উঠতে পারে।

ভারসাম্য

খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবিদকে আবশ্যিকভাবে প্রস্তুতি এবং স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নেই। আপনাকে আপনার দক্ষতার শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে পর্যন্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। তবে, সেরা শিক্ষা সাধারণত স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন এবং প্রতিক্রিয়া থেকে আসে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্নের জন্য আপনাকে কিছুটা সময় বাঁচিয়ে রাখতে। আপনার তৈরি করা পাঠ পরিকল্পনা থেকে কখন বেরিয়ে যেতে হবে এবং কখন পরিকল্পনাটি অনুসরণ করতে হবে তা অবশ্যই আপনাকে শিখতে হবে।

একজন খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবিদকে আবশ্যিকভাবে বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার্থী হওয়ার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

আপনি আপনার ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস দিন যে আপনি জানেন যে আপনি কী বিষয়ে কথা বলছেন। আপনি ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে এবং তাদের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হওয়ার মাধ্যমে এটি করুন। তবে, আপনি তাদেরকে বোঝান সাথে তাদের সাথে সাথে আপনিও একজন শিক্ষার্থী এবং আপনি তাদের মতোই বেড়ে উঠতে এবং শিখতে সক্ষম। "আমি জানি না" বলায় কোনো পাপ নেই। আমাদের শিক্ষার্থীদের জানা উচিত যে আমরা তাদের সাথে শিখছি এবং বেড়ে উঠছি।

একজন খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবিদকে আবশ্যিকভাবে কাজ এবং বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

মার্ক ৬ অধ্যায়ে, যিশু তাঁর শিষ্যদের দু'জন দু'জন করে বাস্তবিক পরিচর্যা কাজের জন্য বিভিন্ন গ্রামে পাঠিয়েছিলেন:

> তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও প্রচার করতে লাগলেন, যেন লোকেরা মন পরিবর্তন করে। তাঁরা বহু ভূত বিতাড়িত করলেন ও অনেক অসুস্থ মানুষকে তেল দিয়ে অভিষেক করে তাদের রোগনিরাময় করলেন। (মার্ক ৬:১২-১৩)।

প্রেরিতশিষ্যেরা যীশুর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁদের সমস্ত কাজ ও শিক্ষাদানের বিবরণ দিলেন। (মার্ক ৬:৩০)।

এটা খুবই ব্যস্ত সময় ছিল। তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। তারা শারীরিক এবং মানসিক দুই দিক দিয়েই ক্লান্ত ছিলেন। শিষ্যেরা ফিরে আসার পর, মন পরিবর্তন করা বহু লোক তাদের কাছে আসছিল। লক্ষ্য করুন এরপর কী ঘটল।

> সেই সময় এত বেশি লোক সেখানে যাওয়া-আসা করছিল যে, তাঁরা খাবার খাওয়ারও সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা আমার সঙ্গে কোনো নির্জন স্থানে চলো ও সেখানেই কিছু সময় বিশ্রাম করো।" (মার্ক ৬:৩১)।

আপনি দেখলেন এই সফল মিশনটির পর যিশু সঙ্গে সঙ্গে কী করেছিলেন? কিছু লোক হয়ত বলত, "চলো, আমাদের এই সাফল্যের সদ্ব্যবহার করা যায়। আরো পরিশ্রম করা যাক, কারণ রাত হতে চলেছে যখন আর কেউ কাজ করবে না।" তবে, যিশু তা করেননি। যিশু বলেছিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে কোনো নির্জন স্থানে চলো ও সেখানেই কিছু সময় বিশ্রাম করো।" একজন ভালো খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবিদ জানেন কখন কাজ করতে হয়, এবং কখন বিশ্রাম নিতে হয়। ভারসাম্য করতে শিখুন।

একজন খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবিদকে আবশ্যিকভাবে তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

সমস্ত অনুশীলন ভালো তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল হওয়া উচিত; তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। তবে, যে তত্ত্বের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই তার কোনো মূল্য নেই; অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ। ভালো শিক্ষককে অবশ্যই তাঁর শিক্ষার্থীদের তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্যে ভারসাম্য বুঝতে এবং তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে।

যিশু – একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

যিশু একজন অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন। একজন খ্রিষ্টীয় লিডার যিশুর শিক্ষাদানের পদ্ধতি অধ্যয়ন করে অনেক কিছু শিখতে পারেন। উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রগুলি যিশু প্রকাশ করেন। আমরা নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর দৃষ্টিপাত করব যেগুলি যিশু ব্যবহার করতেন।

যিশু বক্তৃতা দিতেন

একটি বক্তৃতা বা লেকচার হল একটি বিষয় বা থিমের ওপর একমুখী উপস্থাপনা। এটি খুব কম সময়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তথ্য প্রদান করার জন্য পরিকল্পিত। পর্বতের উপর দেওয়া শিক্ষা বা সারমন অন দ্য মাউন্ট হল বক্তৃতার একটি ভালো উদাহরণ (মথি ৫-৭)। এটি স্বর্গরাজ্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষা দেয়। জলপাই পর্বতের উপর দেওয়া শিক্ষা বা দ্য অলিভেট ডিসকোর্স-ও একটি বক্তৃতার অন্যতম উদাহরণ (মথি ২৪-২৫)।

বক্তৃতা পদ্ধতি বা লেকচার মেথড হল সবচেয়ে প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি। এটি মনে করে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি জানেন। শিক্ষক হলেন উপাদানের দাতা, এবং শিক্ষার্থী হল সেই উপাদানের গ্রহীতা।

যিশু প্রশ্নের ব্যবহার করতেন

যিশুকে প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হত:

- এক জন্মান্ধ লোককে দেখে, যিশুর শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "রব্বি, কার পাপের কারণে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে, নিজের না এর বাবা-মার?" (যোহন ৯:২)

- কিছু লোক যিশুকে ফাঁদে ফেলার জন্য প্রশ্ন করত। "কয়েকজন ফরিশী তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করল, "কোনো পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে যে কোনো কারণে পরিত্যাগ করা কি বিধিসংগত?"" (মথি ১৯:৩)

- এক বিধানবিশারদ যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "গুরুমহাশয়, বিধানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহৎ আজ্ঞা কোনটি?" (মথি ২২:৩৬)

বহুবার যিশু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন:

- শিষ্যদের তাঁর মশীহ-সম্পর্কিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে *আরো* শেখানোর *সময়ে, যিশু* একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলেন: "মনুষ্যপুত্র কে, এ সম্বন্ধে লোকে কী বলে?" (মথি ১৬:১৩)

- যখন ফরিশীরা যিশুকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল, যিশু তাদের একটি কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন, "খ্রীষ্ট সম্পর্কে তোমাদের কী মনে হয়? তিনি কার সন্তান?" (মথি ২২:৪২)

কিছু কিছু সময়ে, যিশু একটি প্রশ্নের উত্তর একটি প্রশ্নের মাধ্যেই দিয়েছেন।

- কয়েকজন ফরিশী এসে তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, "কোনো পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা কি বিধিসংগত?" তিনি উত্তর দিলেন, "মোশি তোমাদের কি আদেশ দিয়েছেন?" (মার্ক ১০:২-৩)

- এরপর যোহনের শিষ্যেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "এ কী রকম যে, ফরিশীরা ও আমরা উপোস করি, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা উপোস করে না?" যীশু উত্তর দিলেন, "বর সঙ্গে থাকতে তার অতিথিরা কীভাবে দুঃখ করতে পারে?" (মথি ৯:১৪-১৫)

- একদিন এক শাস্ত্রবিদ যিশুকে পরীক্ষা করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, "গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "বিধানশাস্ত্রে কী লেখা আছে? তুমি কি পাঠ করছ?" (লূক ১০:২৫-২৬)

প্রশ্ন এবং উত্তর ব্যবহার করার জন্য এখানে কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ দেওয়া হল।

- আপনার লেকচারগুলির মধ্যেই প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করুন।

- এমন একটা সময়ের পরিকল্পনা করে রাখুন যখন আপনি শিক্ষার্থীদেরকে এমন প্রশ্নগুলি করার অনুমতি দেবেন যেগুলি নির্দিষ্ট লেকচারটির সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। কিছু শিক্ষক প্রতিটি দিন শিক্ষার্থীদেরকে যেকোনো বিষয়ের ওপর একটি প্রশ্ন করতে দিয়ে শুরু করেন।

- একটি বা দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আপনার ক্লাসটি শুরু করুন। পুরো মেটেরিয়াল কভার করুন এবং তারপর ক্লাস পিরিয়ডের শেষে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নের(গুলির) উত্তর দিতে বলুন।

- শিক্ষার্থীদেরকে তাদের হোমওয়ার্কের অ্যাসাইনমেন্টের অংশ হিসেবে প্রশ্নগুলি দিন। এটি করার একটি উপায় হল শিক্ষার্থীদেরকে একটি নির্দেশ সহায়িকা প্রদান করার মাধ্যমে কাজ করতে সাহায্য করা। একটি স্টাডি গাইড হল

শাস্ত্রের কোনো অংশভিত্তিক একগুচ্ছ প্রশ্ন যার জন্য শিক্ষার্থীদের বাইবেল অধ্যয়ন করা এবং এটির অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন।

- ক্লাসকে ছোটো ছোটো গ্রুপে ভাগ করে দিন এবং তাদেরকে কিছু প্রশ্ন আলোচনা করতে দিন।
- পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলির কোনো একটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলে আপনার ক্লাসটি শেষ করুন।
- সবকটি নতুন প্রশ্নের খেয়াল রাখুন। সেগুলি লিখুন এবং একটি ফাইলের মধ্যে রাখুন।
- প্রশ্ন নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা করুন। শিক্ষার্থীদের সেরা প্রশ্নগুলি মূল্যায়ন করতে বলুন।
- প্রশ্নগুলির সরাসরি উত্তর দেবেন না। যিশুর মতো, একটি প্রশ্নের প্রত্যুত্তর অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে দিন। শিক্ষার্থীদেরকে উত্তর খুঁজতে সাহায্য করুন।
- শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন লিখতে বলুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর থেকে একটি করে টেস্ট প্রশ্ন নির্বাচন করুন।
- পাঠটি থেকে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলি শিখেছে সেগুলি লিখতে বলুন। পরবর্তী একটি ক্লাসে, তাদেরকে বাইবেল ব্যবহার করে প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে বলুন।

যিশু আলোচনার ব্যবহার করতেন

একটি আলোচনা হল যেখানে দুইয়ের বেশি লোক কথা বলে। একটি ভালো আলোচনায়, শিক্ষক-থেকে-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-থেকে-শিক্ষক কথোপকথন চলে। একটি আলোচনায়, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের থেকে প্রতিক্রিয়া এবং উত্তর শোনেন।

যিশু কে ছিলেন তা নিয়ে শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি আলোচনার ব্যবহার করতেন।

> যীশু যখন কৈসরিয়া-ফিলিপী অঞ্চলে এলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "মনুষ্যপুত্র কে, এ সম্বন্ধে লোকে কী বলে?"
>
> তাঁরা উত্তর দিলেন, "কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন; অন্যেরা বলে এলিয়; আর কেউ কেউ বলে, যিরমিয় বা ভাববাদীদের মধ্যে কোনও একজন।
>
> "কিন্তু তোমরা কী বলো?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী বলো, আমি কে?"
>
> শিমোন পিতর উত্তর দিলেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।"
>
> যীশু উত্তর দিলেন, "যোনার পুত্র শিমোন ধন্য তুমি, কারণ রক্তমাংসের কোনো মানুষ এ তোমার কাছে প্রকাশ করেনি, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতাই প্রকাশ করেছেন। আর আমি তোমাকে বলি, তুমি পিতর, আর আমি এই পাথরের উপরে আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব। আর পাতালের দ্বারসকল এর বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দেব; তোমরা পৃথিবীতে যা আবদ্ধ করবে তা স্বর্গেও আবদ্ধ হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে তা স্বর্গেও মুক্ত হবে।"

তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করে বলে দিলেন, তিনি যে খ্রীষ্ট একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন (মথি ১৬:১৩-২০)।

আরেকবার, যিশু তাঁর শিষ্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠের শিক্ষাদান করার আগে তাঁদের প্রস্তুত করতে একটি আলোচনা শুরু করেছিলেন।

► পড়ুন মথি ১৬:৫-১২ পড়ুন। এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করুন:

- যিশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আলোচনা শুরু করার জন্য কী বলেছিলেন?
- যিশু কীসের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে প্রথমে শিষ্যরা মনে করেছিল?
- এই কথোপকথনে যিশু তাদের কোন বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছিলেন?

দুটি পদ্ধতিতে শিক্ষকেরা বিভিন্ন আলোচনা শুরু করতে পারেন:

১। সমগ্র ক্লাস একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সাধারণত, এটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে কেবল একটি প্রশ্ন-উত্তর সেশনের চেয়েও বেশি কিছু হবে। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা অন্য শিক্ষার্থীদের সরাসরি সম্বোধন করার সুযোগ পাবে।

২। শিক্ষক পুরো ক্লাসে কয়েকটি ছোটো ছোটো গ্রুপে ভাগ করে দিতে পারেন যেখানে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের সাথে কথা বলার ওপর জোর দেওয়া হবে।

যিশু ডিবেট বা বিতর্কের ব্যবহার করতেন

ডিবেট বা বিতর্ক বা বাদ-প্রতিবাদ হল এমন একটি বিষয় যেখানে আপনি দুটি মতামত প্রকাশ করবেন। একজন ব্যক্তি বা একটি দল একটি অবস্থানকে সমর্থন করে, এবং অন্য ব্যক্তি বা দল অপর অবস্থানটিকে সমর্থন করে। যিশু নিজে অন্যদের সাথে বেশ কিছু বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। এমন কোনো স্পষ্ট দৃষ্টান্ত নেই যেখানে যিশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন, যদিও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একবার শিষ্যেরা আলোচনা করছিল ঈশ্বরের রাজ্যে কে শ্রেষ্ঠ হবে। যিশু কে সেই বিষয়ে আলোচনাটিকেও একটি ডিবেট বা বিতর্ক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ডিবেট একটি খুব কার্যকর শিক্ষণ পদ্ধতি হতে পারে। যখন একজন শিক্ষক কোনো বিতর্কিত বিষয় সামনে আনেন, তখন তিনি দুটি দিকই উপস্থাপন করতে পারেন এবং তারপরে শিক্ষার্থীদের একটি অবস্থান সমর্থন করার সুযোগ দিতে পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, ৩০ সেকেন্ড তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য যথেষ্ট সময়। ৩০ সেকেন্ড পর, শিক্ষক বিষয়টির অন্যদিকের একজন ব্যক্তিকে ৩০ সেকেন্ড দেন। বিষয়টির দুটি দিকই পর্যাপ্তভাবে উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসটি অংশগ্রহণ করে যেতে পারে।

পরমগীত পড়ানোর সময়, একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের দুটি বিষয় বিবেচনা করার জন্য বলতে পারেন, "বাইবেলের এই বইটিকে যথার্থভাবে কী বলা যায়? মন্ডলীর প্রতি খ্রিষ্টের প্রেমের একটি রূপক,[14] নাকি মানুষের প্রেমের বিষয়ে একটি কবিতা?" তিনি একটি বক্তৃতা দিতে পারেন যেখানে দুটি দিক নিয়েই পর্যাপ্ত যুক্তি থাকবে, বা তিনি শিক্ষার্থীদের ডিবেট

[14] একটি গল্প যেখানে বিশদ বিবরণ হল অন্য কিছুর প্রতীক।

করতে বলতে পারেন। “পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত, আপনি পরমগীত নিয়ে ডিবেট করবেন। আপনাদের মধ্যে অর্ধেকজন তর্ক করবে যে এটি একটি রূপক; বাকি অর্ধেকজন তর্ক করবে যে এটি মানুষের প্রেমের বিষয়ে একটি কবিতা। আপনি ডিবেটের দুটি দিকই প্রস্তুত করবেন। আপনি যখন ক্লাসে আসবেন, আপনাকে একটি টিমে যুক্ত করা হবে।”

শিক্ষকেরা লক্ষ্য করেছেন যে শিক্ষার্থীরা একটি লেকচার শোনার চেয়ে এই ডিবেটের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার দ্বারা পরমগীত বিষয়ে অনেক বেশি শিখেছে। যেহেতু তাদের অবশ্যই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, সেইজন্য তারা যদি কেবল একটি লেকচার শুনতে যেত, সেক্ষেত্রে যতটা প্রস্তুতি নিত, তার চেয়ে বেশি সচেতনভাবে তারা ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ডিবেটের পরে, একজন শিক্ষকের বেশি বক্তৃতা দেওয়ার দরকার নেই; শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টই কভার করেছে।

যিশু গল্প বলতেন

যিশু একজন দক্ষ গল্পকার ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরণের একাধিক গল্প বলেছিলেন।

- সুসমাচারের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া বোঝানোর জন্য যিশু এক কৃষকের গল্প বলেছিলেন যে বিভিন্ন মাটিতে বীজ বপন করেছিল (মথি ১৩:১-২৩)।
- নিজের প্রতিবেশীকে প্রেম করার অর্থ কী তা বোঝানোর যিশু একজন শমরীয় ব্যক্তির বিষয়ে গল্প বলেছিলেন (লূক ১০:২৫-৩৭)।
- একজন পাপী অনুতাপ করলে স্বর্গে যে আনন্দ হয় তা বোঝানোর জন্য যিশু বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া একটি ছেলের গল্প বলেছিলেন (লূক ১৫:১১-৩২)।

যিশু দৃশ্যমান পাঠ (Object Lesson) ব্যবহার করতেন

একদিন যিশুর শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করছিল যে কে স্বর্গরাজ্যে সেরা অবস্থান পাবে। যিশু তখন নম্রতা নিয়ে কোনো সারমন প্রচার করতেই পারতেন। পরিবর্তে –

> যীশু তাঁদের মনোভাব জানতে পেরে একটি শিশুকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি তাঁদের বললেন, “যে আমার নামে এই শিশুটিকে স্বাগত জানায়, সে আমাকেই স্বাগত জানায়। যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। কারণ তোমাদের সকলের মধ্যে যে নগণ্য, সেই হল শ্রেষ্ঠ” (লূক ৯:৪৭-৪৮)।

যারা এই ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিল, তারা কখনোই একটি ছোটো বাচ্চার পাশে বসে যিশুর বলা কথাটি ভুলে যায়নি, “আমার রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে তোমাদের এইরকমই ব্যক্তি হতে হবে।”

যিশু প্রবাদের ব্যবহার করতেন

প্রবাদ হল একটি ছোটো বিবৃতি যেটি জ্ঞানমূলক শিক্ষাদান করে। যিশু মাঝে মাঝে পুরাতন নিয়ম থেকে বিবৃতি ধার করতেন এবং প্রবাদবাক্য হিসেবে সেগুলি ব্যবহার করতেন। সম্ভবত সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদাহরণ হল শাস্ত্রের যে অংশটিকে আমরা বিটিটিউড বা পর্বতের উপর দেওয়া শিক্ষা / স্বর্গীয় জ্ঞান বলি। এগুলি পুরাতন নিয়মের প্রবাদের মডেলের ওপর ভিত্তিশীল।

ধন্য তারা, যারা আত্মায় দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

ধন্য তারা, যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।

ধন্য তারা, যারা নতনম্র, কারণ তারা পৃথিবীর অধিকার লাভ করবে।

ধন্য তারা, যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা পরিতৃপ্ত হবে (মথি ৫:৩-৬)।

যিশু নাটকের ব্যবহার করতেন

নাটক সাধারণত একটি বার্তার সংযোগ স্থাপনের জন্য জন্য শারীরিক ক্রিয়া বা অভিনয় ব্যবহার করে। একবার, কয়েকজন ব্যক্তি একজন বোবা লোককে যিশুর কাছে নিয়ে এসেছিল। যিশুর সেই লোকটির সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য নাটকের ব্যবহার করেছিল।

> তখন তিনি সকলের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তিকে এক পাশে নিয়ে গেলেন। তিনি তার দুই কানে আঙুল রাখলেন, থুতু ফেললেন ও তার জিভ স্পর্শ করলেন। আর তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ইপফাথা!" (যার অর্থ, "খুলে যাক!") এতে সেই লোকটির দুই কান খুলে গেল, তার জিভ জড়তামুক্ত হল এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে লাগল (মার্ক ৭:৩৩-৩৫)।

কয়েকজন ফরিশী ব্যাভিচারিতার দায়ে ধরা পড়া এক মহিলাকে যিশুর কাছে নিয়ে এসেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কী বিচার করবেন। যিশু তখন মাথা নিচু করে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন। আমরা জানি না তিনি কী লিখেছিলেন, কিন্তু সেই মহিলাকে যারা ধরে এনেছিল তারা পালিয়ে গিয়েছিল (যোহন ৮:১-১১)। মাথা নিচু করা এবং মাটিতে লিখতে থাকা একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি নাটকীয় উপায় ছিল।

যিশু সংক্ষিপ্তসারের ব্যবহার করতেন

একজন ভালো শিক্ষকের অন্যতম নিদর্শন হল যে তিনি জটিল সত্যকে সহজ পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত করতে সক্ষম। যিশু সত্য সংক্ষিপ্ত করার বিষয়ে অতি দক্ষ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, যিশুর পর্বতের উপরে দেওয়া শিক্ষাগুলি খুবই সহজ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করে।

যিশুর বেশিরভাগ বিবৃতিই বড় বড় মতবাদের সংক্ষিপ্তসার। যখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল অনন্ত জীবন পেতে গেলে তাকে কী করতে হবে, যিশু দু'টি আজ্ঞায় বিধানকে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন: ঈশ্বরকে এবং তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম করো (লূক ১০:২৫-২৮)।

এই সারসংক্ষেপের পদ্ধতি হল শিক্ষাদানের একটি সেরা উপায়। এখানে দুটি প্রয়োগ দেওয়া হল।

১। ভালো শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষাদানের বিষয়কে কয়েকটি বাক্যে সংক্ষিপ্ত করেন। এটা আমাদের সারসংক্ষেপ পদ্ধতি ব্যবহারের সবচেয়ে প্রচলিত উপায়।

২। ভালো শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদেরকে তাঁদের শিক্ষাদানের বিষয়গুলি সারসংক্ষেপ করতে বলেন। একজন শিক্ষার্থীর সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে যে সে কতটা ভালো করে পাঠটি বুঝতে পেরেছে।

কখনো কখনো একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে একটি গল্প বা সত্যকে ২৫টি বা তার চেয়ে কম শব্দের মধ্যে সংক্ষেপিত করতে বলেন। যখন তারা বলতে শুরু করে, তিনি শব্দ গুনতে শুরু করেন। যখন তারা বুঝতে পারবে যে তিনি আসলে শব্দগুলো গুনছেন, তারা সাধারণত থেমে যাবে এবং তাদের শব্দ নিয়ে আরো অনেক বেশি সচেতন হবে। এটি একটি দুর্দান্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি যা সত্যিই শিক্ষার্থীদের মুখস্থ উত্তর পুনরাবৃত্ত না করে ভাবনা-চিন্তা করার প্রতি জোর দেয়।

যিশু উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন

আপনি কত ভালো লেকচার দেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি আপনি আপনার দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন না করেন, তাহলে আপনি কোনো কার্যকর শিক্ষক নন। যিশু যা শেখাতেন সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন।

> এই উদ্দেশ্যেই তোমাদের আহ্বান করা হয়েছ, কারণ খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য কষ্টভোগ করেছেন ও তোমাদের কাছে এক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যেন তোমরাও তাঁর চলার পথ অনুসরণ করো। তিনি কোনও পাপ করেননি, তাঁর মুখেও কোনো ছলনার বাণী পাওয়া যায়নি (১ পিতর ২:২১-২২)।

একটি পুরনো প্রবাদ বলে,

> আমরা যা **বলি**, তার থেকে **কিছুটা** শেখাই।
>
> আমরা যা **করি**, তা থেকে **আরেকটু বেশি** শেখাই।
>
> আমরা **যেমন** তা থেকে **সবচেয়ে বেশি** শেখাই।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য। পৃথিবী এমন অনেক ভণ্ডদের দেখেছে যারা এক জিনিস শিখিয়েছে আর নিজেরা অন্যকিছু চর্চা করেছে। যে ব্যক্তি যা শেখায় তা পালন না করলে সে শিক্ষক হিসেবে সত্যিকারের অর্থে কার্যকর নয়।

আমাদের কাজ ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুইভাবেই শিক্ষা দেয়। নেতিবাচক শিক্ষাদানের প্রভাব দেখুন:

- অব্রাহাম একটি অর্ধ-সত্য বলেছিলেন, “সারা আমার বোন।” এটি আংশিকভাবে সত্য ছিল।
- অব্রাহামের পুত্র, ইসাহাক, বলেছিলেন, “রেবেকা আমার বোন।” এটি একটি সম্পূর্ণ মিথ্যে ছিল।
- ইসাহাকের পুত্র যাকোব একাধিক মিথ্যে বলেছিলেন।
- যাকোবের পুত্রেরা জোসেফকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছিল এবং তাদের বাবাকে এই বিষয়ে মিথ্যে বলেছিল।

প্রত্যেক প্রজন্ম তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে শিখেছিল। আমরা যেমন তা থেকেই আমরা সবচেয়ে বেশি শেখাই।

আপনি মানুষের সাথে সময় না কাটিয়ে আদর্শ তৈরি করতে পারবেন না। পরামর্শমূলক সম্পর্ক বিকাশ করতে শিখুন। সিনিয়র শিক্ষকদের উচিত জুনিয়র শিক্ষকদের সাহায্য করা। সিনিয়র শিক্ষকরা যদি স্বেচ্ছায় তা না করেন, তবে জুনিয়র শিক্ষকদের তাঁদের থেকে সাহায্য চেয়ে নেওয়া উচিত। প্রায় সবসময়ই আপনার থেকে জুনিয়র এমন কেউ থাকে যাকে আপনি পরামর্শ দিতে সাহায্য করতে পারেন। একজন খ্রিস্টীয় শিক্ষাবিদকে অবশ্যই একজন ভালো আদর্শ হতে হবে।

যিশু তাঁর দর্শনের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন

যিশু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির সংযোগ স্থাপন করেছিলন সেটি কোনো তথ্য ছিল না, বরং একটি দর্শন (vision) ছিল। যিশু ১২ জন সাধারণ মানুষকে বেছে নিতে এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে তাদেরকে একটি জগত-পরিবর্তনকারী দর্শন প্রদান করতে সক্ষম ছিলেন।

শিষ্যেরা যিশুর থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি তিনি শিখিয়েছিলেন তা ছিল জগতের জন্য তাঁর দর্শন। যিশুর অনুসারীরা সমগ্র জগতে যাওয়ার এবং সমস্ত মানুষকে শিষ্য তৈরি করার একটি দর্শন লাভ করেছিল। প্রথম দিকের মন্ডলীর বিস্তার দেখায় যে কতটা সফলভাবে যিশু তাঁর দর্শনের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

একজন লিডার সর্বাপেক্ষা ভালো যে উপায়ে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন তা হল তাঁর দর্শন। তাঁকে অবশ্যই তাঁর অনুসারীদের সাথে সংযোগ রাখতে হবে যে তারা কোথায় যাচ্ছে এবং তাদের কী করা উচিত।

একজন শিক্ষক হিসেবে যে বিষয়গুলি এড়িয়ে চলবেন

কিছু জিনিস আছে যা আপনার শিক্ষা থেকে বিক্ষিপ্ত হবে বা আপনার শিক্ষার প্রভাবকে বাধাগ্রস্ত করবে। এই অভ্যাসগুলি এড়ানোর চেষ্টা করুন।

(১) আপনার কথা বলার অভ্যাস দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা

আপনার দুর্বল বক্তৃতার অভ্যাস দ্বারা যেন শিক্ষার্থীরা শেখার সময়ে বিভ্রান্ত না হয়। বক্তারা প্রায়শই এমন খারাপ অভ্যাস গড়ে তোলে যা তারা নিজেরা ছাড়া বাকি সবাই বুঝতে পারে। একজন প্রচারক প্রায় প্রতি দুটি বাক্যে একবার *চমৎকার* শব্দটি ব্যবহার করেন। কখনো কখনো একজন লেকচারার প্রায় প্রতিটি বাক্যেই *"আহ"* বলে থাকেন। এই অভ্যাস শিক্ষার্থীদেরকে শেখার থেকে বিক্ষিপ্ত করে। আপনার স্বামী/স্ত্রী বা আপনাকে সৎভাবে পরামর্শ দেবে এমন কাউকে এই জাতীয় বিরক্তিকর অভ্যাসগুলি নির্দেশ করতে বলুন যা আপনার সংযোগ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

(২) আপনাদের শিক্ষার্থীদের বিব্রত করা

শিক্ষার্থীদের বিব্রত করবেন না। যদি কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে না দিতে পারে, তাকে বলবেন না, "এটা একদমই ভুল ছিল।" যতটা সম্ভব, উত্তরটার মধ্যে ইতিবাচক কিছু খুঁজে বের করুন। আপনি বলতে পারেন, "শুরুটা ভালো ছিল, তবে আমার মনে হয় কারোর আরো কিছু যোগ করা প্রয়োজন।"

আমরা বেশিরভাগ সময়েই জানি না যে কেন শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত নয় বা তার ক্লাসে কেন দেরী হয়েছে? যদি আমরা তাদের বকাবকি করি এবং পরে বুঝতে পারি যে ভালো পারফর্ম না করতে পারার জন্য তাদের একটি বৈধ কারণ ছিল, তখন এটি শিক্ষক হিসেবে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে আঘাত করবে। শিক্ষার্থীদের কখনোই বিব্রত করবেন না।

(৩) আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করতে অস্বীকার করা

আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করতে ভয় পাবেন না। বেশিরভাগ মানুষ স্বীকার করতে অপছন্দ করে যে তারা কিছু জানে না। অজ্ঞতায় লজ্জা নেই। একজন অধ্যাপক একবার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কেউ একজন সেই অধ্যাপককে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করেন, এবং তিনি উত্তর দেন, “আমি জানি না।” পরে তাঁর এক শিক্ষার্থী তাঁকে জিজ্ঞেস করে, “কেন আপনি বললেন যে ওই প্রশ্নের উত্তর জানেন না?” অধ্যাপক উত্তর দেন, “কারণ আমি উত্তরটা জানতাম না!”

আপনি যত বেশি শিখবেন, তত বেশি আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কতটা জানেন না এবং আপনি আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করতে তত বেশি ইচ্ছুক থাকবেন। একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে, আপনার শিক্ষার্থীরা আপনাকে সম্মান করবে যখন আপনি যথেষ্ট সৎ হয়ে স্বীকার করবেন যে আপনি কিছু কিছু বিষয়ে জানেন না।

উপসংহার

শিক্ষকতা বা শিক্ষাদান হল খ্রিষ্টীয় মিনিস্ট্রি এবং লিডারশিপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে সমগ্র জগতে যেতে এবং শিষ্য তৈরি করতে বলেছিলেন। কীভাবে তাঁদের এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়েছিল?

> অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আর আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেগুলি পালন করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও। আর আমি নিশ্চিতরূপে, যুগান্ত পর্যন্ত নিত্য তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি (মথি ২৮:১৯-২০)।

একজন শিক্ষক হিসেবে, যিশুর মহান নিযুক্তির উদ্দেশ্য পরিপূরণে আপনার একটি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। আপনি শিষ্য তৈরি করতে সাহায্য করছেন। শিক্ষাদানের কী অসাধারণ সুযোগ!

৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) ক্লাসের অন্যান্য সদস্যদের শেখানোর জন্য বাইবেলের একটি পাঠ প্রস্তুত করুন। মনে রাখবেন, এটি হল একটি বাইবেলের পাঠ, কোনো সারমন নয়। পাঠটিতে শিক্ষকতার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করুন।

৭ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) শিক্ষকতা বা শিক্ষাদান কী?

(২) শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দায়িত্ব কী কী?

(৩) একজন ভালো শিক্ষকের সাতটির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনটির তালিকা করুন।

(৪) কোন চারটি উপায়ে কৌতুক বিষয়টি শিক্ষাদানের সময়ে সহায়ক তা লিখুন।

(৫) খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবিদদের যে চারজোড়া বিষয়ে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, তার মধ্যে তিনটি উল্লেখ করুন।

(৬) এই পাঠে উল্লিখিত যিশুর দশটি শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে তিনটি লিখুন।

(৭) কেন ভালো শিক্ষকদের তাদের পাঠ সংক্ষিপ্ত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হয়?

(৮) তিনটি অভ্যাসের কথা উল্লেখ করুন যেগুলি আপনার একজন শিক্ষক হিসেবে এড়িয়ে চলা উচিত।

পাঠ ৮
মানবিক সম্পর্ক

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বাইবেলে উল্লিখিত মানবিক সম্পর্কের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উদাহরণ থেকে শিক্ষালাভ করবে।

(২) মানবিক সম্পর্কের জন্য বাস্তবিক আদর্শগুলি বুঝতে পারবে।

(৩) মানবিক সম্পর্কে কী কী বিপদ এড়িয়ে চলতে হবে তা বুঝতে পারবে।

(৪) পরিচর্যাকারী এবং মন্ডলীর লিডারদের জন্য মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

ভূমিকা

মানবিক সম্পর্ক বা পাবলিক রিলেশন যেকোনো কাজ করার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বল মানবিক সম্পর্কের কারণে বহু লোকই তাদের সুনাম নষ্ট করে এবং তাদের পরিচর্যার কাজে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করে। এমনকি ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে চলা ভালো লোকেরাও তাদের মানবিক সম্পর্কের দক্ষতার দুর্বলতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা কাজে ব্যর্থ হয়েছে।

মানবিক সম্পর্ক হল একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য মানুষের সাথে কাজ করার দক্ষতা। ভালো মানবিক সম্পর্ক অন্যদের ভালো বোধ করায় এবং বিভিন্ন কাজে তাদের ইচ্ছুক সহযোগিতা লাভ করে।

মানবিক সম্পর্ক একজন পাস্টার বা খ্রিষ্টীয় লিডারের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আপনি যখন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলেন, আপনি সুসমাচারের জন্য দরজা খুলে দেন। আপনি মন্ডলীতে এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে যত বেশি ভালো সম্পর্ক তৈরি করবেন, আপনি মিনিস্ট্রির বিভিন্ন কাজের জন্য তত বেশি সমর্থন লাভ করবেন। সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এমনভাবে সংযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা যা অন্য লোকেদের ইচ্ছুক সহযোগিতা জয় করে। এটি ঈশ্বরের কাজকে আরো বৃদ্ধি করে।

বাইবেলের বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক

হিতোপদেশ ইতিবাচক মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব দেখায়। “প্রচুর ধনসম্পদের চেয়ে সুনাম বেশি কাম্য; রুপো ও সোনার চেয়ে সম্মান পাওয়া ভালো” (হিতোপদেশ ২২:১)।

সুনাম কী? এটি হল সঠিক কাজ করার সুখ্যাতি। এটি হল লোকেরা আপনাকে যেভাবে উপলব্ধি করে বা দেখে। আপনি সবার সাথে ন্যায্য আচরণ করতে পারেন, কিন্তু কারোর যদি মনে হয় যে আপনি অন্যায় করছেন, তাহলে আপনাকে অন্যায্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আমরা মাঝে মাঝে বলি, “উপলব্ধিই বাস্তবতা।” লোকেরা আপনার সম্পর্কে কী বিশ্বাস করে

তা গুরুত্বপূর্ণ; এটি আপনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য তাদের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। এটিই হল মানব সম্পর্ক: উপলব্ধি নিয়ে কাজ করা। একটি সুনামের অধিকারী হওয়ার অর্থ হল ন্যায্য এবং ভালো হিসেবে বিবেচিত হওয়া।

রহবিয়াম: খারাপ মানবিক সম্পর্কের একটি উদাহরণ

রহবিয়ামের কাহিনী ভালো মানবিক সম্পর্কের গুরুত্বকে তুলে ধরে। শলোমনের মৃত্যুর পর রহবিয়ামকে রাজা করা হয়েছিল।

► ১ রাজাবলী ১২:১-২০-তে এই কাহিনীটি পড়ুন।

রহবিয়ামের কাছে তার শাসনব্যবস্থা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ছিল। তার কাছে রাজার পদ ছিল। তার কাছে স্পষ্টতই তার বাবা শলোমনের আশীর্বাদ ছিল। যারবিয়াম এবং সমগ্র ইস্রায়েলী সমাজ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেবল যদি রহবিয়াল লোকেদের প্রতি একটু নম্র হতেন। তার রাজত্বের সম্পূর্ণ ভবিষ্যত তাঁর মানবিক সম্পর্কের দক্ষতার নির্ভরশীল ছিল।

একটি দুঃখজনক সিদ্ধান্তে, রহবিয়াম বয়স্ক ব্যক্তিদের বিজ্ঞ উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তার অনভিজ্ঞ তরুণ বন্ধুদের পরামর্শ শুনেছিলেন। রহবিয়ামের সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ, গোটা জাতি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ইস্রায়েল আর কখনো এক রাজত্ব হয়নি। ইস্রায়েলের সমগ্র ইতিহাস রহবিয়ামের নির্বোধ সিদ্ধান্তের ফল ভোগ করেছিল।

রহবিয়ামের মানবিক সম্পর্কের কয়েকটি ভুল কী কী ছিল?

- তিনি বিজ্ঞ লোকেদের পরামর্শ অবজ্ঞা করেছিলেন।
- তিনি অন্য লোকেদের অনুভূতি এবং আবেগ অবজ্ঞা করেছিলেন।
- তিনি অন্য লোকেদের উপরে তার কাজের প্রভাব অবজ্ঞা করেছিলেন।

খ্রিষ্টীয় লিডারদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে কোনো ব্যক্তিই অন্য ব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়া একটি প্রজেক্ট সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে পারে না। ভালো মানবিক সম্পর্ক ছাড়া কেউই অন্যদের সাথে কাজ করতে পারে না। রহবিয়াম মানবিক সম্পর্কের একটি নেতিবাচক উদাহরণ প্রকাশ করেছেন। বাইবেলে ইতিবাচক উদাহরণও আছে যা আমরা বিবেচনা করব।

পৌল: ভালো মানবিক সম্পর্কের একটি উদাহরণ

► ১ করিন্থীয় ৯:১৫-২৩ পড়ুন। মানবিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত নীতিগুলির একটি তালিকা তৈরি করুন।

পৌল জানতেন যে অন্যদের অনুভূতি সম্পর্কে সংবেদনশীল হওয়া গুরত্বপূর্ণ। করিন্থীয় বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের পত্র ভালো মানবিক সম্পর্কের নীতিগুলিকে প্রকাশ করে।

পৌল তার সমস্ত ব্যক্তিগত অধিকার সমর্পণ করেছিলেন।

একজন ব্যক্তি যিনি মানবিক সম্পর্কে ভালো তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত অধিকার সমর্পণ করতেও ইচ্ছুক। পৌল বলেছেন যে তিনি করিন্থীয়দের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করার জন্য তার সমস্ত অধিকার ত্যাগ করেছিলেন।

একবার একটি ঘটনায় দায়ূদ যখন শত্রুদের থেকে পালাচ্ছিলেন, তখন দায়ূদ বলেছিলেন যে তিনি বেথলেহেমের ফটকের কাছে অবস্থিত কুয়োর জল পান করতে চান। তিনি সম্ভবত ভাবেননি যে কেউ তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করবে, কিন্তু তাঁর

তিনজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শত্রুদের সৈন্যশিবির পার করে সেই জল আনতে গিয়েছিল। যখন সেই জল দায়ূদকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা মাটিতে ঢেলে দিয়েছিলেন (২ শমূয়েল ২৩:১৪-১৭)। তিনি বলেছিলেন যে অন্যদের জীবন বিপদে ফেলার জন্য তার ইচ্ছা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এটি ছিল একটি মানবিক সম্পর্কের প্রকাশ। বহু রাজাই তাদের ইচ্ছাপূরণ করার জন্য অন্যদের ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছেন বা মৃত্যুর সম্মুখীন করেছেন, কিন্তু দায়ূদ সাধারণত মানুষদের চেয়ে আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য নিজের অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। এই মানসিকতার জন্যই দায়ূদ তাঁর লোকেদের দ্বারা উচ্চ পর্যায়ে সম্মানিত হয়েছিলেন।

নাইজেরিয়ার জস শহরে একটি সুসমাচার প্রচার সংক্রান্ত মহাসভা চলাকালীন, এই ধরণের মানবিক সম্পর্কের একটি উদাহরণ দেখা গিয়েছিল। প্রথম সভা চলাকালীন খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বেশিরভাগ লোকই বৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছিল। কয়্যার এবং তথাকথিত "গুরুত্বপূর্ণ লোকজন" প্ল্যাটফর্মে ছিল। এটা প্রচারের সময় ছিল না; কেউ খারাপ ভাবত না যদি প্রচারক এবং তার সহায়করা প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে আসতেন এবং বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাইতেন। কিন্তু, সেই সুসমাচার প্রচারক এবং তার সমগ্র টিম বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিল এবং ক্রমাগত প্রভুর আরাধনা করে গিয়েছিল। পরবর্তীতে মন্ডলীতে প্রচার করার সময় এটি তাকে একটি বাস্তবিক সুবিধা প্রদান করেছিল। তার নিজের স্বাছন্দ্য উপেক্ষা করার মাধ্যমে, তিনি তার কথা লোককে শোনানোর অধিকার পেয়েছিলেন।

রোমীয় ১৪ অধ্যায় মানবিক সম্পর্কের একটি দুর্দান্ত পাঠ প্রদান করে।

► রোমীয় ১৪ অধ্যায় পাঠ করুন।

এই অধ্যায়টি বোঝার জন্য এটি বুঝতে হবে যে পৌল "দৃঢ়প্রত্যয়ী" এবং "দুর্বল" বলতে কী বুঝিয়েছেন। এই অধ্যায়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী হিসেবে উল্লিখিত লোকেরা হল সেই ব্যক্তি যাদের একটি দৃঢ় বিবেচনা বোধ রয়েছে। তাদের আত্মিক পরিপক্কতা এবং ঈশ্বরের বাক্যের বোধগম্যতা তাদের দেখিয়েছে যে কিছু বিষয় ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে, বাইবেলের বিশ্বাসের নয়। দুর্বল ব্যক্তিরা হল তারা যাদের বিবেচনা বোধ দুর্বল। তারা ঈশ্বরের বাক্যের বোধগম্যতার বিষয়ে এখনও পরিপক্ক নয়। তাদের বিবেচনা বোধ অনুযায়ী ক্ষুব্ধ হওয়া সহজ।

বহু ইহুদিরই দুর্বল বিবেচনা বোধ ছিল; তারা ঐতিহ্য ভাঙার ব্যাপারে ভীত ছিল। অন্যদিকে, পরজাতিদের এইসব ঐতিহ্য ছিল না। তারা সেগুলি করতে পারত যেগুলি ইহুদিরা করতে পারত না; তারা সেই নির্দিষ্ট খাবারগুলি খেতে পারত যেগুলি ইহুদিরা খেতে পারত না। এই অংশে এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে "দুর্বল" এবং "দৃঢ়প্রত্যয়ী" কারোর প্রতিজ্ঞার মাত্রাকে বর্ণনা করে না। এই শব্দগুলি কেবল একজন ব্যক্তির বিবেচনা বোধের সংবেদনশীলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

রোমীয় ১৪ অধ্যায় পড়ার সময়ে, আমরা দেখি যে পৌল অন্যদের বিক্ষুব্ধ করা নিয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের তাদের কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। অধ্যায়টি উত্তম মানবিক সম্পর্কের নীতিগুলির একটি চমৎকার বর্ণনা। ভালো মানবিক সম্পর্কের জন্য যা যা প্রয়োজন:

- নিজের আগে অন্যদেরকে রাখা।
- উপলব্ধির প্রতি মনোযোগ দেওয়া।
- আপনার নিজের ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করা।
- অন্যদের অনুভূতির ব্যাপারে সংবেদনশীল হওয়া।

- ছোটো ছোটো বিষয়কে সমস্যা তৈরি করতে না দেওয়া।

পৌল তার ব্যক্তিগত পছন্দ ত্যাগ করেছিলেন।

পৌলের তরুণ সহকারী তিমথির মা একজন ইহুদি ছিলেন, কিন্তু তবুও তিমথির ত্বকচ্ছেদ বা সুন্নত হয়নি। পৌল জানতেন যে ততদিনে ঈশ্বরের লোকেদের জন্য ত্বকচ্ছেদ আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৌল এই ত্বকচ্ছেদ বিষয়ে একটি দৃঢ় চিঠি লিখেছিলেন এবং যিরুশালেমের সেই কাউন্সিলের যোগদান করেছিলেন যেটি বলেছিল যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য ত্বকচ্ছেদ আর জরুরি নয়।

তবে, পৌল তিমথিকে ত্বকচ্ছেদ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কেন? তিমথিকে পরিচর্যা কাজে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য। পৌল জানতেন যে তিমথিকে সিনাগগ অর্থাৎ ধর্মধামে যেতে হবে এবং ইহুদি দর্শকদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করতে হবে। একজন ত্বকচ্ছেদ না করা ব্যক্তি কীভাবে সিনাগগে যেতে পারে, সেই প্রশ্ন এড়ানোর জন্য তিমথির পক্ষে ত্বকচ্ছেদপ্রাপ্ত হওয়া তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল (প্রেরিত ১৬:৩)।

আরেকটি ঘটনায় পৌল ইহুদিদের শুদ্ধিকরণ নৈবেদ্যর অনুষ্ঠানে যোগদান করতে সম্মত হয়েছিলেন (প্রেরিত ২১:১৮-২৬)। তিনি কি বিশ্বাস করেছিলেন যে এটি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনীয় ছিল? না, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের কাজের জন্য ইহুদি ভাইয়ের হৃদয় জিতে নেওয়ার জন্য এটি করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি তাদেরকে তার পাশে চেয়েছিলেন যেন তারা ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে তোলার জন্য একসাথে কাজ করতে পারে। পৌল ঈশ্বরের কাজকে প্রচার করার স্বার্থে তার ব্যক্তিগত পছন্দ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

অন্যদিকে, পৌল নীতির ক্ষেত্রে কোনোরকম সমঝোতা করা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যখন মন-পরিবর্তিত পরজাতিদের গালাতীয়তে ত্বকচ্ছেদের অনুশীলনে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল, তখন পৌল কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ার নীতির প্রতি তার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় ছিলেন (গালাতীয় ১-২, ৫)। একইভাবে, তিনি একজন অইহুদি যাজক তীতকে ত্বকচ্ছেদ করার জন্য বাধ্য করেননি (গালাতীয় ২:১-৫)। যদি সেখানে নীতির কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকত, পৌল মোটেই সমঝোতা করতেন না।

পৌল প্রশংসার ব্যবহার করতেন।

পৌল যেভাবে তার পত্রটি শুরু করেছেন সেটি লক্ষ্য করুন। শুভেচ্ছা জানানোর পর, তিনি সাধারণত তার পাঠকদের প্রশংসা করেন।[15]

যখন তাকে একটি মন্ডলীর লোকেদের তিরস্কার করতে হয়েছিল, তখন তিনি সাধারণত আগে থেকেই ইতিবাচক কিছু বলেছিলেন যার ফলে লোকেরা জানত যে তিনি তাদের বিরুদ্ধে নন। এটাই ভালো মানবিক সম্পর্ক। মুক্তভাবে প্রশংসা করুন। অন্য লোকেদের সাথে আচরণ করার সময়, আপনার সর্বদা ইতিবাচক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এমন একজন ব্যক্তি হন যে অন্যকে গড়ে তোলে, এমন ব্যক্তি নয় যে অন্যকে ধ্বংস করে।

---

[15] রোমীয় ১:৮, ১ করিন্থীয় ১:৪-৭, ফিলিপীয় ১:৩-৬, কলসীয় ১:৩-৪, ১ থিষলনীকীয় ১:২-৪ এবং ২ থিষলনীকীয় ১:৩-৪ দেখুন।

পৌল লোকেদের সাথে পরিচিত হতেন।

পৌল জানতেন কীভাবে বিনয়ী হয়ে এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে লোকেদের সম্বোধন করতে হয়। ফীলিক্সের সামনে কথা বলার সময়, পৌল বলেছিলেন:

> বহু বছর যাবৎ আপনি এই জাতির বিচারক হয়ে আছেন জানতে পেরে আমি সানন্দে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি (প্রেরিত ২৪:১০)।

আগ্রিপ্পর সাথে কথা বলার সময়, তিনি বলেছিলেন:

> মহারাজ আগ্রিপ্প, ইহুদিদের সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করার উদ্দেশ্যে, আজ আপনার সামনে দাঁড়াতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আর বিশেষ করে এজন্য যে, আপনি ইহুদিদের সমস্ত রীতিনীতি ও মতবিরোধগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। সেই কারণে, ধৈর্যের সঙ্গে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি (প্রেরিত ২৬:২-৩)।

পৌল এই কর্তৃপক্ষদের পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাদের সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করেছিলেন। কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভদ্রতার গুরুত্ব ভুলে গেছে। একজন ভদ্রতা কম জানা ব্যক্তি হয়ত ফীলিক্সকে বলত, "আমি জানি যে আপনি এই জাতির বিচারক, কিন্তু আমি কেবল ঈশ্বরকেই কৈফিয়ত দিই। আপনার বক্তব্যে আমার কিছু এসে যায় না!" যদি পৌল এই উত্তরটি দিতেন, তাহলে তিনি এই সরকারি আধিকারিকের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ হারাতেন। পৌলের এই ভদ্রতার জন্যই, তিনি প্রায় দু'বছর ধরে ফীলিক্সের কাছে খ্রিষ্ট যিশুর প্রতি বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন (প্রেরিত ২৪:২৪-২৭)।

পৌল যেখানে পরিচর্যা কাজ করতেন সেই জায়গাগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন এবং সেখানের লোকেদের সাথে পরিচিত হওয়ার উপায় খুঁজে বের করতেন। এথেন্সে প্রচার করার সময়ে, পৌল গ্রীকদের মধ্যে জনপ্রিয় একজন পেগান লেখকের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন (প্রেরিত ১৭:২৮)। তিনি তার শ্রোতাদের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন।

কখনো কখনো, মানবিক সম্পর্কের সমস্যাগুলির কারণ হয় সেইসব ভালো লোকেরা যারা সবকিছুকে কেবল তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। অন্যদের দ্বারা তাদের কাজগুলিই কীভাবে বিবেচিত হবে তা বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়। ভালো উদ্দেশ্য অর্জন করার পরিবর্তে, এটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ভালো মানবিক সম্পর্কের মূল্য দাবী করে যে আমরা অন্য লোকেদের সাথে পরিচিত হই এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করি।

মানবিক সম্পর্কের কিছু বাস্তবিক পরামর্শ

ভালো মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা একটি প্রজেক্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি। অনেক সময়েই, আমাদের প্রজেক্টগুলিতে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই তার কারণ হল দুর্বল মানবিক সম্পর্ক। এখানে ভালো মানবিক সম্পর্কের জন্য কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হল।

(১) শীর্ষ থেকে শুরু করুন।

একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে থাকা লোকেদের সাথে কথা বলে শুরু করুন এবং ক্রমশ পরের স্তরগুলিতে কাজ করুন। এটি নিচের স্তর থেকে শুরু করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যক্তির কাছে আপনার কাজটি নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটির চেয়ে অনেক সহজ। তথ্য মূলত 'চেইন অফ কমান্ড' বা নির্দেশনার লাইনে উপরে যাওয়ার তুলনায় নিচে বেশি ভালোভাবে যায়।

আফ্রিকা একটি কর্তৃত্ববাদী সমাজ। কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিকে অসামান্য সম্মান দেওয়া হয়। কর্তৃত্বাধীন লোকেরা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অনুমোদন ছাড়া প্রায় কিছুই করতে পারে না। লোকেরা উদ্ভাবনী হতে এবং এই ব্যক্তিকে ধারনার প্রস্তাব দিতে ভয় পায়। ঝামেলা এড়াতে, সরাসরি তার কাছে যাওয়াই ভালো। একবার আপনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে গেলে, অধঃস্তনদের সাথে কাজ করতে আপনার কম সমস্যা হবে। আপনি যদি শীর্ষে থাকা ব্যক্তির অনুগ্রহ নিশ্চিত করতে সক্ষম হন, তাহলে আপনি সমস্যা সমাধানে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। বিভাগের বাকি লোকেরা আপনার প্রজেক্টটি সম্পন্ন করতে কঠোর পরিশ্রম করবে।

মানবিক সম্পর্কের উদ্দেশ্যে আপনি যা করতে পারেন তা হল কেবল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির **অনুমতি** সুরক্ষিত করা নয় বরং সেইসাথে তাদের **অংশগ্রহণ**ও সুনিশ্চিত করা। এই ব্যক্তিকে আপনার প্রজেক্টের সহ-স্পন্সর করে তোলার চেষ্টা করুন।

ড. ড্যানি ম্যাককেইন (এই কোর্সের লেখক) এবং অন্যান্যদের একটি টিম খ্রিষ্টীয়ান এডুকেশন-এ একটি পেশাদারী বা প্রফেশনাল সার্টিফিকেট তৈরি করার জন্য ১৪টি নাইজেরিয়ান রাজ্যে কাজ করেছেন। তারা কেবল রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর থেকে অনুমোদন চেয়েছিলেন তা নয়। তারা তাদেরকে প্রজেক্টগুলি সহ-স্পন্সর হতে বলেছেন। তারপর, প্রোগ্রামটির বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময়ে এটি কেবল একটি *ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ খ্রিষ্টীয়ান স্টাডিজ* প্রোগ্রাম নয়; এটি হল একটি প্লাটিউ স্টেট গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট। এটি তাদের মানবিক সম্পর্কের প্রচেষ্টার জন্য একটি অসাধারণ সাহায্য।

(২) চাকা যেদিকে গড়াচ্ছে, সেইদিকেই যান।

কিছু করার সর্বোত্তম উপায় হল এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা যিনি ইতিমধ্যেই সেই নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সচেতন, বা একটি নির্দিষ্ট প্রজেক্টে আগ্রহী। তারপরে আপনি তাদের সমস্যা সমাধানে বা প্রজেক্টের বিকাশে সহায়তা করার একটি উপায় খুঁজে বের করুন। যে জানে না যে তার একটি কম্পিউটার প্রয়োজন তার কাছে একটি কম্পিউটার বিক্রি করার চেয়ে, যে ইতিমধ্যেই একটি কম্পিউটার খুঁজছে তার কাছে সেটি বিক্রি করা সহজ। আপনি যদি কারোর উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করার জন্য কাজ করেন, আপনার প্রজেক্টটি তাদের প্রজেক্টে পরিণত হয়। একটি প্রজেক্ট যত বেশি লোক যুক্ত থাকে, সহযোগিতা তত ভালো হয়।

এইডস হল আফ্রিকার সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। একটি টিম একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছে যা নাইজেরিয়ান সরকারকে এইডসের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে। তবে, সেই দলটি বাইবেল ব্যবহার করে তা করছে। তারা একই সময়ে বাইবেলের বার্তা প্রচার করার সাথে সাথে সরকারকে এইডসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছে।

(৩) প্রত্যেককে আপনার সাথে নিন।

একটি সফল প্রজেক্টে সর্বদাই একাধিক লোক অন্তর্ভুক্ত থাকে। আপনাকে অবশ্যই সকল অংশগ্রহণকারীকে অনুভব করাতে হবে যে তারা প্রজেক্টেরই অংশ। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। যেকোনো প্রজেক্টের জন্য সর্বাধিক সমর্থন পাওয়ার জন্য, আপনাকে অবশ্যই সর্বাধিক লোককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি প্রতিষ্ঠান সুসমাচার প্রচারের কাজ করতে নাইজেরিয়া এসেছিল। তারা ভালো মানুষ ছিল এবং কিছু ভালো কাজ সম্পন্ন করেছিল। তবে, তারা তাদের সম্পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। তাদের মানবিক সম্পর্কের কাজের কিছু অংশ অকার্যকর ছিল। উদাহরণস্বরূপ:

- সেখানে তাদের কর্মক্ষেত্রে অনুবাদক ছাড়া কোনো স্থানীয় ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যদি তাদের কর্মক্ষেত্রে স্থানীয় খ্রিষ্টীয় লিডাররা থাকতেন, তারা স্থানীয় মন্ডলীগুলির আশীর্বাদ এবং সম্মান লাভ করত।

- তারা স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে সহযোগিতা করেনি। যদি তারা সহযোগিতা করত, তাহলে স্থানীয় লোকেরাও অংশগ্রহণ করত।

- তারা এসেছিল এবং বেশিরভাগ কাজ নিজেরাই করেছিল। পুরো প্রজেক্টটাই তারা ফান্ড করেছিল। এটি দেখে মনে হয়েছিল যে এটি স্থানীয়দের পরিবর্তে, কেবল তাদের প্রজেক্ট। এই কারণেই, তারা স্থানীয় লোকেদের মিনিস্ট্রিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

(৪) অন্যদের স্বীকৃতি দিন।

অন্যের দক্ষতা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি তা আপনার নিজের থেকেও বেশি হয়। এই কাজটি নম্রতা প্রদর্শন করে এবং নম্রতা মানবিক সম্পর্কের জন্য উত্তম। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, পৌল থিষলনীকীয়দের এবং তাঁর চিঠির অন্যান্য পাঠকদের অবাধে প্রশংসা করেছিলেন। তিনি সর্বদা এমন কিছু খুঁজতেন যার জন্য তিনি সততার সাথে তাদের প্রশংসা করতে পারেন।

আমাদের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। চালকদের গাড়ি চালানো নিয়ে তাদের প্রশংসা করার উপায় খুঁজুন। আপনি যখন আপনার গাড়িতে কোনো কাজ করান, তখন সেই মেকানিকের প্রশংসা করুন। কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা সেক্রেটারিদের অভিবাদন জানান এবং তাদের কম্পিউটার দক্ষতার জন্য তাদের প্রশংসা করার উপায় খুঁজে বের করুন। আপনি লোকেদের যত বেশি তাদের দক্ষতা সম্পর্কে ভালো অনুভব করাবেন, তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক তত ভালো হবে।

একটি পার্টনারশিপ বা অংশীদারিত্বে, অপরদিকে থাকা ব্যক্তির দিকে মনোযোগ দিন। সেই ব্যক্তিকে মুল্যবান অনুভব করান। সেই ব্যক্তিটিকে বুঝতে সাহায্য করুন যে তার অবদান প্রজেক্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই ব্যক্তিটিকে দায়বদ্ধ অনুভব করান। যদি সে নিজেকে দায়বদ্ধ অনুভব না করে, সে বেশি কিছু করবে না। অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার সময়ে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম একটি বিশিষ্ট স্থানে রাখুন। এটি কাজটি সম্পন্ন হতে সহায়তা করে।

মনে রাখবেন যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ, কৃতিত্বটি নয়। যদি কাজটি সম্পন্ন হয়, এবং অন্য কেউ কৃতিত্ব অর্জন করে, তা ভালো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কাজটি সম্পন্ন হওয়া।

(৫) পেশাদারভাবে লিখিত উপাদান তৈরি করুন।

ব্যস্ত লোকেরা দীর্ঘ রিপোর্ট পড়তে পছন্দ না করলেও, তারা বিশদ বর্ণনা দেখতে পছন্দ করে। একাধিক সাব-পয়েন্টসহ একটি বিস্তারিত প্রোপোজাল বা প্রস্তাব একজন ব্যক্তিকে পেশাদার করে তোলে। আপনি নিজেকে যত বেশি পেশাদার দেখাবেন, অন্যেরা তত বেশি আপনাকে সহায়তা করবে এবং আপনার সাফল্যের সম্ভাবনাও তত বেশি হবে।

যখন আপনি এমন কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করেন যেটি পর্যাপ্ত বিবরণে পূর্ণ, তখন এটি বোঝায় যে আপনি জানেন যে আপনি কী করছেন। যদি আপনি কারোর কাছ একটি প্রজেক্ট করার জন্য অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাহলে আপনাকে একটি ভালো প্রভাব তৈরি করতে হবে। যে উপায়গুলির দ্বারা আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো প্রভাব তৈরি করতে পারেন, তার মধ্যে একটি হল উন্নতমানের ডকুমেন্ট তৈরি করা। আপনি আপনার নথি যত পেশাদারভাবে তৈরি করবেন, লোকে আপনাকে তত গুরুত্ব সহকারে দেখবে।

নাইজেরিয়ার দ্য ফেডারেল মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন কিছু ডকুমেন্ট হারিয়ে ফেলেছিল যেগুলো ড. ড্যানি ম্যাককেইন তাদের দিয়েছিলেন। তারা তাকে সেগুলির দ্বিতীয় কপি দিতে বলেছিলেন। ড. ম্যাককেইন তাদের সমস্ত চিঠিপত্রের রেকর্ড একসাথে রেখেছিলেন। তিনি খুব ভালো করে সেটির ফটোকপি করেন এবং একসাথে সেগুলির স্পাইরাল বাইন্ডিং করে পাঠান। তার উপস্থাপনার পেশাদারিত্ব দেখে তারা অভিভূত হয়েছিল। এটি তাকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের সাথে কাজ করার অনেক সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছিল।

(৬) উপলব্ধি করুন যে ভালো ধারণার মতো ভালো সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রজেক্টের জন্য আমাদেরকে অন্য লোকেদের সাথে কাজ করতে হবে। ভালো সম্পর্ক না থাকলে, সেরা প্রজেক্টগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আপনাকে যে কেবল আপনার প্রস্তাবের উপর কাজ করতে হবে তা নয়, আপনাকে সেই প্রস্তাবের উপস্থাপনা এবং আপনি যেভাবে অন্য লোকেদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন তার উপরও কাজ করতে হবে। অনেক সেলসম্যানই তাদের সেরা পণ্য ছিল বলে নয়, বরং তাদের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিল বলে কন্ট্রাক্ট পেয়ে থাকেন। ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য, অন্য লোকেদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ করুন।

ইতিবাচক অর্থে, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে অন্য লোকেরা কোন বিষয়ে আগ্রহী। তাদের আগ্রহের প্রতি আগ্রহী হন। নেতিবাচক অর্থে, আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে কোন শব্দ ও বাক্যাংশ এবং কর্মের নেতিবাচক অর্থ রয়েছে। আমরা যা বলি তা আমাদের অন্য ব্যক্তির কান দিয়ে শুনতে শিখতে হবে। এই কারণেই পৌল তিমথিকে ত্বকচ্ছেদ করাতে বলেছিলেন; যদি তিমথির ত্বকচ্ছেদ না করা হয়, তাহলে তা সিনাগগে তাঁদের পরিচর্যা কাজকে সীমিত করবে।

আবুজা শহরে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চমৎকার। অন্য ব্যক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাতে এবং তার কাজ সম্পর্কে ভালো বোধ করানোর জন্য তিনি সর্বদা সঠিক কথা বলেন।

একবার তিনি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অফিসে যান এবং সচিবকে বলেন, "মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আজকে দেখতে না পাওয়ার সম্ভবত তিনটি কারণ আছে। কিন্তু আপনি তার সময়সূচীর ব্যাপারে ভালো করে জানেন। আপনি কি আমাকে এমন কিছু উপায় দিতে পারেন যাতে আমি তার সাথে দেখা করতে পারি?" তিনি কী বলেছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সচিবের প্রতি মনোযোগ দিতে এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য তার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য

তিনি যে সময়টা নিয়েছিলেন। তিনি তার মূল্য বুঝতে সময় নিয়েছিলেন। অন্যের মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া সুসম্পর্ক গড়ে তোলে।

(৭) শিখতে ইচ্ছুক হন।

শেখার ইচ্ছা সম্মানলাভের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। মানুষের প্রকৃতি সবসময়েই সেই ব্যক্তিকে সম্মান দেয় যে শেখার জন্য ইচ্ছুক। আপনি একজন শিক্ষার্থী এবং কোনো বিশেষজ্ঞ নন তা স্বীকার করা হল উত্তম মানবিক সম্পর্ক।

(৮) অকপট হন।

ওনীষিমের হয়ে ফিলীমনকে লেখা পত্রটি পৌল প্রশংসা দিয়ে শুরু করেছেন।

> আমার প্রার্থনায় তোমাকে স্মরণ করার সময় আমি প্রতিনিয়ত আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ প্রভু যীশুতে তোমার বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্রগণের প্রতি তোমার ভালোবাসার কথা আমি শুনেছি। আমি প্রার্থনা করি, বিশ্বাসে আমাদের যে সহভাগিতা আছে তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে তুমি যেন সক্রিয় হয়ে ওঠো, যেন খ্রীষ্টে আমাদের যেসব উৎকৃষ্ট বিষয় আছে তার পূর্ণ উপলব্ধি তোমার হয়। তোমার ভালোবাসা আমাকে খুবই আনন্দ এবং প্রেরণা দিয়েছে, কারণ ভাই, তুমি পবিত্রগণের প্রাণ জুড়িয়েছ (ফিলীমন ১:৪-৭)।

প্রশংসার পরে, পৌল তার অনুরোধের কথা লিখেছেন: "আমার ছেলে ওনীষিমের জন্য আমি তোমাকে মিনতি করছি যাকে আমি বন্দিদশায় ছেলেরূপে পেয়েছি" (ফিলীমন ১:১০)। প্রশংসাগুলি অকপট ছিল। ফিলীমন সত্যিই পৌল এবং অন্যান্য সাধুদের কাছে এক আশীর্বাদস্বরূপ ছিলেন। মিথ্যা প্রশংসা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে। অন্য লোকেদের সাথে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অকপট হন।

যে ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন

এই পাঠের বেশিরভাগ বিষয়ই ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে। তবে, এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। এই জিনিসগুলি আমাদের মানবিক সম্পর্ককে নষ্ট করবে।

(১) আত্মকেন্দ্রিক হবেন না।

এটি খুবই প্রাথমিক খ্রিষ্টীয় ধারণা। যদি আমরা কেবল নিজেদের বিষয়েই আগ্রহী হই, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রেও তা খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটি শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রজেক্টেরই ক্ষতি করবে। একজন কঠিন পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন যিনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলেন। কিন্তু, অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার একটি খারাপ পরিচয় ছিল। অনেকটা এমন ছিল যে তিনি ততক্ষণই কোনো ব্যক্তির সাথে কাজ করতেন যতক্ষণ সেই ব্যক্তি তাঁকে তাঁর কাজ করতে সাহায্য করতে পারত। যখন সেই ব্যক্তি আর কার্যকর থাকত না, তিনি তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতেন এবং তাকে সাহায্য করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে নিতেন।

এই একইরকম পরিচয় যাতে আমাদের না থাকে তার জন্য আমাদের অবশ্যই কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের কখনোই মানুষকে এমন বিশ্বাস করার কারণ দেওয়া উচিত নয় যে আমরা আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক।

কথা বলার সময়, বারবার "আমি" এবং "আমার" ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। যখন আপনি গল্প বলছেন, সেখানে আপনি কার্যকরভাবে উত্তম-পুরুষ সর্বনাম (first-person pronoun) ব্যবহার করতে পারেন। তবে, মনে রাখবেন যে আপনি একটি টিমের অংশ। "আমি"র চেয়ে "আমরা" কথাটি শুনতে বেশি ভালো লাগে।

(২) অন্যের মিনিস্ট্রিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না।

কখনো কখনো আমরা আমাদের নিজেদের মিনিস্ট্রির প্রতি এতটাই মনোযোগী হয়ে যাই যে আমরা অন্যদের পরিচর্যা কাজকে অবজ্ঞা করি। ওষুধের প্রথম আইনগুলির একটি হল "ক্ষতি করে না"। এটি পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রেও প্রধান নীতিগুলির মধ্যে একটি হওয়া উচিত। আমাদের কোনোরকম ক্ষতি করা এড়িয়ে চলা উচিত।

(৩) যথাযথ রীতি-নীতি অবজ্ঞা করবেন না।

বহু দেশেই রীতি-নীতি বা প্রোটোকল খুব গুরুত্বপূর্ণ। অতিমাত্রায় অসচেতন হওয়ার চেয়ে অতিরিক্ত সচেতন হওয়া তুলনামূলকভাবে ভালো। আমেরিকানরা রীতি-নীতির ওপর জোর দেয় না এবং অন্যান্য দেশে যথাযথ রীতি-নীতি অনুসরণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়। তবে, আপনি যদি সম্পর্ক গড়ে তুলতে যান, তবে আপনাকে অবশ্যই মর্যাদার অবস্থানকে সম্মান করতে হবে।

(৪) তাড়াহুড়ো করবেন না।

প্রজেক্টের বন্দোবস্ত করার সময়ে সবচেয়ে বড় যে ভুলগুলি আমরা করি তার মধ্যে একটি হল যে আমরা অন্য লোকেদের সহযোগিতা অর্জন করার জন্য সময় নিতে ব্যর্থ হই। ভালো মানবিক সম্পর্ক হল পর্যাপ্ত সময় নেওয়া – নিশ্চিত করা যে সকলেই প্রতিশ্রুত এবং আপনি যে কাজ করছেন তার জন্য ভালো ভিত্তি প্রদান করে। আপনি যদি সবকিছুকে অতিরিক্ত তাড়া দেন, তাহলে আপনার লোকেদের বিক্ষুব্ধ করার সম্ভাবনাই বেশি। প্রজেক্টের বন্দোবস্ত করার সময় পর্যাপ্ত সময় নিন।

(৫) আদর্শের সাথে সমঝোতা করবেন না।

সবকিছুর মতোই, এক্ষেত্রেও এটি সত্য যে মানবিক সম্পর্কেও ভারসাম্য থাকা আবশ্যিক। মানবিক সম্পর্কের সাথে এগোতে থাকা আদর্শের সাথে আপোষ করার দিকে নিয়ে যেতে পারে। আদর্শের সাথে আপোষ না করলে আপোষ করার কোনো পাপ নেই। তবে, আমাদের অবশ্যই আপোষমূলক নীতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা উপরে দেখেছি, পৌল মানবিক সম্পর্কের জন্য বাইবেলের নীতিগুলির সাথে আপোষ করতেন না।

উপসংহার

ভালো সংযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ভালো মানবিক সম্পর্ক। ভালো মানবিক সম্পর্ক ছাড়া আমাদের অন্যান্য সমস্ত সংযোগই বাধাপ্রাপ্ত হবে।

আপনার মনে হতে পারে যে এই টপিকটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি আপনি ভাবতেও পারেন, "আমি একটা ছোটো মন্ডলীতে পরিচর্যা কাজ করি। আমার সরকারি আধিকারিকদের সাথে কথা বলার দরকার নেই। আমার মানবিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করা কী প্রয়োজন আছে?" কিন্তু, প্রত্যকে খ্রিষ্টীয় লিডারেরই মানবিক সম্পর্কের একটি প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনার মন্ডলী বড় হোক বা ছোটো, আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার মন্ডলীকে (এবং ঈশ্বরের রাজত্বকে) উপস্থাপন করেন। সুসমাচারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার উপস্থিতি ব্যবহার করার সুযোগগুলির

সন্ধান করুন। ঈশ্বরের রাজ্যের সেবা করার জন্য অন্যান্য মিনিস্ট্রি এবং সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত সুযোগের সন্ধান করুন।

► আপনি কি আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করার জন্য সুযোগের সন্ধান করেন? আপনি কি পাব্লিক ফাংশনগুলিতে উপস্থিত থাকেন যেখানে আপনি আপনার মন্ডলীর এবং ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন?

৮ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) আপনার ক্লাসের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি নিউজপেপার, ম্যাগাজিন, বা অনলাইন নিউজ সোর্স থেকে দুটি আর্টিকেল খুঁজে বের করুন।

- একটি আর্টিকেল যেখানে একজন লিডার ভালো মানবিক সম্পর্কের প্রকাশ করেছেন। জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে তিনি কী কী ভালো করেছেন তা লক্ষ্য করুন।
- একটি আর্টিকেল যেখানে একজন লিডার খারাপ মানবিক সম্পর্কের প্রকাশ করেছেন। তার ব্যর্থতার ফলাফল কী কী ছিল? কীভাবে সেই লিডার যথেষ্ট কার্যকরভাবে পরিস্থিতি সামলেছিলেন? এই পরিস্থিতি থেকে আপনি কী শিখতে পারেন?

৮ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) *মানবিক সম্পর্ক* কী?

(২) রহবিয়ামের মানবিক সম্পর্কের তিনটি ভুলের উল্লেখ করুন।

(৩) রোমীয় ১৪ অধ্যায়ে ভালো মানবিক সম্পর্কের জন্য উল্লেখ করা পাঁচটি নীতির উল্লেখ করুন।

(৪) কোন কারণের জন্য পৌল তার ব্যক্তিগত পছন্দ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন?

(৫) এই পাঠে মানবিক সম্পর্কের প্রদত্ত আটটি বাস্তবিক পরামর্শের মধ্যে চারটির তালিকা লিখুন।

(৬) মানবিক সম্পর্কের পাঁচটি ভুলের উল্লেখ করুন যেগুলি এড়িয়ে চলতে হবে।

পাঠ ৯
বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বাইবেলে উল্লিখিত বিবিধ-সাংস্কৃতিক (cross-cultural) সংযোগের উদাহরণগুলি উপলব্ধি করবে।

(২) বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের বাস্তবিক পাঠ সম্পর্কে শিখবে।

(৩) বিবিধ-সাংস্কৃতিক সম্পর্কগুলির প্রতি প্রেম এবং সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

(৪) একজন মনোযোগী শ্রোতা হয়ে ওঠার ব্যবহারিক উপায়গুলি জানবে।

ভূমিকা

আপনার মিনিস্ট্রিতে, আপনি দেখবেন যে আপনাকে এমন লোকেদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে যাদের সাথে আপনার সাংস্কৃতিক পটভূমির পার্থক্য রয়েছে। এটি অন্য দেশের কোনো ব্যক্তি হতে পারে, বা এটি কাছাকাছি গ্রামের কোনো ব্যক্তি হতে পারে, তবে বোঝাপড়া এবং সংযোগের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য থাকবে।

এই পার্থক্যের ফারাকগুলি মেটানোর দক্ষতাই আপনাকে ঈশ্বরের রাজ্যের একজন পরিচারক হিসেবে আরো বেশি কার্যকর করে তুলবে। এই সংক্ষিপ্ত পাঠটিতে, আমরা বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগের কিছু প্রাথমিক নীতি নিয়ে আলোচনা করব।

► এমন কোনো সময়ের কথা আলোচনা করুন যখন আপনি একটি ভিন্ন সংস্কৃতির কোনো ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। আপনি কোন কোন জটিলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন*?* পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কি আপনি সংযোগ স্থাপনে সফল হয়েছিলেন?

বাইবেলে বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ

বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ বিষয়ে পুরাতন নিয়মের উদাহরণসমূহ

অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি দেখিয়েছিল যে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সুসমাচার প্রচারিত হবে। পৃথিবীর সমস্ত পরিবার অব্রাহামের বীজের দ্বারা আশীর্বাদযুক্ত হবে (আদিপুস্তক ১২:১-৩)। এটি এমন একটি ভবিষ্যতের পূর্বপরিকল্পনা করেছিল যেখানে বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ঈশ্বরের লোকেদের অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে সংযোগ স্থাপনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

- অব্রাহাম এবং যোষেফ মিশরের ফৌরণ-রাজের কাছে সম্মানিত হয়েছিলেন।

- শলোমন প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অতিথিদের আপ্যায়ন করেছিলেন। বহু পন্ডিতই হিতোপদেশ ২২:১৭-২৪:২২ এবং হিতোপদেশের মিশরীয় সংকলন যাকে বলা হয় *দ্য ইন্সট্রাকশন অফ আমেনেমপ (The Instruction of Amenemope)* বা আমেনেমপ'র নির্দেশাবলী, তার মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। এটি বোঝায় যে শলোমন মিশরীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত ছিলেন।

- দানিয়েল ব্যাবিলন এবং পারস্যের শাসকদের কাছে একজন সম্মানীয় পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন। দানিয়েল ১ অধ্যায় দেখায় যে দানিয়েল একজন দৃঢ়চেতা যুবক ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যাবিলনের আধিকারিকদের কাছেও সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন (দানিয়েল ১:৮)।

- এক ইহুদী যুবতী ইষ্টের, রাজা অহশ্বেরশের রানি হয়েছিলেন। পারস্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে (প্রস্তুতি ছাড়াই তার অনুরোধ উপস্থাপন করার পরিবর্তে রাজাকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানো) রাজার কাছে যাওয়ার সাহসিকতার প্রদর্শনের ক্ষমতার মাধ্যমে ("... যদি আমাকে মরতে হয় মরব"), তিনি তার লোকেদের বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলেন। (ইষ্টের ৪:১৬, ইষ্টের ৫:৪, ৮)।

বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ বিষয়ে নতুন নিয়মের উদাহরণসমূহ

যিশু তাঁর শিষ্যদের বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগকারী হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন:

> অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আর আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেগুলি পালন করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও (মথি ২৮:১৯-২০)।

যিশু বলেছিলেন যে প্রেরিতরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তাঁর সাক্ষী হবে (প্রেরিত ১:৮)। বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ বিশ্বাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ছাড়া আমরা মহান নিযুক্তি (Great Commission) পরিপূর্ণ করতে পারব না।

যিশু বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের একটি মডেল বা দৃষ্টান্ত প্রদান করেছিলেন। তিনি পরজাতিদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম ছিলেন। অন্যান্য ইহুদি রব্বি বা গুরুরা যখন পরজাতিদের এলাকাগুলি এড়িয়ে চলত, যিশু স্ব-ইছায় ডেকাপলিতে গিয়েছিলেন (মার্ক ৭:৩১)। যখন অন্যরা শমরিয়া অঞ্চলকে এড়িয়ে চলত, যিশু স্বেচ্ছায় শমরীয় নারীর সাথে আলাপ করেছিলেন (যোহন ৪)।

প্রেরিত পৌল বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের একটি মডেল বা দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। এক রোমীয় আধিকারিকের সাথে কথা বলার সময়, তিনি রোমান নাগরিকত্বের অধিকার দাবী করেছিলেন (প্রেরিত ২৫:১০-১১)। এথেন্স শহরে প্রচার করার সময়, তিনি দার্শনিক ভাষার ব্যবহার করেছিলেন যেটির জন্য সেই গ্রীক চিন্তাবিদরা জনপ্রিয় ছিলেন (প্রেরিত ১৭:১৬-৩৪)।

সমস্ত লোকের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য পৌল কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন। পৌলের কাছে বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তাঁর কাছে সুসমাচার গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

> সব মানুষের কাছে আমি সবকিছু হয়েছি, যেন সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে, আমি কিছু মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে পারি। আমি সুসমাচারের কারণে এ সমস্ত করি, যেন আমি এর সমস্ত আশীর্বাদের অংশীদার হতে পারি (১ করিন্থীয় ৯:২২-২৩)।

বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের বাস্তবিক বিবেচনাসমূহ

বলার আগে শুনুন

যাকোব লিখেছেন যে আমাদের শোনার বিষয়ে আগ্রহী, কিন্তু কথা বলায় ধীর হওয়া উচিত (যাকোব ১:১৯)। তিনি রাগ এবং জিহ্বা সম্পর্কে লিখেছিলেন, কিন্তু তার উপদেশ বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্যও কার্যকর। আমরা যত বেশি শুনব, তত বেশি শিখব।

এটি শুনতে সহজ, কিন্তু আমরা যত বেশি ধরে শুনব, সফল বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ তত বেশি সময় ধরে স্থায়ী হবে। সময়ের কোনো বিকল্প নেই। সেইসব ব্যক্তিরাই হলেন শ্রেষ্ঠ বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগকারী যারা অন্য সংস্কৃতিতে একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।

অনেক সময়েই, আমরা শোনার ক্ষেত্রে ধীর এবং বলার ক্ষেত্রে আগ্রহী। আমরা অনেক বেশি কথা বলি এবং খুব কম পর্যবেক্ষণ করি। যদি আমরা অন্যদের বুঝতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই শুনতে হবে। আমরা অন্য কোনো দেশে যাই, কাছাকাছি কোনো গ্রামে সুসমাচার প্রচার করি, অন্য কোনো বয়সের লোকদের শিক্ষা দিই, বা এমনকি আমাদের নিজেদের পরিবারের মধ্যেও দেখা করতে যাই – সবকিছু নির্বিশেষে এটি সত্য। প্রায়শই, আমরা বলার আগে শোনার কাজে ব্যর্থ হই।

একজন মিশানারি এবং ক্রস-কালচার স্টাডিজ'র প্রফেসর ডুয়ান এলমার (Duane Elmer) বলেছেন, "আপনি যাকে বোঝেন না, তার কাছে আপনি পরিচর্যা কাজ করতে পারবেন না। যদি আপনি লোকেদের না বুঝে তাদের কাছে পরিচর্যা কাজ করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার একজন উপকারী অত্যাচারী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"[16] অন্য কথায়, আপনার পরিচর্যা কাজের সমস্ত প্রচেষ্টাই ক্ষতিকর হবে এবং তা ভুল বোঝা হবে। সাহায্য করার চেষ্টা করতে গিয়ে, আপনি ক্ষতি করবেন। কেন? কারণ আপনি যে ব্যক্তিকে সাহায্য করতে চাইছেন তাকে বোঝার জন্য পর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত করতে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন!

জন সিম্যান্ডস (John Seamands) যখন ভারতে একজন মিশনারি-সুসমাচার প্রচারক হিসেবে কাজ করছিলেন, তখন তিনি শোনার গুরুত্ব সম্পর্কে শিখেছিলেন। যদি তিনি একটা গ্রামে যেতেন এবং প্রচার করা শুরু করে দিতেন, লোকেরা বিরক্ত হয়ে শুনত এবং অবাক হত, "এই অপরিচিত লোকটা কে? কেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন?"

তবে, যদি রেভারেন্ড সিম্যান্ডস একটা গোটা দিন গ্রামের নেতাদের সাথে দেখা করে, স্থানীয় স্কুলগুলিতে গিয়ে এবং প্রশ্ন করে অতিবাহিত করতেন, তাহলে তিনি অনেকটাই আলাদাভাবে গৃহিত হতেন। তখন তিনি আর অপরিচিত থাকতেন না, তিনি একজন অতিথি হতেন। তখন তিনি তাদের উদ্বেগ এবং প্রশ্ন সম্পর্কে জানতেন।[17]

সচেতনভাবে কৌতুক ব্যবহার করুন

বক্তাদের কাছে কৌতুক যতই মূল্যবান হোক, তা অবশ্যই সচেতনভাবে ব্যবহার করা উচিত। একটি বিবিধ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কৌতুক ব্যবহার করা কঠিন কারণ কৌতুক হল সংস্কৃতি-নির্দিষ্ট। চীনে যেটা হাস্যকর সেটা ফ্লোরিডায় হাস্যকর নয়।

---

[16] Duane Elmer, *Cross-Cultural Servanthood: Serving the World in Christlike Humility* (Downers Grove: Intervarsity Books, 2009), Kindle location 148

[17] John T. Seamands, *Tell It Well: Communicating the Gospel Across Cultures* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1981), 97

ইন্ডিয়ানায় যেটা মজাদার সেটা ভারতে মজাদার নয়। যখন আপনি কোনো কৌতুকপূর্ণ গল্পের ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছেন, তখন কাউকে নতুন সংস্কৃতির সাপেক্ষে গল্পটি অনুবাদ করে দিতে বলুন। বহু রাজনীতিবিদই শ্রোতাদেরকে এমন হাস্যকোউতুক দিয়ে বিরক্ত করেছেন যা অনুবাদ করা হয়নি।

গল্প বলুন

বেশিরভাগ গল্পই সাংস্কৃতিক বাধা অতিক্রম করে। যে গল্পগুলি মানুষের কাজ এবং আবেগকে বর্ণনা করে, সেগুলি বিবিধ সংস্কৃতিতেও ভালোভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে, যদি গল্পটিতে একাধিক সাংস্কৃতিক উপাদান থাকে, তবে তা ভালো প্রভাব ফেলবে না। পুনরায়, নির্দিষ্ট সংস্কৃতির কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলা সহায়ক। জিজ্ঞাসা করুন, "আপনার কাছে এই গল্পটার মানে কী?"

একজন প্রফেসর একটি কলেজে মিউজিক হিস্ট্রি বা গানের ইতিহাস নিয়ে পড়ান। সেই কোর্সে, তিনি প্রায়শই বিঠোভেন (Beethoven)'র একটি উদাহরণ ব্যবহার করেন। যদিও বিঠোভেন একজন মহান সুরকার ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকজনের সাথে ভালোভাবে মিশতে পারতেন না। তিনি একজন রাগী ব্যক্তি ছিলেন যিনি বহু মানুষকেই ক্ষুব্ধ করেছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে "ড্রাগন" বলতেন কারণ তিনি খুবই কঠিন ব্যক্তি ছিলেন। পশ্চিমের মানুষদের কাছে, ড্রাগন হল একটি "আগুন-মুখো দানব।"

তারপর একবছর তিনি বিঠোভেন'র বিষয়ে চীনে পড়িয়েছিলেন। যখন তিনি বিঠোভেন কে "ড্রাগন" বলে উল্লেখ করেছিলেন, তার ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়েছিল। চীনে, ড্রাগন হল সৌভাগ্যের প্রতীক। তারা অবাক হয়েছিল, "এইরকম রাগী লোককে কেন এমন একটা ভালো উপাধি দেওয়া হয়েছিল?" সেই প্রফেসরকে গল্পটা পরিবর্তন করতে হয়েছিল, যাতে এশীয় শিক্ষার্থীরা তার বার্তা ভালোভাবে বুঝতে পারে।

সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল হন

ভালো সংযোগকারীরা তাঁদের সংযোগে বহু দৃষ্টান্ত এবং কথা বলার ভঙ্গী ব্যবহার করেন। তবে, দৃষ্টান্তগুলি অবশ্যই সংস্কৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত হওয়া উচিত। যারা কোনোদিন কম্পিউটার দেখেইনি, তাদের কাছে কম্পিউটার সংক্রান্ত কোনো দৃষ্টান্ৎ ব্যবহার করার চেষ্টা একেবারেই অর্থহীন।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন (Bill Clinton) বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনে ভালো ছিলেন। তিনি একবার একদল খ্রিস্টান এবং মুসলিমের সামনে উত্তম শমরীয়'র গল্পটি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একটা লোক একদল সশস্ত্র ডাকাতের হাতে পড়েছিল। প্রথমে এক পুরোহিত এলেন। তিনি একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তারপর খুব উচ্চজাতের এক ব্যক্তি এলেন। অবশেষে শত্রু বা বিরোধী গোত্রের এক ব্যক্তি সেই আহত ব্যক্তিকে দেখতে পেল।" প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন গল্পটিকে সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছিলেন।

বডি ল্যাঙ্গোয়েজ বা দৈহিক ভাব-ভঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় আপনি বন্ধুত্ব প্রকাশের জন্য আপনি খোলা হাত নাড়াতে পারেন; নাইজেরিয়াতে এই আচরণকে একটি অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়। আমেরিকায় আপনি কোনো ব্যক্তিকে কাছে ডাকার জন্য একটি আঙুল ব্যবহার করতে পারেন; চীনে এই ভঙ্গী কেবল কুকুরের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মানুষের মধ্যে দূরত্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী বিবিধ হয়। কেউ কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে; কেউ একটি দূরত্ব বজায় রাখা পছন্দ করে। এমনকি ভলিউম বা আওয়াজও গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকানদের মধ্যে অন্য কিছু সংস্কৃতির লোকেদের তুলনায় জোরে কথা বলা এবং হাসার প্রবণতা রয়েছে। আবার কিছু সংস্কৃতির লোকেরা, বিশেষত জনসমক্ষে, তুলনামূলকভাবে আস্তে কথা বলে।

এটা বলা সহজ, "এই বিষয়গুলি কোনো ব্যাপার না; এটা কেবল সাংস্কৃতিক পছন্দ।" তবে, আমাদের এমন সবকিছুই এড়িয়ে চলা উচিত যা সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপনকে কঠিন করে তুলবে। এই কারণেই আমরা যাদের কাছে পরিচর্যা কাজ করতে চাই তাদের সাংস্কৃতিক অভ্যাসগুলি শেখা গুরুত্বপূর্ণ।

একটি বানরের কাহিনী থেকে শিক্ষালাভ

একটা বানর একটা মাছকে নদীতে সাঁতার কাটতে দেখেছিল। বানরটি ভাবছিল, "বেচারা মাছটার আমার সাহায্য দরকার! আমি শুকনো ডাঙ্গায় স্বাচ্ছন্দ্যে আর নিরাপদে আছি, কিন্তু মাছটা জলে খাবি খাচ্ছে! আমি একটা দয়ালু বানর; আমি মাছটাকে সাহায্য করব।"

বানরটা একটা গাছে লাফিয়ে এল যেটা নদীর এপার-ওপার জুড়ে ছিল। সে একটা ডালে এল, যদিও সেটা তার জন্য খুব বিপজ্জনক ছিল। সে আরো নিচের দিকে নেমে এল এবং মাছটাকে জল থেকে উঠিয়ে নিল। তারপর বানরটা গাছ থেকে নেমে এল এবং মাছটাকে সাবধানে শুকনো ডাঙ্গায় রেখে দিল। কয়েক মিনিট, মাছটা খুব ছটপট করল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে একদম শান্ত হয়ে গেল। বানরটা তা দেখে খুবই খুশি হল; সে ভাবল যে সে আরেকটা প্রাণীকে সাহায্য করেছে।

বানরটা সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে সে মাছটাকে মেরে ফেলেছিল। কেন? কারণ সে মাছটার পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেনি। সে যা ভালো মনে করেছিল সেটাই করেছিল। ভালো উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়; আমরা যাদের কাছে পরিচর্যা কাজ করি, তাদের কথা আমাদের অবশ্যই শুনতে হবে।[18]

অন্যদের প্রতি প্রেমময় হন এবং তাদের সম্মান করুন

সম্ভাব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ যেটি আপনি বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য শিখতে পারেন তা ২,০০০ বছর আগে দেওয়া হয়েছিল: "তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মতোই প্রেম করবে" (মথি ২২:৩৯)। **এটিকে একটি বাস্তবিক উপায়ে প্রয়োগ করার জন্য**, যিশু বলেছেন, "...তোমরা অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার পেতে চাও, তাদের প্রতি তোমরাও সেরূপ ব্যবহার কোরো। কারণ এই হল বিধান ও ভাববাদীদের শিক্ষার মূল বিষয়" (মথি ৭:১২)।

প্রায়শই আমরা এটা ভেবে ভুল করি যে আমাদের সংস্কৃতি অন্য লোকেদের সংস্কৃতির চেয়ে বেশি ভালো। আমাদের শেখা উচিত যে আমাদের সংস্কৃতি বেশি ভালো নয়; এটা কেবল ভিন্ন। অন্যদের সম্মান করতে শেখা আমাদের সংযোগ স্থাপনের দক্ষতাকে খুব ভালোভাবে উন্নত করবে।

৬০ বছর বয়সে, জেসনকে তাইওয়ানের একটি মন্ডলীতে পাস্টার হিসেবে কাজ করতে বলা হয়েছিল। তিনি কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যাননি। ৪০ বছর ধরে তিনি গ্রামীণ আমেরিকান কমিউনিটিগুলির ছোটো ছোটো মন্ডলীতে পরিচর্যা কাজ

---

[18] Duane Elmer, *Cross-Cultural Servanthood: Serving the World in Christlike Humility* (Downers Grove: Intervarsity Books, 2009), Kindle edition location 214 থেকে নেওয়া হয়েছে।

করেছেন; সেখানে তাইওয়ানের কাওহসিয়াং (Kaohsiung) একটা অনেক বড় শহর। জেসন কোনো দ্বিতীয় ভাষা জানতেন না; মন্ডলীটি ছিল একটি ম্যান্ডেরিন-ভাষী মন্ডলী। সম্পূর্ণভাবেই মনে হয়েছিল যে জেসন বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হবেন।

একজন বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগকারী হিসেবে জেসনের কেবল একটি ইতিবাচক গুণ ছিল; তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন! তিনি কাওহসিয়াংয়ে দু'বছর কাটিয়েছিলেন। তিনি ম্যান্ডেরিন শেখেননি, কিন্তু তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুবাদকের সঙ্গে অতিবাহিত করতেন এটা নিশ্চিত করতে যে তার বার্তা সাংস্কৃতিক বেড়া পেরিয়ে সঠিকভাবে সংযোগ স্থাপন করছে। তিনি একজন জবরদস্ত বক্তা ছিলেন বলে লোকেরা তার মন্ডলীতে এসেছিল তা নয়, বরং আসল কারণ ছিল যে তিনি তাদের সাথে রাস্তায় আলাপ করতেন, দেখা হলে হাসতেন, এবং তারা যখন কথা বলত তা মন দিয়ে শুনতেন।

দু'বছর পরে, একজন ম্যান্ডেরিন-ভাষী মিশনারি কাওহসিয়াংয়ে এসেছিলেন। রাস্তার দিয়ে যাওয়ার সময়ে, এক দোকানদার তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ায়। চাইনিজে সে বলে, "আপনি পাস্টার জেসনকে চেনেন?" "হ্যাঁ। কেন এটা জিজ্ঞাসা করছ?" "আমি পাস্টার জেসনকে ভালোবাসি।" "তুমি খ্রিস্টান?" "না, আমি একজন বৌদ্ধ। কিন্তু যদি আমি খ্রিস্টান হই, আমি পাস্টার জেসনের মন্ডলীতে যাব।" "কেন?" "তিনি আমায় ভালোবেসেছেন! প্রত্যেকদিন তিনি আমার দোকানে দেখা করতে আসতেন। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহু বিষয় নিয়ে কথা বলতাম।" সেই মিশনারি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি একদমই ইংরাজি জানে না তার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যাওয়া জেসনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি সেই বৌদ্ধ দোকানদারের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেছিলেন।

এই কাহিনীটির মানে এই নয় যে অন্য ভাষা শেখার গুরুত্ব নেই, কিন্তু এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রেমই হল সমস্ত কার্যকর মিনিস্ট্রির ভিত্তি। যদি আমরা যিশুর "তোমাদের প্রতিবেশীকে প্রেম করো" আদেশটি মেনে চলি, তাহলে ঈশ্বর তাঁর গৌরবের জন্য সামান্য ক্ষমতাকেও ব্যবহার করতে পারেন।

বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং পরিচর্যার জন্য একটি মডেল

ডুয়ান এলমার (Duane Elmer) লিখেছেন যে অন্যদের কাছে পরিচর্যা কাজের জন্য বোধগম্যতা, শিক্ষালাভ, বিশ্বাস, গ্রহণযোগ্যতা, এবং উন্মুক্ততা প্রয়োজন। ড. এলমার এই মডেলটি বিবিধ-সাংস্কৃতিক পরিচর্যার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। এটি বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[19]

কার্যকর সংযোগের জন্য প্রয়োজন:

- **বোধগম্যতা।** *শিক্ষালাভ* ছাড়া বোধগম্যতা সম্ভব নয়।
- **শেখা।** আপনি এমন কারোর থেকে শিক্ষালাভ করতে পারবেন না যতক্ষণ না সেখানে *বিশ্বাস* তৈরি হচ্ছে।
- **বিশ্বাস।** বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য, অন্যদের অবশ্যই জানা দরকার যে আপনি তাদের মানুষ হিসেবে মূল্য দেন। সেখানে *গ্রহণযোগ্যতা* থাকা আবশ্যিক।

---

[19] এই অংশটি Duane Elmer, *Cross-Cultural Servanthood: Serving the World in Christlike Humility* (Downers Grove: Intervarsity Books, 2009), Kindle location 303-318 থেকে অভিযোজিত হয়েছে।

- **গ্রহণযোগ্যতা।** গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করার জন্য, আপনাকে অবশ্যই *উন্মুক্ততা* প্রদর্শন করতে হবে।
- **উন্মুক্ততা।** উন্মুক্ততা হল মানুষকে আপনার উপস্থিতিতে স্বাগত জানানোর সাদর সম্মতি এবং তাদেরকে নিরাপদ অনুভব করানো।

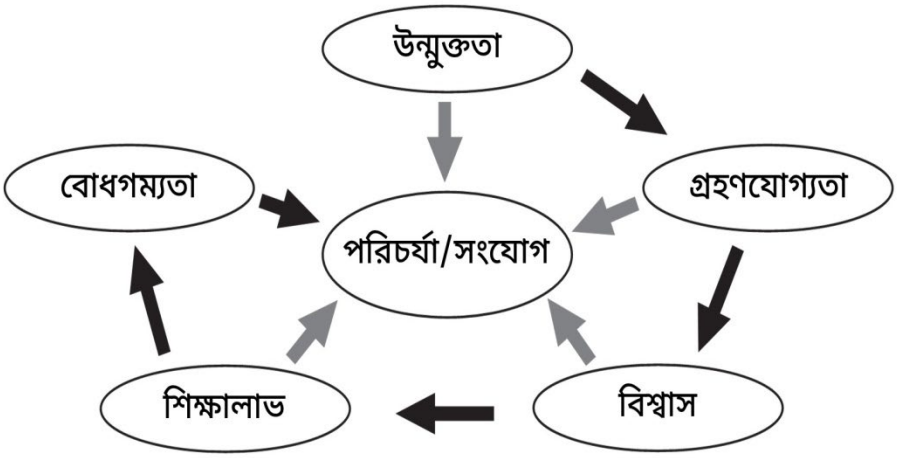

একজন উত্তম শ্রোতা হয়ে ওঠা

► এমন একটি সময় নিয়ে আলোচনা করুন যখন আপনি একজন ভালো শ্রোতার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। কোন গুণগুলি তাদের সঙ্গে কথা বলা সহজ করে তুলেছিল*?* এমন একটি সময় নিয়ে আলোচনা করুন যখন আপনি এমন একজনের সাথে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন যিনি একজন ভালো শ্রোতা ছিলেন না। কোন বিষয়গুলি তাদের সঙ্গে কথা বলা কঠিন করে তুলেছিল? আপনি কি একজন ভালো শ্রোতা?

যেহেতু কার্যকর সংযোগ স্থাপনের জন্য মনোযোগ দিয়ে শোনা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু আমরা যেভাবে আমাদের কথা বলা বা লেখাকে উন্নত করছি সেইভাবেই আমাদের শোনার দক্ষতার উন্নতিসাধনে সচেতন হওয়া উচিত। পৃথিবীতে বাস করা সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সতর্ক করেছিলেন যে শোনার আগে উত্তর দেওয়া মূর্খতা এবং লজ্জার বিষয় (হিতোপদেশ ১৮:১৩)।

জন সিম্যান্ডস (John Seamands) শ্রীলঙ্কায় থাকা এক খ্রিষ্টীয় মিশনারির কাহিনী বলেছিলেন যাঁর সঙ্গে এক বৌদ্ধ পুরোহিতের আলাপ হয়েছিল। বৌদ্ধ পুরোহিতটি খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ক কিছু বই নিতে এসেছিলেন। খ্রিষ্টীয় মিশনারি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি খ্রিষ্টধর্মে আগ্রহী?" বৌদ্ধ পুরোহিত উত্তর দিয়েছিলেন, "না, আমি নই, কিন্তু আমি তরুণ সন্ন্যাসীদের [বৌদ্ধ ধর্মে 'মঙ্ক' বা 'ভিক্ষু' নামে পরিচিত] প্রশিক্ষণ দিই যারা বৌদ্ধ মিশনারি হয়ে পশ্চিমের দেশগুলিতে যাবে। আমার মনে হয় তারা সেখানে যাওয়ার আগে সেখানকার বাসিন্দাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের শিক্ষালাভ করা উচিত।"[20]

[20] John T. Seamands, *Tell It Well: Communicating the Gospel Across Cultures* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1981), 17

এই বৌদ্ধ পুরোহিত জানতেন যে তিনি যে লোকেদের কাছে "প্রচার" করতে যাচ্ছেন তাদের ধর্ম বুঝতে তাকে তার ছাত্রদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। আমরা যাদের কাছে সত্যিকারের সুসমাচার নিয়ে যাই তাদের শিক্ষা বোঝা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ!

এই বিভাগে আমরা মন দিয়ে শোনার জন্য কিছু টিপস শিখব। এটি বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগের পাশাপাশি যেকোনো অন্য ধরণের সংযোগ স্থাপনেও প্রযোজ্য।

"শোনা" এবং "মন দিয়ে শোনা"-র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কাউকে এমন একটি আলাদা ভাষায় কথা বলতে শুনেছেন যেখানে আপনি একটি শব্দও বুঝতে পারেননি। আপনি শুনতে পাবেন, কিন্তু বুঝবেন না। বিশ্ব জুড়ে খ্রিষ্টীয় লিডারদের লুজান উইলোব্যাঙ্ক (Lausanne Willowbank)-এর প্রতিবেদনে সুসমাচার প্রচারক, মিশনারি, পাস্টার এবং খ্রিষ্টীয় লিডারদের "বোঝার জন্য সংবেদনশীলভাবে শোনার" আহ্বান জানানো হয়েছে। [21]

(১) চিত্তবিক্ষেপতা দূর করুন।

আমরা বিক্ষিপ্ততায় পরিপূর্ণ একটি পৃথিবীতে বাস করি। টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, টেক্সট মেসেজ, এবং অন্য সমস্ত সরঞ্জামগুলি আমাদের মনোযোগকে বিভক্ত করে দেয়। যদি আমরা সত্যিই কারোর কথা শুনতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই অন্যান্য বিক্ষিপ্ততাগুলি বন্ধ করতে হবে এবং তাদের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

একজন ব্যক্তি ছিল যে বারবার নিজের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অন্য এক ব্যক্তির সাথে তার কথোপকথনকে বিঘ্নিত করছিল। প্রতিবার সে ওই ব্যক্তিকে বলছিল, "আপনার সাথে কথা বলা আমার কাছে এই ফোনের উত্তর দেওয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি এই ফোনটা ধরার সময় কিছু মনে করবেন না।" একঘণ্টার মধ্যে সে সাতবার ফোনে কথা বলেছিল। তার মুখ বলেছিল, "আপনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ"; কিন্তু তার কাজ বলেছিল, "আমার মোবাইল ফোন বেশি গুরুত্বপূর্ণ!"

সত্যিকারের শোনা চায় যে আমরা আমাদের মনোযোগ অপরদিকে থাকা ব্যক্তির ওপরেই রাখি। অনেককিছুই আমাদের সত্যিকারের শোনা থেকে বিরত করে:

- অন্য জিনিস নিয়ে চিন্তা করা ("আমার টু-ডু লিস্টে এরপর কী আছে?")
- অপর ব্যক্তিকে খুশি করার চেষ্টা করা ("আমি আশা করি আমি তাদের বোঝাতে পারব যে আমি সঠিক।")
- যখন তারা কথা বলা থামাবে তখন আমরা কী বলব তা পরিকল্পনা করা

সত্যিকারের শোনার অর্থ হল সবকিছু একপাশে সরিয়ে রাখা এবং যে ব্যক্তি কথা বলছে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

একটি বাচ্চা ছিল যে তার বাবার পড়ার সময় তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করত। যখন বাচ্চাটি একটি গল্প বলত, তিনি উপযুক্ত সময়ে মন্তব্য করতে থাকতেন। তিনি ভাবতেন যে তিনি শুনছেন, কিন্তু শুনতেন না। একবার তার মেয়ে তাকে তার পড়া চলাকালীন একটি জঙ্গলের গল্প শুনিয়েছিল। তিনি ক্রমাগত মন্তব্য করেছিলেন, "হ্যাঁ, এটা দারুণ," এবং বুঝতেই পারেননি যে তার মেয়ের গল্পটি পুরোপুরি কাল্পনিক ছিল।

---

[21] Willowbank Report. "Gospel and Culture" (Lausanne Committee for World Evangelization, 1978), 15

(২) প্রকাশ করুন যে আপনি শুনছেন।

সংযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বডি ল্যাঙ্গোয়েজ বা দৈহিক ভাব-ভঙ্গী। কেবল শোনাই যথেষ্ট নয়; অপরদিকে থাকা ব্যক্তিরও অনুভব করা উচিত যে আপনি শুনছেন।

যেখানে তারা স্বাচ্ছন্দ্য এবং যেখান থেকে আপনি তাদের সরাসরি দেখতে পাবেন, সেখানে বসুন। সাধারণত, এটি সহায়ক হয় যদি, আপনি যখন মন্ডলীর কোনো সদস্যের সাথে, আপনার অধীনস্থ কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন, বা কোনো ব্যক্তির কাউন্সেলিং করছেন, তখন ডেস্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং সমান অবস্থানে বসেন। লোকেরা সাধারণত ডেস্কের পিছনে বসে থাকা কোনো ব্যক্তির সাথে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে। একজন ভালো সংযোগকারী হওয়ার জন্য, অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে এবং সহজভাবে সংযোগ স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনি যা যা করতে পারেন তা করুন।

(৩) নোটস নিন।

পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, নোট নেওয়া এটি প্রকাশ করতে পারে যে আপনি একজন ভালো শ্রোতা। একটি ফর্ম্যাল সেটিংয়ে, যেমন ক্লাসরুমে বা বোর্ড মিটিংয়ে, নোট নেওয়া আপনাকে আপনি যা শুনেছেন তার একটি ভালো রেকর্ড রাখতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত বার্তালাপে বা কাউন্সেলিং সেশনগুলিতে, আপনার অন্য ব্যক্তির থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি সহজভাবেই বলতে পারেন, "আরো ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমি কিছু নোট নিতে চাই।"

উপসংহার

যদি আপনি একজন সেলসম্যান হতেন, তাহলে আপনি আপনার কাস্টমারদের খুব ভালোভাবে বুঝতে চাইতেন। আপনি নিশ্চিত করতে চাইতেন যে আপনি স্পষ্টভাবে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে আপনার সেলসকে বাধাগ্রস্থ করেননি।

একজন পরিচর্যাকারী বা খ্রিষ্টীয় লিডার হয়ে, আপনি সুসমাচার বিক্রি করছেন না, বরং আপনি পরিত্রাণের সুসংবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এমনকি একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর চেয়েও একজন পরিচর্যাকারীর কাছে সংযোগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পৌলের মতোই, খ্রিষ্টে অন্যদের জেতার জন্য আপনি যা যা করতে পারেন সবকিছুই করতে চান। আপনার দর্শকদের বোঝার জন্য পর্যাপ্ত সময় নিলে তা আপনাকে আরো বেশি কার্যকর মিনিস্ট্রি প্রদান করবে।

৯ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) এমন একটা জায়গা বেছে নিন যেখানে আপনার সাথে অন্য সংস্কৃতির কোনো ব্যক্তির দেখা হতে পারে। এটা কোনো রেস্টুরেন্ট, কোনো মন্ডলী, বা অন্য কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে। প্রথমবার গিয়ে, সুসমাচার প্রচারের চেষ্টা করবেন না। বরং, শুনতে এবং শিখতে যান। প্রশ্ন করুন, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন, এবং ভালোবাসা দেখান। আপনার ভিজিটের পর, ক্লাসে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন। অন্য সংস্কৃতির মানুষদের সাথে সময় কাটিয়ে আপনি কী শিখেছিলেন?

৯ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) বিশ্বাসীদের জন্য বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(২) বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য এই পাঠে শেখা পাঁচটি বাস্তবিক বিবেচনার বিষয়ের তালিকা লিখুন।

(৩) বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কৌতুক ব্যবহার করা কঠিন কেন?

(৪) বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য যিশুর দেওয়া কোন আদেশগুলি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয়?

(৫) কার্যকর বিবিধ-সাংস্কৃতিক পরিচর্যা কাজ এবং সংযোগ স্থাপনের জন্য কোন পাঁচটি জিনিস প্রয়োজনীয়?

(৬) একজন মনোযোগী শ্রোতা হয়ে ওঠার জন্য তিনটি ব্যাবহারিক পদক্ষেপের তালিকা করুন।

পাঠ ১০
আত্মা-অভিষিক্ত প্রচার

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) প্রচারে পবিত্র আত্মার অভিষেকের গুরুত্ব বুঝবে।

(২) প্রচারের জন্য ব্যক্তিগত প্রস্তুতির গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে।

(৩) প্রচারক এবং শ্রোতার প্রস্তুতিতে পবিত্র আত্মার ভূমিকা বুঝবে।

ভূমিকা

এই কোর্সের আমরা সংযোগ স্থাপনের শিল্প নিয়ে অধ্যয়ন করেছি।[22] আমরা কীভাবে সারমন প্রস্তুত করতে হয়, কার্যকর শিক্ষাদান এবং মানবিক সম্পর্কের কৌশল, এবং বিবিধ-সাংস্কৃতিক সংযোগ ও আরো ভালোভাবে শোনার দক্ষতার ব্যাপারে শিখেছি। খ্রিষ্টীয় কর্মীর জন্য এই সমস্ত কৌশলই গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টীয় পরিচর্যাকারী, শিক্ষক, বা লিডার হিসেবে কার্যকরভাবে সংযোগ স্থাপন করার জন্য আমাদের ক্ষমতার সবকিছু করা উচিত।

তবে, আমরা যা করতে পারি তার সবকিছু করার পরে, আমরা আত্মিক অভিষেকের জন্য পবিত্র আত্মার ওপর নির্ভর করি। এই শেষ পাঠে আমরা প্রচারে পবিত্র আত্মার ভূমিকা নিয়ে অধ্যয়ন করব। আমরা প্রচারের ওপর মনোনিবেশ করব, কিন্তু এই নীতিগুলি শিক্ষাদান এবং অন্যান্য ধরণের খ্রিষ্টীয় সংযোগের ওপরেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রচারকের অবশ্যই নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত

একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে, আপনার অনেক দায়িত্ব আছে, কিন্তু এগুলির কোনোটাই আপনার প্রচারের আহ্বানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রচারের মাধ্যমে, ঈশ্বর সেইসব লোকেদের সাথে কথা বলেন যাদের তিনি আপনার দায়িত্বে রেখেছেন। যেহেতু প্রচারের মিনিস্ট্রি খুব গুরুত্বপূর্ণ, শয়তান আপনাকে কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়া থেকে সবরকমভাবে বিভ্রান্ত করবে। যদি আপনি প্রচারের জন্য আপনার আহ্বানের পরিপূর্ণতায় কার্যকর হতে চান, আপনাকে অবশ্যই পর্যাপ্ত প্রস্তুতির জন্য সময় নিতে হবে। প্রচারকের প্রস্তুতি মূলত সারমন প্রস্তুতির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

> প্রচারের শক্তি কী?
>
> "ঈশ্বর প্রচারককে শক্তি দেন যাতে প্রচারক সেই মাধ্যম হয়ে ওঠেন যাঁর মাধ্যমে পবিত্র আত্মা কাজ করেন।"
>
> - মার্টিন লয়েড-জোনস (Martyn Lloyd-Jones) থেকে গৃহিত

[22] এই পাঠের বেশিরভাগ উপাদান রিচার্ড জি হাচিসন-এর অবদান।

প্রচারককে অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে

কার্যকর প্রচার এবং শিক্ষাদানের জন্য, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমরা **জনসমক্ষে লোকেদের সাথে কথা বলার** আগে, আমাদের আবশ্যিকভাবে **ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে হবে**। ঈশ্বরের আত্মার অভিষেকের মাধ্যমে প্রচারে শক্তি আসে। প্রচারের জন্য আমাদের প্রস্তুতিতে অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে সময় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

এই সত্যটির সবচেয়ে মহান উদাহরণ হলেন যিশু। সুসমাচারগুলি জানায় যে যিশু রাতের পর রাত প্রার্থনায় কাটাতেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়াত আগে, যিশু সারা রাত প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন (লূক ৬:১২-১৩)। যদি ঈশ্বরের পাপহীন পুত্র, যিনি তাঁর পিতার সাথে ঐক্যে থাকতেন, প্রার্থনার ওপর থাকতে পারেন, তাহলে মিনিস্ট্রিতে কার্যকর হওয়ার জন্য আমাদের কত প্রার্থনার প্রয়োজন!

প্রার্থনার মাধ্যমে, আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জা পরিধান করি (ইফিষীয় ৬:১৩)। প্রার্থনার মাধ্যমে, আমরা কার্যকর মিনিস্ট্রির জন্য সজ্জিত। মিনিস্ট্রির জন্য আমাদের প্রস্তুতিতে অবশ্যই আন্তরিক প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

প্রচারককে অবশ্যই ব্যক্তিগত বিশুদ্ধতার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে

► ১ তিমথি ৬ অধ্যায় পড়ুন। পাস্টারের চরিত্র সম্পর্কে এই অধ্যায়টি কী শেখায়?

ঈশ্বর কোনো প্রোগ্রাম বা পরিকল্পনাকে অভিষিক্ত করেন না; তিনি লোকেদের অভিষিক্ত করেন। গোটা শাস্ত্র জুড়ে আমরা দেখি যে ঈশ্বরের অভিষেক তাদের ওপরেই নেমে এসেছে যারা পরিষেবার জন্য প্রস্তুত। হগয় সেইসব লোকেদের সাথে কথা বলেছিলেন যারা ঈশ্বরের কাজ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু ঈশ্বরের বিধানের প্রতি আনুগত্যে জীবন যাপন করছিল না। ঈশ্বর বলেছিলেন, "[তারা...] যা কিছু উৎসর্গ করে সেসব অশুচি" (হগয় ২:১৪)। আত্মা-অভিষিক প্রচার সেইসব প্রচারকের মাধ্যমেই আসে যারা তাদের বিশুদ্ধতার সাথে কোনোরকম সমঝোতা করা প্রত্যাখ্যান করে।

অনেক প্রচারকের পরিচর্যা ব্যক্তিগত নীতিনিষ্ঠা হারিয়ে ফেলার কারণে কেলেঙ্কারীতে শেষ হয়েছে। আর্থিক ও যৌন কেলেঙ্কারি সুপরিচিত পাস্টার এবং সুসমাচার প্রচারকদের মিনিস্ট্রি শেষ করে দিয়েছে। অন্যান্য পরিচর্যাকারী এবং লিডাররা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী এড়িয়ে গেলেও গোপন পাপের কারণে মিনিস্ট্রিতে অকার্যকর হয়ে পড়েছেন।

পৌল ইফিষীয়র তরুণ প্রচারক তিমথিকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তিমথিকে বলেছিলেন যে একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে তাঁকে তাঁর সততা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। তিমথিকে দেওয়া পৌলের আদেশ আমাদেরকে একজন ব্যক্তিকে দেখায় ঠিক যেমন আমাদের মিনিস্ট্রিতে কার্যকরী হওয়ার জন্য হওয়া উচিত (১ তিমথি ৬:৩-১১, ২ তিমথি ২:২২)।

পৌল তিমথিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে **পালাতে** বলেছিলেন:

- মিথ্যা শিক্ষা
- অহংকার
- বিতর্ক এবং বিবাদ
- অর্থের প্রতি প্রেম
- যৌবনের অভিলাষ

আমাদের অবশ্যই পাপ এবং বিক্ষিপ্ততা থেকে পালাতে হবে যা পরিচর্যার কাজকে বাধা দেয়। মন্ডলী এমন প্রচারকদের দ্বারা লজ্জিত হয় যারা ঝগড়াটে, অনৈতিক, সত্যের প্রতি অবিশ্বস্ত, ব্যক্তিগত অহংকার দ্বারা অনুপ্রাণিত বা অর্থলোভী।

পৌল তিমথিকে বলেছিলেন তাঁকে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি **অনুসরণ করতে** হবে:

- ধার্মিকতা
- ভক্তি
- বিশ্বাস
- ভালোবাসা
- ধৈর্য
- মৃদুতা
- শান্তি

আমাদের অবশ্যই সেই অভ্যন্তরীণ গুণাবলী অনুসরণ করতে হবে যা আমাদের পরিচর্যা কাজের জন্য সুসজ্জিত করে। লক্ষ্য করুন যে পৌল যে গুণগুলি তালিকাভুক্ত করেছেন তা মূলত বাহ্যিক নয়; সেগুলি হৃদয়ের গুণাবলী। পরিচর্যাকারীর ব্যক্তিগত সততার চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হল আমরা ভিতরের গুণাবলীর পরিবর্তে বাহ্যিক চেহারার দিকে মনোনিবেশ করি। "মানুষ যা দেখে সদাপ্রভু তা দেখেন না। মানুষ বাইরের চেহারাই দেখে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তর দেখেন" (১ শমূয়েল ১৬:৭)। যদি আমাদের মধ্যে আত্মার অভিষেকের আকাঙ্খা থাকে, তাহলে আমাদের অবশ্যই এমন একটি হৃদয় গড়ে তুলতে হবে যেটিকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করতে পারেন।

পৌল তিমথিকে বলেছিলেন তাঁকে অবশ্যই বিশ্বাসের জন্য **যুদ্ধ** করতে হবে (১ তিমথি ৬:১২)।

পৌল করিন্থীয়দের সুসমাচারের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এটি হল সেই সুসমাচার যা আমাদের পরিত্রাণে নিয়ে আসে।

> এখন ভাইবোনেরা, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, তা আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যা তোমরা গ্রহণ করেছিলে এবং যার উপরে তোমরা প্রতিষ্ঠিত আছ। এই সুসমাচারের দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ, যদি তোমরা তোমাদের কাছে আমার প্রচারিত বাক্য দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো। অন্যথায়, তোমরা বৃথাই বিশ্বাস করেছ (১ করিন্থীয় ১৫:১-২)।

যিহূদা প্রচারকদের সেই বিশ্বাসের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করার আহ্বান করেছেন যা সর্বসময়ের জন্য একবারই পবিত্রগণের কাছে দেওয়া হয়েছিল (যিহূদা ১:৩)। প্রচারকের কখনোই তাঁর প্রচারে সুসমাচারের কেন্দ্রিকতাকে অন্য সমস্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা উচিত নয়। রাজনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যাশয়তান ,যেটিই হোক - বা তাত্ত্বিক বিতর্ক , সুসমাচারের বার্তা থেকে পরিচর্যাকারীদের মনোনিবেশ সরাতে চায়। একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করতে হবে। সুসমাচারকে আবশ্যিকভাবে আপনার প্রচারের কেন্দ্রিবন্দু থাকতে হবে।

পবিত্র আত্মাই প্রচারককে প্রস্তুত করেন

প্রচারক হিসেবে, মিনিস্ট্রির জন্য আমাদেরকে আমাদের সেরা কাজটা করতে হবে। তবে, শেষ পর্যন্ত আমরা প্রচারের শক্তির জন্য পবিত্র আত্মার অভিষেকের ওপরেই নির্ভর করি।

পবিত্র আত্মা প্রচারকের অন্তরে আলো প্রদান করেন

► উল্লিখিত পদগুলি পড়ুন: গীত ১১৯:১৮, ৩৩, ইফিষীয় ১:১৬-১৮, ১ করিন্থীয় ২:৯-১৬। এই পদগুলি শাস্ত্রের প্রতি আমাদের বোধগম্যতা সম্পর্কে কী শেখায়?

অন্তর্দৃষ্টির আলো হল পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের বোঝার সূচনা। এটি আমাদের পাঠ্যের অধ্যয়নের ফলাফলের চেয়ে অনেক বেশি; এটি একটি ঐশ্বরিক কাজ। পবিত্র আত্মার জ্ঞানের আলো সচেতন অধ্যয়নের প্রয়োজনকে প্রতিস্থাপন করে না, বরং এটি একা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা যা পেতে পারি তার চেয়ে বহুগুণে বেশি কিছু প্রদান করে। এই আলোর জন্য প্রত্যেক প্রচারকের প্রার্থনা করা উচিত!

পবিত্র আত্মা প্রচারকের বার্তায় শক্তি প্রদান করেন

ঠিক যেভাবে যিশু প্রচারের জন্য প্রস্তুতিতে প্রার্থনার গুরুত্বকে তুলে ধরেছিলেন, সেইভাবেই তিনি পরিচর্যা কাজে পবিত্র আত্মার গুরুত্বকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রথম প্রচারে, যিশু বলেছিলেন,

> প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন (লূক ৪:১৮)।

যিশু দেখিয়েছিলেন যে পরিচর্যা কাজে কার্যকারিতার মূল চাবিকাঠি হল পবিত্র আত্মার অভিষেক।

যিশু তাঁর শিষ্যদের সারা পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তবে, তাঁরা প্রচার করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে, তাঁদের পবিত্র আত্মার অভিষেক লাভ করতে হয়েছিল। যিশু তাঁর সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করতেন না।

> কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে (প্রেরিত ১:৮)।

এটি কেবল আত্মার আলোর মাধ্যমেই হয় যাতে আমরা সঠিকভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে পারি। এরপর, এটি কেবলই আত্মার শক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যাতে আমাদের প্রচার বা শিক্ষাদান আমাদের শ্রোতাদের অন্তরে প্রবেশ করে। এটি আত্মার মাধ্যমে হয় যেখানে ঈশ্বরের বাক্য প্রাণ ও আত্মা এবং শরীরের গ্রন্থি ও মজ্জা পর্যন্ত তা ভেদ করে যায়, এবং তা হৃদয়ের চিন্তা ও আচরণের বিচার করে (ইব্রীয় ৪:১২)।

যিশু তাঁর শিষ্যদের একটি অসাধারণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিকূল বা বিরোধী দর্শকদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত করে, যিশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "কারণ তোমরা যে কথা বলবে, তা নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার আত্মাই তোমাদের মাধ্যমে কথা বলবেন" (মথি ১০:২০)। এটির মানে এই নয় যে অধ্যয়ন এবং প্রস্তুতি গুরুত্বহীন। যিশু আমাদেরকে অধ্যয়ন এড়িয়ে যেতে বলেননি, বরং তিনি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন যে আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে কথা বলি।

পৌল এই শক্তির সাক্ষ্য দিয়েছেন যেখানে তিনি বলেছেন, "আমার বার্তা ও আমার প্রচার কোনও জ্ঞানের বা প্রেরণা দেওয়ার বাক্যযুক্ত ছিল না, কিন্তু ছিল পবিত্র আত্মার পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত" (১ করিন্থীয় ২:৪)। পৌল সযত্নে অধ্যয়ন করতেন। তিনি একজন মহান পন্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন প্রচারে চূড়ান্ত শক্তি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আসে, মানুষের জ্ঞান বা শক্তি থেকে নয়।

ঈশ্বরের বাক্যের কার্যকরী শিক্ষক এবং প্রচারক হওয়ার জন্য, আমাদের পাঠ্য বোঝার জন্য অধ্যয়ন করা উচিত। ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। তাহলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে তাঁর বাক্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের মাধ্যমে কথা বলবেন। এটিই প্রচারের সত্যিকারের শক্তি প্রদান করবেন।

পবিত্র আত্মাই শ্রোতাদের প্রস্তুত করেন

ঈশ্বর কেবল প্রচারককে প্রস্তুত করেন তা নয়, তিনি সত্য গ্রহণের জন্য দর্শক/শ্রোতাদেরকেও প্রস্তুত করেন। যদিও প্রচারককে নিজেকে অবশ্যই মিনিস্ট্রির জন্য প্রস্তুত করতে হবে, আমরা আনন্দ করতে পারি যে পবিত্র আত্মা শ্রোতাদের মিনিস্ট্রির জন্য প্রস্তুত করেন। যখন আমরা প্রচার করি বা শিক্ষা দিই, তখন আমরা নিজেদের যোগ্যতায় তা করি না।

পৌল থিষলনীকীয়দের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর প্রচারের প্রভাব তাঁর নিজের কথা বলার দক্ষতার ওপর ভিত্তিশীল নয় বরং তা পবিত্র আত্মার শক্তির ওপর ভিত্তিশীল। "আমাদের সুসমাচার শুধু বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তোমাদের কাছে আসেনি, কিন্তু এসেছিল পরাক্রম, পবিত্র আত্মায় এবং গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে" (১ থিষলনীকীয় ১:৫)। পবিত্র আত্মা প্রেরিতের কথাগুলি নিয়েছিলেন এবং শক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে থিষলনীকীয়দের হৃদয়ে তা প্রয়োগ করেছিলেন।

যতক্ষণ না আত্মা প্রচারকে শক্তিযুক্ত করছেন, শ্রোতারা মানসিকভাবে সম্মত হলেও তাদের হৃদয়ে তা স্পর্শ করবে না। এটি হল সেই আত্মা যিনি শ্রোতাদের তাদের প্রয়োজনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং একটি গভীর প্রতিক্রিয়া তৈরি করেন।

আমরা যারা প্রচার করি, প্রত্যেকের জন্য এই সত্যটি একটি বড় অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত। আমরা আমাদের নিজেদের দক্ষতার উপর নির্ভর করি না; আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রচার করি।

১৭৪১ সালের জুলাই মাসে জোনাথন এডওয়ার্ডস (Jonathan Edwards) কানেক্টিকাটের এনফিল্ড শহরে অবস্থিত একটি মন্ডলীতে একটি সারমন প্রচার করছিলেন যার শিরোনাম ছিল "এক ক্রুদ্ধ ঈশ্বরের হাতে পাপীগণ" (Sinners in the Hands of an Angry God)। এটি ছিল মহাজাগরণের সময় (Great Awakening), আমেরিকার ইতিহাসে ঈশ্বরের আত্মার সবচেয়ে তীব্র প্রসারণ। ঈশ্বরের আত্মা সমগ্র এলাকা জুড়ে কাজ করছিলেন।

এডওয়ার্ডস এই একই সারমন তার নিজের মন্ডলীতে সামান্য প্রভাবের সাথে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে এনফিল্ডে সারমন প্রচারের জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এডওয়ার্ডস কোনো প্রভাবশালী প্রচারক ছিলেন না। তিনি সাধারণত স্বরেই তাঁর সারমন পাঠ করেছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে কথা বলেননি বা কোনো নাটকীয় প্রদর্শন ব্যবহার করেননি। এডওয়ার্ডসের প্রচারের শৈলীর মধ্যে কোনোকিছুই একটি দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করার মত ছিল না।

তবে, সেইদিন ঈশ্বরের আত্মা মন্ডলীর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। একজন সাক্ষী লিখেছেন, "সারমন শেষ হওয়ার আগে, পুরো মন্ডলীগৃহে একটি তীব্র আর্তনাদ ও কান্না ছড়িয়ে পড়েছিল.... লোকেরা চিৎকার করে হাহাকার করছিল, 'পরিত্রাণের

জন্য আমি কী করব?' 'হায়, আমি নরকে চলে যাচ্ছি!' 'হায়, আমি খ্রিষ্টের জন্য কী করব?' এবং ইত্যাদি। প্রচারককে জোর করে প্রচার করা বন্ধ করতে হয়েছিল কারণ সেদিন ঈশ্বরের আত্মার আশ্চর্যজনক শক্তি দেখা গিয়েছিল।"

এডওয়ার্ডস অধ্যয়নে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন; তিনি প্রার্থনায় প্রস্তুতি নিয়েছিলেন; তিনি ব্যক্তিগত পবিত্রতা বজায় রাখতেন। এই সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু চূড়ান্ত শক্তি পবিত্র আত্মা থেকেই এসেছিল।

উপসংহার: অভিষেকের গুরুত্ব

যদি পবিত্র আত্মার অভিষেক এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে বহু প্রচারক কেন সামান্য কিছুতেই মানিয়ে নেন? একটা কারণ হতে পারে যে আমরা অভিষেকের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে ইচ্ছুক নই।

আমরা দেখেছি যে আত্মার অভিষেক প্রার্থনার মূল্য প্রদান করে। ই. এম. বাউন্ডস (E.M. Bounds) লিখেছেন, "প্রার্থনা, আরো প্রার্থনা, হল প্রচারের [অভিষেকের] মূল্য।"[23]

> আত্মার অভিষেক
> "প্রচারকের কাছে অধ্যয়নে নয়, প্রার্থনার কক্ষে আসে।"
> - ই.এম. বাউন্ডস (E.M. Bounds)

প্রার্থনা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিনম্র নির্ভরতাকে প্রকাশ করে। যদি আমরা অনুভব করি যে **আমাদের নিজস্ব ক্ষমতায়** আমরা প্রচার করার জন্য সক্ষম, ঈশ্বর আমাদেরকে তা করার অনুমতি দেবেন। যদি আমরা আমাদের নিজেদের মহিমার জন্য প্রচার করি, তাহলে আমাদের প্রতি আত্মার অভিষেক থাকবে না। ঈশ্বর বলেছেন, "আমার মহিমা আমি আর অন্য কাউকে দিতে পারি না" (যিশাইয় ৪৮:১১)। ঈশ্বরের অভিষেক চাওয়ার জন্য অবশ্যই ঈশ্বরের মহিমা আমাদের প্রেরণা হতে হবে, আমাদের নিজস্ব মহিমা নয়।

১০ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) আপনি এই পাঠের ভিত্তিতে একটি পরীক্ষা নেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(২) এই কোর্সের আপনি যে নীতিগুলি শিখেছেন সেগুলি ব্যবহার করে ক্লাসে একটি ১৫-২০ মিনিটের সারমন প্রচার করুন। ক্লাসের প্রত্যেক সদস্য এই কোর্স গাইডটির পিছনে দেওয়া অ্যাসেসমেন্ট ফর্মটি পূরণ করবে। এই সারমনটির জন্য আপনার সহপাঠীদের পর্যালোচনার সাথে আপনার আগের সারমনগুলির জন্য তাদের পর্যালোচনা তুলনা করার মাধ্যমে, আপনি কার্যকরভাবে সংযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার উন্নতি মূল্যায়ন করতে পারেন।

[23] E. M. Bounds, *Power through Prayer* থেকে অভিযোজিত।

১০ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) দু'টি উপায়ের উল্লেখ করুন যেটিতে প্রচারকের নিজেকে কার্যকর পরিচর্যা কাজের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত করা উচিত।

(২) পৌল তিমথিকে কীসের জন্য যুদ্ধ করতে বলেছেন?

(৩) কোন দুটি উপায়ে পবিত্র আত্মা একজন প্রচারককে প্রস্তুত করেন?

(৪) 'অন্তরের আলো' বা ইলিউমিনেশন-এর সংজ্ঞা দিন।

(৫) যিশুর প্রকাশ অনুযায়ী পরিচর্যা কাজে কার্যকারিতার মূল চাবিকাঠি কী?

(৬) ই. এম. বাউন্ডস'র বক্তব্য অনুযায়ী, প্রচারের [অভিষেকের] মূল্য কী?

স্পিকিং অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম

স্পিকারের নাম: _____

শাস্ত্রের পাঠ্য: _____

সারমনের শিরোনাম: _____

তারিখ: _____

শুরুর সময়: _____ **সমাপ্তির সময়:** _____

সঠিক স্কোরটিতে গোল দাগ দিন ("৫" হল দুর্দান্ত এবং "১" হল খুব খারাপ)। সব পয়েন্ট যোগ করুন।

প্রস্তুতি (নোটস বা সারমনের আউটলাইন)					
থিম (সুস্পষ্ট; পাঠ্য থেকে নেওয়া; আউটলাইনে ব্যবহৃত)	১	২	৩	৪	৫
আউটলাইন (থিম নির্ভর; যুক্তিযুক্ত বিকাশ)	১	২	৩	৪	৫
সত্যতা (সঠিক এবং উপযুক্ত)	১	২	৩	৪	৫
সৃজনশীলতা (নতুন ধারণা এবং পদ্ধতি)	১	২	৩	৪	৫
প্রয়োগ (উপযুক্ত এবং সুস্পষ্ট)	১	২	৩	৪	৫
পরিচ্ছন্নতা (পাঠযোগ্য; মূল পয়েন্টগুলি হাইলাইট করা)	১	২	৩	৪	৫
পরিপূর্ণতা (সম্পূর্ণভাবে বা সংক্ষিপ্তভাবে লেখা)	১	২	৩	৪	৫
উপস্থাপনা					
ভূমিকা (সংক্ষিপ্ত; আগ্রহজনক; প্রেরণাদায়ক)	১	২	৩	৪	৫
উত্তরণ (একটি পয়েন্ট থেকে পরেরটিতে সহজে অগ্রসর হওয়া)	১	২	৩	৪	৫
শাস্ত্রের ব্যবহার (সহায়ক শাস্ত্রাংশ, দৃষ্টান্ত)	১	২	৩	৪	৫
পরিসংখ্যান, গল্প এবং দৃষ্টান্তের ব্যবহার (সুস্পষ্ট, প্রাসঙ্গিক)	১	২	৩	৪	৫
কৌতুকের ব্যবহার (যথাযথ)	১	২	৩	৪	৫
বিষয়ের বিষয়বস্তুর প্রতি দক্ষতা (আত্মবিশ্বাসী)	১	২	৩	৪	৫
দর্শকের সাথে দৃষ্টি সংযোগ (নিয়মিত)	১	২	৩	৪	৫
দৃশ্যমান জিনিসের ব্যবহার (উপযুক্ত)	১	২	৩	৪	৫
সময় পরিচালনা (সময়ের যথাযথ ব্যবহার)	১	২	৩	৪	৫
উপসংহার (থিমকে দৃঢ়তা দান করে; প্রয়োগ তৈরি করে)	১	২	৩	৪	৫

উপস্থিতি (ব্যক্তিত্ব এবং অভিব্যক্তি)					
আচরণ (আত্মবিশ্বাসী, ক্ষমাপ্রার্থী, উদ্যমী; নার্ভাস)	১	২	৩	৪	৫
কণ্ঠস্বর এবং কথা বলার গতি (স্পষ্ট; শ্রবণযোগ্য)	১	২	৩	৪	৫
ভাষা (দর্শক/শ্রোতাদের জন্য উপযুক্ত)	১	২	৩	৪	৫
সাবলীলতা (উচ্চারণ; শব্দের মুক্ত ব্যবহার)	১	২	৩	৪	৫
উপস্থিতি/পোশাক (পরিচ্ছন্নতা, যথার্থতা)	১	২	৩	৪	৫
মুখের অভিব্যক্তি(বিষয়ের জন্য উপযোগী)	১	২	৩	৪	৫
অংশগ্রহণ (দর্শক/শ্রোতাদের পক্ষ থেকে)					
মৌখিক সংযোগ (আমেন, জোরে হাসি, আওয়াজ)	১	২	৩	৪	৫
অ-মৌখিক সংযোগ (হাসি, হাই তোলা, বিরক্ত চেহারা)	১	২	৩	৪	৫

অতিরিক্ত নোট:

মোট নম্বর: _____ পর্যালোচকের নাম: _____

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম _____

প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন হলে নিচের টেবিলে সই করুন। পরীক্ষাগুলি 'সম্পূর্ণ' হিসাবে বিবেচিত হয় যখন শিক্ষার্থী ৭০% বা তার বেশি নম্বর অর্জন করে। Shepherds Global Classroom থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠ	পরীক্ষা	১ নং অ্যাসাইনমেন্ট	২ নং অ্যাসাইনমেন্ট
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			

Shepherds Global Classroom থেকে Certificate of Completion-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ আবেদন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেটগুলি SGC-এর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হবে।